CMYK

চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

# জাগরণ

গৌরবের ৬৫ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

CMYK

সিস্টার Sister Masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 25 May 2019 ■ আগরতলা, ২৫ মে, ২০১৯ ইং ■ ১০ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

## মুখ্যসচিব সহ রাজ্য প্রশাসনে বড়সড় রদবদল

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মে।।** লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হতেই রাজ্য প্রশাসনে বড়সড় রদবদল করা হয়েছে। রাজ্য সরকার মুখ্য সচিব পরিবর্তন করেছে। শুধু তাই নয়, নির্বাচনী প্রক্রিয়া চলাকালীন নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে এডিজি আইন-শৃঙ্খলা এবং পশ্চিম আসনে রিটার্নিং অফিসার তথা পশ্চিম জেলার জেলা শাসকের পদ থেকে সরানো হয়েছিল রাজীব সিং এবং সন্দীপ মাহাত্মেকে। তাঁদেরকেও পুরনো পদে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্ত প্রশাসনিক পরিচালনগত বিষয়ে যথেষ্ট তাৎপর্য্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে। সরকার পরিচালনায় আমলাদের অসহযোগিতার অভিযোগে সরব বিজেপি জোট সরকারের এই পদক্ষেপ সরকারী কর্মচারীদের প্রতি সতর্কবার্তা বলে মনে করা অস্বাভাবিক নয়।

লোকসভা নির্বাচনে নতুন অভিজ্ঞতা হয়েছে বলে দাবি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। দলের পাশাপাশি সরকারেও বিভিষণ রয়েছে, তা তিনি বুঝে গেছেন বলে জানিয়েছেন। বৃহস্পতিবার নির্বাচনী ফলাফল নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলনেও বিভিষণ ইস্যুতে সরব হন তিনি। সাথে স্পষ্ট করে দিয়েছেন, বিভিষণদের চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নেওয়ার সময় এসে পড়েছে।

আজ রাজ্য প্রশাসনে বড়সড় রদবদল করা হয়েছে। রদবদল একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া, তাতে অবাক কোন কারণ নেই। কিন্তু, এই রদবদল নিয়ে ভাবতে হচ্ছে কারণ, মুখ্য সচিব পদ থেকে এল কে গুপ্তাকে সরানো হয়েছে। তাঁকে সিপার্ডের ডিরেক্টর জেনারেলের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তাঁর জায়গায় আপাতত এই দায়িত্ব সামলাবেন অর্থ দপ্তরের প্রধান সচিব মনোজ কুমার। তাঁর অবর্তমানে রাজ্য প্রশাসনে প্রধান সচিবদের মধ্যে সবচেয়ে সিনিয়র আধিকারিক ওই দায়িত্ব সামলাবেন।

রদবদলে চমক এখানেই থেমে যায়নি। লোকসভা নির্বাচন চলাকালীন নির্বাচন কমিশনের কোপ পড়েছিল এডিজি আইন-শৃঙ্খলা রাজীব সিং এবং পশ্চিম আসনে রিটার্নিং অফিসার তথা পশ্চিম জেলার জেলা শাসক সন্দীপ এন মাহাত্মের উপর। রাজ্য থেকে প্রাপ্ত রিপোর্টের ভিত্তিতেই তাঁদের সরিয়ে ছিল নির্বাচন কমিশন। কিন্তু, এখন ফের তাঁদের নিজ নিজ পদে ফিরিয়ে এনেছে রাজ্য সরকার। শুক্রবার এডিজি আইন-শৃঙ্খলা পদে রাজীব সিংহের পুনঃ নিযুক্তির বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে। সাথে পুনিত রস্তোগিকে এই পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞপ্তি অনুসারে রাজীব সিং ছুটি থেকে ফিরে কাজে যোগ দেওয়া পর্যন্ত এডিজি আইন-শৃঙ্খলার দায়িত্ব সামলাবেন পুনিত রস্তোগি।

একইভাবে, সন্দীপ এন মাহাত্মেকেও পশ্চিম জেলার জেলা শাসকের দায়িত্ব পুণরায় দেওয়া ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিলেন মোদী

**নয়াদিল্লি, ২৪ মে (হি.স.) :** নিয়ম মেনে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিলেন নরেন্দ্র মোদী। শুক্রবার নিয়ম মেনে রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের কাছে ইস্তফা দেন মোদী। তাঁর ইস্তফাপত্র গ্রহণ করেছেন রাষ্ট্রপতি।

এবার লোকসভা নির্বাচনে দেশের ৫৪২টি আসনের মধ্যে ৩০৩টি আসন একাই দখল করে বিজেপি। ২৩ মে মহাবিজয়ের পর প্রত্যেকেরই নজর এখন প্রধানমন্ত্রী পদে নরেন্দ্র মোদীর মহাঅভিষেকের দিকে। ৩০ মে পুনরায় প্রধানমন্ত্রী পদে শপথ নিতে চলেছেন নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী। তবে আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণের আগে ইস্তফা দেওয়াই নিয়ম। সেই নিয়ম মেনেই এদিন রাষ্ট্রপতিভবনে যান নরেন্দ্র মোদী। নিজের ইস্তফাপত্র তুলে দেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের হাতে। তার আগে মন্ত্রিসভাও ভেঙে দেওয়া হয়েছে। এদিন শপথ গ্রহণের আগে পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীদের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## ভারী বর্ষণে প্লাবিত কৈলাসহর ও ধর্মনগর

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মে।।** রাত থেকে ভারি বৃষ্টিতে ঊনকোটি জেলায় কৈলাসহর মহকুমার উত্তরাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে। মনু নদীর জল বিপদসীমার কাছাকাছি বইছে। এখন পর্যন্ত ১০টি ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে। তাতে ১৩০ পরিবার ঠাই নিয়েছে। কৈলাসহর মহকুমা শাসক জানিয়েছেন, বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় সবরকম প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। এদিকে, উত্তর ত্রিপুরা জেলা সদর ধর্মনগরও গত রাত থেকে ভারী বৃষ্টিপাতে বিভিন্ন এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়েছে।

কৈলাসহর উত্তরাঞ্চলের বাসিন্দা মকবুল আলি জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার রাত ২টা থেকে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। টানা বর্ষণে কৈলাসহরের উত্তরাঞ্চল প্লাবিত হওয়ায় স্থানীয় জনগণ বিভিন্ন সমস্যা পড়েছেন। তিনি জানান, লক্ষীছড়া নদীর জল বিপদসীমার অতিক্রম করেছে। তাই, কৈলাসহরের উত্তরাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে। সাথে তিনি যোগ করেন, মনু নদীর জলও বিপদসীমার কাছাকাছি চলে এসেছে। যদি, ফের ভারী বৃষ্টিপাত হয় তাহলে মনু নদীর জলও বিপদসীমা অতিক্রম করবে।

কৈলাসহরের মহকুমা শাসক জানিয়েছেন, শহর উত্তরাঞ্চল প্লাবিত হওয়ায় ১৩০টি পরিবারকে ত্রাণ শিবিরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। মোট ১০টি ত্রাণ শিবিরে তাঁদেরকে রাখা হয়েছে। তাঁদের জন্য খাদ্য সামগ্রী সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রেরও ব্যবস্থা করেছে মহকুমা প্রশাসন। তিনি আরো জানান, বন্যা পরিস্থিতি মোকাবেলায় সব রকমের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। কারণ, গত বছর মনু নদীর বাঁধ ভেঙ্গে কৈলাসহরে বন্যা হয়েছিল। তাই, এবছর আগাম প্রস্তুতি নেওয়া রয়েছে।

ধর্মনগর মহকুমা অন্তর্গত জেল রোড শিববাড়ি সিগন্যাল বস্তি ইয়াকুব নগর কুর্তি বিভিন্ন এলাকায় ঘন্টা চারেক এর বৃষ্টিতে সৃষ্টি হয়েছে বন্যার। রাত আনুমানিক আড়াইটা থেকে তিনটের সময় প্রচন্ড বৃষ্টি হয় ধর্মনগর মহকুমায়। বিভিন্ন এলাকা ঘন্টা তিনেক-এর বৃষ্টিতে বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে।

ফলে, ২০০ পরিবারকে ত্রাণ শিবিরে নিয়ে যেতে হয়েছে।

আজ সকাল বেলা ধর্মনগর মহকুমা প্রশাসন, ফায়ার সার্ভিস, পুলিশ প্রশাসন এবং এলাকার কিছু যুবকের প্রচেষ্টায় বন্যা কবলিত মানুষদের বাড়ি বাড়ি বোট নিয়ে গিয়ে উদ্ধার করে ত্রাণ শিবিরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। উদ্ধারকাজে ধর্মনগর অতিরিক্ত মহকুমা শাসক সুভাষ দত্তকেও দেখা গেছে মানুষকে নৌকা করে নিয়ে আসতে।

ধর্মনগর অতিরিক্ত মহকুমা শাসক বলেন, জলপ্লাবিত এলাকার মানুষদের জন্য ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে এবং তাদেরকে নিয়ে আসার জন্য প্রশাসন যথেষ্ট উদ্যোগ নিয়েছে।

## সরকারী ইংরেজী মাধ্যম স্কুলে নার্সারী চালুর উদ্যোগ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মে।।** প্রত্যেক ছেলেমেয়ের ভিত মজবুত করার জন্য নার্সারী থেকেই জোর দিতে চাইছে ত্রিপুরা সরকার। তাই, সরকারী ইংরেজী মাধ্যম বিদ্যালয়গুলিতে নার্সারী চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। শিক্ষা দপ্তরের পদস্থ আধিকারিক জানিয়েছেন, প্রত্যেক ছেলেমেয়ের প্রাথমিক শিক্ষা সঠিকভাবে প্রদান করা খুবই জরুরী। তাই নয়া উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

তিনি জানান, ত্রিপুরায় প্রত্যেক ব্লকে, পুর নিগম এলাকায়, নগর পঞ্চায়েত, পুর পরিষদ এলাকায় সরকারী ইংরেজী মাধ্যম বিদ্যালয়ে নার্সারী চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সে মোতাবেক প্রস্তুতিও চলছে। তাঁর কথায়, যেসমস্ত এলাকায় ছাত্রছাত্রী সংখ্যা বেশি কেবলমাত্রই সেখানেই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাস, ক্ষতিপূরণের দাবীতে সুপ্রিম কোর্টে যাচ্ছে কংগ্রেস

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মে।।** রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাসের খবর মিলছে। বৃহস্পতিবার লোকসভা নির্বাচনের ভোটা গণনার পর থেকে শুরু হয়েছে এই সন্ত্রাসে শুক্রবার রাতে খবর লেখা পর্যন্ত চলতে থাকে এই হিংসার। বিভিন্ন জায়গায় বাড়ি ঘরে হামলা, গাড়ি, মোটরসাইকেল পুড়িয়ে ফেলার পাশাপাশি আক্রান্ত হচ্ছে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা। রাজনৈতিক হামলার পাশাপাশি সাংবাদিকদের বাড়ি ঘরেও হামলা চালানো হচ্ছে বলে অভিযোগ। পশ্চিম থানার আধীন লঙ্কামুড়া এলাকার বাসিন্দা সাংবাদিক কল্যাণ দেবনাথের বাড়িতে দুস্কৃতিরা হামলা চালিয়েছে। বাড়ির সামনের রেশনসোপ তছনছ করে ফেলা হয়েছে। চড়িলামের সাংবাদিক জ্যোতির্ময় সাহাকে হুমকি দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া শহরতলীর খয়েরপুর, বণিক্য চৌমুহনী, রামনগর সহ অন্যান্য মহকুমাতে নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাসের অভিযোগ উঠেছে। এদিকে, আজ সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মণ বলেন, লোকসভা নির্বাচনে শাসক দল বিজেপিকে কড়া টক্কর দিতে পেরেছি। তাই, কংগ্রেস কর্মীদের নিশানা করা হচ্ছে। এখন পর্যন্ত শতাধিক কংগ্রেস কর্মী সন্ত্রাসের শিকার হয়েছেন। প্রদ্যুৎ বলেন, বেশ কয়েকজন কংগ্রেস কর্মী জি বি হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন।

প্রদ্যুতের কথায়, সন্ত্রাসের শিকার কর্মীদের থানায় মামলা করার জন্য বলা হয়েছে। কারণ, সমস্ত মামলা একত্রিত করে ক্ষতিপূরণের দাবিতে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানানো হবে। তিনি বলেন, ১৯৯৩ সালে এমনই নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাসের ঘটনায় ত্রিপুরা হাইকোর্টে মামলা করা হয়েছিল। তখন হাইকোর্ট রাজ্য সরকারকে ক্ষতিপূরণ মিটিয়ে দিতে নির্দেশ দিয়েছিল। তাই, এখন নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাসের শিকার সকলকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হবে কংগ্রেস।

## জামাত-উল-মুজাহিদিন এর সহযোগীদেরও নিষিদ্ধ করল ভারত

**নয়াদিল্লি, ২৪ মে (হি.স.) :** সন্ত্রাসবাদী সংগঠন জামাত-উল-মুজাহিদিন বাংলাদেশকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করল ভারত। বাংলাদেশের কট্টর ইসলামিক সংগঠন জামাত-উল-মুজাহিদিন জামাত-উল-মুজাহিদিন ইন্ডিয়া বা জামাত-উল-মুজাহিদিন হিন্দুস্তান নামেও কাজ করে। ফলে, একইসঙ্গে জামাতের এই দুটি সংগঠনেও নিষেধাজ্ঞা আরোপ হয়েছে। শুক্রবার বাংলাদেশের কট্টর এই ইসলামিক সংগঠনটিকে ইউএপিএ-এর প্রথম সূচি অনুসারে দলটিকে নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## সুরাটে বাণিজ্যিক কমপ্লেক্সে আগুন ১৮ জনের মৃত্যু

**নয়াদিল্লি, ২৪ মে (হি.স.):** গুজরাটের সুরাটে তক্ষশীলা বাণিজ্যিক কমপ্লেক্সে ভয়াবহ আগুন লাগার ঘটনায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দুঃখপ্রকাশ করেন। শুক্রবার দুপুরে গুজরাটের সুরাটে তক্সশীলা বাণিজ্যিক কমপ্লেক্সে আগুন লেগে যায়। ওই কমপ্লেক্সে কিছু পড়ুয়া কোচিং ক্লাসে পড়াশোনা করছিল। তখনই আবাসনের তিনতলায় আচমকাই আগুন লাগে। কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় গোটা এলাকা। প্রাণ বাঁচাতে আবাসনের পাঁচতলা থেকে ঝাঁপ দেয় পড়ুয়ারা। এখনও পর্যন্ত বিধ্বংসী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শুক্রবার রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ এর কাছে প্রধানমন্ত্রী পদে ইস্তফা পত্র তুলে দেন নরেন্দ্র মোদী। ছবি-পিআইবি।

## আনুষ্ঠানিকভাবে এনডিএ'র নেতা নির্বাচন আজ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মে।।** এনডিএ'র বৈঠকে শনিবার আনুষ্ঠানিক ভাবে নেতা নির্বাচন করা হবে। ওই বৈঠকে যোগ দিতে দিল্লি গেলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তাঁর সাথে গিয়েছেন উপ-মুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা, শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ, বিজেপি প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক রাজীব ভট্টাচার্য্য এবং বিজেপির দুই জয়ী প্রার্থী প্রতিমা ভৌমিক ও রেবতি কুমার ত্রিপুরা। শুক্রবার রাতের বিমানে তাঁরা দিল্লি গিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনে বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে বিজেপি জয়ী হয়েছে। বিজেপি একা ৩০৩টি আসনে জয়ী হয়েছে। ফলে, এনডিএ'র দখলে রয়েছে ৩৫২টি আসন। ষোড়শ লোকসভা নির্বাচনের তুলনায় আরও বেশি আসনে জয় নিঃসন্দেহে নরেন্দ্র মোদির কৃতিত্বেই সম্ভব হয়েছে। ফলে, আগামীকাল বৈঠকে আনুষ্ঠানিকভাবে নরেন্দ্র মোদি এনডিএ'র নেতা নির্বাচিত হবেন। ওই মুহুর্তের সাক্ষী হতে রাজ্য থেকেই বিপ্লব দেব সহ অন্যান্যরা দিল্লি পাড়ি দিয়েছেন।

## জমি সংক্রান্ত বিবাদের জেরে কাকা ভাতিজায় রক্তারক্তি কান্ড

**নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৪ মে।।** শুক্রবার দুপুরে বিশ্রামগঞ্জ থানার অধীন রংমালা এলাকায় পূর্ণরাম দেববর্মা (৫৫)কে ভাতিজা রণজিৎ দেববর্মা দা দিয়ে কুপিয়ে রক্তাক্ত করেছে। তখন বাঁচার তাগিদে ভাতিজাকে এলোপাথাড়ি কুপাতে থাকে বলে জানায় পরিবারের লোকজন। সাথে সাথেই রক্তাক্ত কাকা ও ভাতিজাকে বিশ্রামগঞ্জ প্রাথমিক হাসপাতালে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় জি বি হাসপাতালে রেফার করে দেয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে ধারালো দা উদ্ধার করেছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে জমি সংক্রান্ত বিবাদের জেরেই এই রক্তারক্তি কান্ড। পুলিশ একটি মামলা নিয়েছে।

## গন্ডাছড়ায় সার্ভিস রাইফেলের গুলিতে আত্মঘাতী জওয়ান

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মে।।** সার্ভিস রাইফেলের গুলিতে আরও এক বিএসএফ জওয়ানের আত্মহত্যা। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার ধলাই জেলার গন্ডাছাড়া থানার অধীন পঞ্চরতন এলাকায়। নিহত জওয়ানের নাম অশ্বীনি কুমার। বয়স পঞ্চাশ। বাড়ি জম্মু ও কাশ্মীরে। তিনি আমবাসাস্থিথ ৮৬ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের প্রধান কার্য্যালয়ে কর্মরত। গতকাল ভোট গণনা উপলক্ষে নিরাপত্তার দায়িত্বে আমবাসা থেকে এক কোম্পানী জওয়ানকে গন্ডাছড়ায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। আগামীকাল তাদের আমবাসায় ফিরে যাওয়ার কথা। এরই মধ্যে শুক্রবার দুপুরে টিআর-০৪-১২১৬ নম্বরের একটি বাসের মধ্যে নিজের সার্ভিস রাইফেল থেকে গুলি চালিয়ে আত্মহত্যা করেন অশ্বীনি কুমার। সহকর্মীরা তাকে গন্ডাছড়া হাসপাতালে নিয়ে গেলে, চিকিৎসকরা জানান তাকে মৃত অবস্থায় হাসপাতালে নেয়া হয়েছে।

## ছাত্র নেতাকে মারধরের ঘটনায় উত্তপ্ত খোয়াই কলেজ, দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবীত অবরোধ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২৪ মে।।** ছাত্র সংগঠনের এক নেতার উপর হামলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে খোয়াই কলেজ চত্বর। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার বিকালে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বিশাল সংখ্যায় পুলিশ ও টিএসআর মোতায়েন করা হয়েছে।

সংবাদে প্রকাশ, শুক্রবার খোয়াই দশরথ দেব কলেজের এবিভিপি ছাত্র সংগঠনের কর্মকর্তারা গতকাল বিজেপির লোকসভা নির্বাচনে জয়ের পরিপ্রেক্ষিতে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। মূলত এই আলোচনা সভা ছিল আগামীদিনের সাংগঠনিক কর্মসূচী নিয়ে। আলোচনা শেষ করার পর কলেজ চত্বর থেকে বিকাল তিনটা নাগাদ এবিভিপি ছাত্র সংগঠনের খোয়াইয়ের বিস্তারক অনল সরকার বেরিয়ে আসর সময় তাকে মারধর করা হয়। কলেজের শেষ বছরের ছাত্র রাজকমল দত্ত সহ পাঁচ ছয়জন সংঘবদ্ধ ভাবে তার উপর হামলা করে। তাকে রক্তাক্ত করা হয়। মুহুর্তের মধ্যেই কলেজ চত্বরে তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় অনল সরকারকে খোয়াই জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তাকে ভর্তি করানো হয়েছে। এদিকে, এই ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই খোয়াই কলেজে ছুটে যায় এবিভিপির কর্মী সমর্থকরা। তারা কলেজের সামনে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। খবর পেয়ে সেখানে পৌঁছে খোয়াইয়ের এসডিপিও সৌরভ সেন সহ থানার পুলিশ ও বিশাল সংখ্যায় টিএসআর বাহিনী। এবিভিপির কর্মী সমর্থকরা রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখায়। সংগঠনের তরফ থেকে দাবী জানানো হয়েছে অবিলম্বে হামলাকারীদের গ্রেপ্তার করতে হবে। পুলিশ প্রশাসনের তরফ থেকে আশ্বাস পাওয়ার পর সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ অবরোধ প্রত্যাহার করে নিয়েছে এবিভিপির কর্মী সমর্থকরা। তবে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার না করা হলে বৃহত্তর আন্দোলনের হুমকি দিয়েছে তারা।

খোয়াইয়ে ছাত্র সংগঠন এবিভিপির রাস্তা অবরোধ আন্দোলন। শুক্রবার তোলা নিজস্ব ছবি।

## অনলাইনের বদলে এবছর কলেজে ভর্তি অফলাইনে

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মে।।** পরিকাঠামোগত ত্রুটির কারণে এবছর কলেজগুলিতে ভর্তি অফলাইনে হবে বলে জানিয়েছে ত্রিপুরার শিক্ষা দপ্তর। প্রসঙ্গত, গত বছর কলেজে ভর্তির আবেদন অনলাইনে জানানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। কিন্তু, প্রযুক্তিগত এবং পরিকাঠামোগত ত্রুটির কারণে ভর্তি প্রক্রিয়ার আবেদন সংগ্রহকে ঘিরে বহু সমস্যা হয়েছিল। এখন পর্যন্ত ওই সমস্যার সমাধান হয়নি। তাই, এবছর অফলাইনে সমস্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে শিক্ষা দপ্তর। দপ্তরের আধিকারিক জানিয়েছেন, গত ত্রিপুরার ২২টি ডিগ্রি কলেজে ভর্তির আবেদন অনলাইনে জানানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার কিছু ত্রুটি ধরা পড়েছিল। তখন ভর্তি অফলাইনের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়েছে। তিনি জানান, একাধিক আইটি সংস্থার সাথে এ-বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তারা কেউ ওই ত্রুটির সমাধান করে দিতে পারবে বলে সম্মত হয়নি।

তাই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে ভর্তি প্রক্রিয়া অনলাইনের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হবে। তাতে, সমস্ত আধুনিক সুযোগ সুবিধা থাকবে। সেক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের প্রতিনিধি এবং কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে মতামত নেওয়া হবে। তবে, এবছর ভর্তি প্রক্রিয়া অফলাইনে করতে হচ্ছে। কিন্তু, ভর্তি প্রক্রিয়া পুরো স্বচ্ছতা মেনে হবে, দাবি করেন তিনি।

CMYK CMYK

জাগরণ আগরতলা ■ বর্ষ-৬৫ ■ সংখ্যা ২২১ ■ ২৫মে ২০১৯ ইং ■ ১০ জ্যৈষ্ঠ ■ শনিবার ■ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

# গভীর সংকটে বামপন্থা

বামপন্থার সংকট শুরু হইয়াছিল অনেক আগেই। এইবার সাধারণ নির্বাচনে বামপন্থীদের একেবারে ধুইয়া মুছিয়া সাফ করিবার মতো অবস্থা। স্বাধীনতার পর বামপন্থী রাজনীতি এতবড় ধাক্কার মুখে পড়ে নাই। গোটা দেশে বামপন্থীরা জিতিয়াছেন সাকুল্যে পাঁচটি আসনে। তামিলনাড়ুতে চারটি, আর কেরালায় একটি আসনে। তামিলনাড়ুতে মাদুরাই আর কোয়েম্বাটোর কেন্দ্রে জিতিয়াছে সিপিআই(এম)। পাশাপাশি এই রাজ্যের তিরুপুর ও নাগাপত্তনম কেন্দ্র দুইটিতে জিতিয়াছে সিপিআই। ইহা ছাড়াও সিপিআই(এম) জিতিয়াছে কেরালার আলপুজ্জা কেন্দ্র। পাঁচ বছর আগে লেলাকসভায় বামপন্থীদের আসন সংখ্যা ছিল বার। সেবার কেরালায় আটটি আসনে জিতিয়াছিলেন বামপন্থীরা। বাকিগুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরা হইতে দুইটি করিয়া আসন। এইবারের লোকসভা নির্বাচনে বামপন্থীদের শোচনীয় পরিস্থিতির বিশ্লেষণ দল কিভাবে করিবে বলা মুশকিল। তবে, একথা বলা যাইতে পারে যে, আদর্শের দৈন্যতা, ক্ষমতার মোহ, পরিস্থিতি সম্পর্কে সঠিক মূল্যায়ণ করিতে না পারা এবং দম্ভ অহংকার, দুর্নীতি, দলের নেতা কর্মীদের অবক্ষয় ধান্দাবাজী, গরীব সর্বহারাদের দল বলিয়া চিৎকার করিলেও বাস্তবে বিপরীত পদক্ষেপ, নেতাদের মধ্যে বুর্জোয়া আধিপত্যের বিস্তার বামপন্থারর উপর অবিশ্বাস অনাস্থাই বাড়াইয়াছে। যে পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা এবং কেরালা ছিল বামপন্থীদের দূর্গ, সেখানে এই দলের অস্তিত্বই আজ প্রশ্নের মুখে। পশ্চিমবঙ্গে পাত্তা নাই সিপিএমের। ত্রিপুরায় সিপিএমের সাংগঠনিক শক্তি থাকিলেও তাহা যে সহসাই আরও দূর্বল হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই পরিস্থিতির মুখে দাঁড়াইয়া ত্রিপুরার মৃতপ্রায় কংগ্রেস তবু উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। বিজেপির পরেই কংগ্রেস উঠিয়া আসিয়াছে। সিপিএম বিধানসভায় বিরোধী দল হিসাবে চিহ্নিত হইলেও লোকসভা ভোটে একেবারে তৃতীয় স্থানে চলিয়া আসিয়াছে। আগামী দিনে এই দলে কয়জন কমরেড কামড় খাইয়া থাকিবেন সেই প্রশ্নই বড় হইয়া দেখা দিয়াছে।

অনেক ত্যাগ সংগ্রামের মধ্য দিয়া কমিউনিস্ট পার্টি ভারতে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ১৯৬২ সালে চীনের ভারত আক্রমণের পরই কমিউনিস্টদের মধ্যে মতাদর্শগত সংঘাত বাড়িয়া গেল। তখন অবিভক্ত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে উগ্র বামপন্থীদের বিপ্লবের স্বপ্নে মাতোয়ারা হইতে দেখা গিয়াছে। চীন ও রুশ বিপ্লবের ঘটনায় উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন ভারতের কমিউনিস্টরা। তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন রক্তাক্ত বিপ্লব ছাড়া শ্রমিক শ্রেণীর ক্ষমতা দখল সম্ভব নয়। এই মত বিরোধের কারণে মূলতঃ কমিউনিস্ট পার্টি ত্রিধা বিভক্ত হয়। বিপ্লবের আগুনে যেসব কমরেডরা উদ্বুদ্ধ তাহারা কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদ, লেনিন বাদ) নকশালবাড়িতে বিপ্লবের আগুন জ্বালাইয়া দিয়াছিলেন। তাই তাহাদের বলা হইত নকশাল পন্থী। তাহারা নিজেদের চীনপন্থী বলিয়া ঘোষণা দিয়াছিল। তাহাদের শ্লোগান ছিল চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান, বন্দুকের নলই শক্তির উৎস। সেই চীনা পন্থীরা দেশজুড়িয়া জোতদার, বুর্জোয়াদের খতম, বুর্জোয়া শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস করিবার মারণ খেলায় মাতিয়াছে। অন্যদিকে, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিআই) সরাসরি রাশিয়াপন্থী হিসাবে নিজেদের তুলিয়া ধরিল। কিন্তু, সিপিআই (এম) মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি কোনও সমাজতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে যুক্ত হয় নাই। তবে সিপিএম চীনের প্রতি অনেক বেশী দুর্বল তাহা বিভিন্ন ঘটনায় স্পষ্ট হইয়াছে। স্বাধীনতার পরবর্তী পর্য্যায়ে নানা খাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া বামপন্থীরাা আগাইয়াছে। দেশের প্রগতিশীল মানুষের মধ্যে বামপন্থীদের আদর্শের প্রতি যে আকর্ষণ স্বাধীনতা পরবর্তী সময় হইতে দেখা গিয়াছিল আজ সেখানে অনেক বেশী ভাঁটার টান। বামপন্থার ক্রমাবনতি এবং দক্ষিণপন্থার জয়জয়কার দেশের সামনে নতুন করিয়া প্রশ্ন আনিয় দিয়াছে। বিজেপিকে সাম্প্রদায়িক শক্তি বলিয়া যে সিপিএম বা বামপন্থীরা প্রতিনিয়ত বিষোদগার করিতেন আজ সেই শক্তিই তো বিপুল সমর্থনে মহা পরাক্রমশালী রূপে আবির্ভূত। আসলে, বামপন্থীদের নীতিগত ও আদর্শগত সংঘাত এত ব্যপক হইয়াছে জনমনে তাহার বিরূপ প্রতিক্রিয়া আনিয়া দিয়াছে। যে দল টানা পঁচিশ বছর শাসন করিয়াছে সেই দল একেবারে ধুলিসাৎ হইয়া গেল ত্রিপুরায় ও পশ্চিমবঙ্গে? বিজেপিকে রুখিব্যার কথা প্রচার করিয়া কংগ্রেসকে কেন্দ্রের ক্ষমতায় টিকাইয়া রাখিবার ঘটনা তো ভুলিবার নহে। সেখানে কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে গোপন বুঝাপড়া ছিল। ইহা ছিল অনৈতিক বুঝাপড়া। রাজ্যে কুস্তি ও দিল্লীতে দোস্তির ঘটনায় মানুষের বিরক্তি উৎপাদিত হইয়াছে। সোজা কথায় সিপিআই(এম) দলের নেতা কর্মীরা মার্কসবাদের আদর্শের সঙ্গে কতখানি পরিচিত ছিলেন বলা কঠিন। ফলে, দল চলিয়াছে সম্পূর্ণ বুর্জোয়া কায়দায়। নীতি আদর্শকে জলাঞ্জলী দিয়া পাওয়া এবং পাওয়াইয়া দিবার রাজনীতিই মুখ্য হইয়া উঠে। এই ভাবেই বামপন্থীরা কার্য্যত ইতিহাসের পাতাতেই ঠাঁই নিয়াছেন।

# ঝাড়গ্রামে লোকসভা নির্বাচনে দ্বিগুণ শক্তি দেখিয়েছে বিজেপি

ঝাড়্গাম, ২৪ মে ( হি. স.) : পঞ্চায়েত নির্বাচনে নিজেদের শক্তির পরিচয় দিয়েছিল বিজেপি। যদিও সেই শক্তি মানতে নারাজ ছিল তৃণমূলের নেতাকর্মীরা। তবে এই লোকসভা নির্বাচনে তাদের দ্বিগুণ শক্তি দেখিয়েছে বিজেপি। তাই আজ জঙ্গলমহলে ধরাশায়ী তৃণমূল। ঝাড়গ্রামের মতো তথা লোকসভার সংসদীয় এলাকায় তৃণমূল লড়াই দিতে সক্ষম হয়েছে। শুক্রবার ভোট গননার পর দিন ঝাড়গ্রামে শহরের তৃণমূলের দলীয় কার্যালয় ছিল তালা বন্ধ। দেখা মলেনি তৃণমূলের কোন নেতা,কর্মীর। যদিও রাজ্য সরকারের জন মুখি অসংখ্য প্রকল্প,রাস্তা ঘাট,হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠিন এই সব কিছু মানুষের কাছে তুলে ধরা যায়নি যেমন তেমনই প্রকল্প গুলিক সুবিধা পেতে প্রান্তীক মানুষদের কাট খড় পোড়াতে হয়েছে।ঝাড়গ্রামের মতো এক সময় মাওবাদী অধ্যুষিত এলাকায় কেবল খুন,সন্ত্রসের বাতাবরণ ছিল।নিত্যদিন বনধ,অবরোধে হাফিয়ে উঠছিল মানুষ।দিনের পর দিন বন্ধ থাকত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন দফতর।মানুষের রুজি রুটিতে টান ধরেছিল।সেই জায়গা থেকে ২০১১ সালে সারা রাজ্যে মামতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে পরিবর্তন জঙ্গলমহলের মুখে হাঁসি ফুটিয়ে ছিল।২০১৪ সালে ঝাড়গ্রাম লোকসভা থেকে তৃণমূলের প্রার্থী উমা সোরেন বিপুল ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছিল।কিন্তু বিশেষত জেলার গ্রাম গুলির মানুষের অভিযোগ শাসকলের দূর্নীতি আর নেতাদের এমনকি ছোট খাট অঞ্চল নেতাদেরও কয়েক বছর মধ্যে ফুলে ফেঁপে ওঠা মানুষ ভালো ভাবে নেয় নি।রাজ্য সরকার জনমুখি যে সব প্রকল্প গুলি চালু করেছে সেই প্রকল্পের সুবিধা নেওয়ার জন্য নেতাদের টাকা দিতে হয়েছে। সরকারি শৌচাগার,বাংলা আবাস যোজনা সহ বিভিন্ন প্রকল্প গুলির ক্ষেত্রে নেতাদের গরীব মানুষদের টাকা দিতে হয়েছে।এমন কি বিভিন্ন ক্লাব গুলিকেও তাদের প্রাপ্য পাওয়ার জন্য নেতাদের অর্ধেক টাকাই দিয়ে দিতে হয়েছে।স্থানীয় নেতাদের এই চরম দূর্নীতি মানুষ মেনে নেয় নি। গননার ফলাফল সামনে আসতেই জেলার বিভিন্ন জায়গা থেকেই দলীয় সূত্রেই খাবর পাওয়া গিয়েছে নেতাদের এই ব্যবহারের বিরুদ্ধেই রায় দিয়েছে সাধারণ মানুষ। এক একটি অঞ্চলে নেতারা কয়েক বছরের মধ্যেই দামি গাড়ি,বাড়ির মালিক।রাজ্য সরকার নয় তৃণমূলের নেতাদের উপর চরম বিরক্তিই মানুষকে বিরুর করছে।তারা বিকল্প হিসেবে দেখে নিতে চেয়েছে বিজেপিকে।

অন্যদিকে তৃণমূল এই হারের পর দলীয় তদন্ত করবে বলেছে।ঝাড়গ্রাম জেলা তৃণমূল কোর কমিটির চেয়ারম্যান,বিধায়ক সুকুমার হাঁসদা সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছেন " কেন এই ফলফল হল তা আমরা দলীয় স্তরে রিভিউ করে দেখব।"অন্যদিকে ঝাড়গ্রাম জেলা বিজেপির সভাপতি সুখময় শতপথি বলেন "মানুষ দু হাত তুলে ভোট দিয়েছেন বলে বিজেপি এই ফলাফলা করতে পরেছে।'

# বিদ্রোহী কবি নজরুলের ভাবনা

পার্থসারথী রায়

আজ ১১ ই জৈষ্ঠ্য ইংরেজী ২৫ মে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২০ তম জন্মবার্ষিকী। তাঁর জন্ম পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার অন্তর্গত চুরালিয়া গ্রামের কাজী পরিবারে। মুসলিম সমাজ কাজীরা অন্যসম্মানের অধিকারী। এদের পূর্ব পুরুষেরা বাদশাহী আমলে বিচার বিভাগীয় কাজ করতেন,এজন্য তাদের বংশের একটা গর্বও বিদ্যামান ছিল। তাঁর পিতা কাজী ফকীর আহম্মেদ-এবং মাতা জাহদা খাতুন। পিতামহ কাজী আমিনুল্লাহ ও মাতামহ মুন্সী তোফায়েল আলী। নজরুলের বড় ভাই জনি ও তারপর বিমতার গর্ভে চার সন্তান মারা যাওয়ার পর নজরুলের জন্ম।তাই তার নাম রাখা হলো দুঃখু মিঞা, আবার অনেকের মতে দারিদ্রের মধ্যে নজুরুলকে পেয়ে তার মা বাবা তাদের মন্দ ভাগ্যের সাথে জড়িত পুত্রটির নাম রাখেন দুঃখ মিঞা। নজরুলের ছোট এক ভাই আলি হোসেন ও এক বোন জন্ম কুলসুম। তাঁর পিতা অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ গরিব লোক ছিলেন, বাড়ির কাছে মসজিদও মাজার শরীফের সেবায়েতীর কাজ করে বহু কষ্ঠে সংসার চালাতেন, ছেলের পড়ার খরও চালাতে পারতেন না। নজরুলের বয়স যখন নয় বছর পূর্ণ হতে যাচ্ছে। এমন সময়ই পিতাকে হারান। তখন সংসারের সব দায়িত্বই এসে পরে এই নাবালক দুঃখ মিঞার কাঁধে। গ্রামে মক্তর থেকে ১৩১৬ বঙ্গাব্দের নিম্ন প্রাথমিক পরীক্ষায় পাশ করে মক্তবেরই শিক্ষক নিযুক্ত হয়। পিতার ইমারতী কাজ হাতে নিয়েও মোল্লাগিরি করে বহু কষ্ঠে সংসার চালাতে লাগলেন। শৈশব যখন সাই সাই করছে বাল্যকাল সবে দেখা দেবে, তখনই তিনি ভিড়ে গেলেন লেঠোর দলে। তখন চুরুলিয়ায় বহু পল্লীকবি ছিলেন। তাঁদের সেরা কবিয়ালকে " গোদা কবি" বলা হত। শেখ চাকর গোদা তাঁর দলে নজরুলকে নিয়ে বলেন "এ ব্যাঙাচি বড় হয়ে সাপ হবে" কথাটা ফলেছিল কিন্তু। আদরকরে ওনি ওকে "ব্যাঙাচি" বলে ডাকতেন, সেই থেকেই গান, পালা,গান রচনা, সুর সংযোজন সুরু হয় তার জীবনে। সব রচনা সকলকে মুগ্ধকরতে লাগল। শ্রদ্ধা অর্জন করতে লাগলেন পালা গানের মধ্য দিয়ে। মৌলভী ফজলু আহম্মেদের কাছে আরবীও তার কাকা (বাবার খুড়তুত ভাই( ফজলেকরীমের কাছে উর্দু ও ফরাসী ভাষা শিক্ষার হাতে খড়ি হয়েছিল নজরুলের। বহু হিন্দু সাধু সন্ন্যাসীদের আস্তনায় যাবার ফলে রামায়ণ, মহাভারত পুরাণ ও ভাগবত পাঠের সুযোগ জুটেছিল। যার ফলে বাঁধনহারা নজরুল মাঝে মাঝে বাউল, সুফী, দরবেশ, সাধু সন্ন্যাসীদের হঠাৎই উধাও হয়ে যেতেন আবার হঠাৎই একদিন খুসিমত ফিরে আসতেন। তাই প্রতিবেশীরা তাঁকে আদর করে কখনো তারা ক্ষ্যাপা বা নজব আলি বলে ডাকত। ওর স্কুলজীবন আলাদা করে ১১ বছর বয়সে রানীগঞ্জের শিয়ারশোল রাজ স্কুলে পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তি হন নজরুল। কয়েকমাস পরই সেই স্কুল ছেড়ে চলে যান "মাথ রুল স্কুলে" স্কুলের প্রধানশিক্ষক কুমুদরঞ্জন মল্লিক নজরুলের নম্র ভদ্র ব্যবহারে খুবই খুশী হয়েছিলেন। এভাবেই ষষ্ঠ শ্রেণির শেষ সীমায় পৌঁছেন। তাই স্কুলের জীবন ভাল লাগেনি বলে আবার লেঠের দলে যোগদেন। সেখানেও বেশি ছিল থাকতে পারেননি, চলে এলেন রানীগঞ্জে রেলের এক গার্ড সাহেবের কাছে ওনার রান্নার কাজ পেলেন, সেখান থেকে আবার চলে গেলেন আসানসোলে এক রুটির দোকানে, বেতন পাঁচ টাকা। সারদিন কাজের পর রাতে গানের অভ্যেস করতেন। গান শুনে লোক জড় হত, তারিফ করত, এমনই একদিন পুলিশের এক দারোগা কাজী রফীদুল্লাহের নজরে পড়েন, ওকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন নিজের দেশ কাজী সিমলা গ্রামে সেখানে ১৩২০ বঙ্গাব্দে ৭ ম শ্রেণিতে ভর্তি করে দিলেন "দরিরামপুর স্কুলে" পড়া চালাতে পারেননি। প্রমোশন পেলেন না, আবার লেঠোর দলে ফেরা। কিছুদিন পর আবার শিযারশোল স্কুলে ভর্তি। বিনা বেতন পড়ার সুযোগ ৭টাকা করে বৃত্তি, বার্ষিক পরীক্ষায ডবল প্রমোশন পেয়ে নবম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ। নজরুল যখন দশম শ্রেণীর ছাত্র সেই সময়ই দেশে যুদ্ধের দামামা বেছে উঠে। দেশেনেতারা আহ্বান জালালেন বাঙ্গালী যুবকদের সৈনিকদলের ভর্তি হওয়ার। ১৩২৪ বঙ্গাব্দ। ১৯১৭ খৃ ৪৯ নম্বর বেঙ্গলীরে জিমেষ্ঠে যোগ দিয়ে চলে যান সুদুর সৌশহরাতে। উত্তর পশ্চিম সীমান্তের পেশোয়ার তলার একটু মহকুমা শহরনৌশরো। ১৯১৯ সাল পর্যন্ত তিনি দৈনিক জীবন যাপন করেন এবং হাবিলদার পদলাভ করেন। সেখানেও কাব্যচর্চা সঙ্গীতে চর্চার মাধ্যমে আসর সময় কাটাতেন। ঐ সময়ে ওনি ফরাসীসব বিখ্যাত গ্রন্থ পড়ে শেষ করে ফেলেন। যুদ্ধশেষে কবি কলকাতায় ফিরে এসে পরিপূর্ণভাবে কাব্য চর্চা মন দেন। এই সময় থেকেই পত্রপত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হতে থাকে। তাঁর বিদ্রোহী কবিতার জন্য তিনি সার্বজনী স্বীকৃতি পান। কবিগুরু তাঁর কবি প্রতিভাকে স্বীকৃতি দিয়ে 'বসন্ত' নাটকটি তাঁকে উৎসর্গ করেন। এরপর তিনি নবযুগ পত্রিকাটি সম্পাদনার দায়িত্ব নেন। ১৯১২ সালে ১২ই আগস্ট তিনি ধুমকেতু নামে একটি পত্রিকার প্রচলন করেন। সেই সময় রবীন্দ্রনাথ ওনাকে আশীর্বাদ করেছিলেন। এই পত্রিকাতেই কবি "আনন্দময়ীর আগমনে" কবিতাটি উৎসর্গ করেন। সেই কবিতার জ্বালাময়ী ভাষায় অতিষ্ঠ হয়ে ইংরেজ সরকার তাঁকে রাজদ্রোহী অভিযোগে গ্রেফতার করে। বিচারে কবির এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। অনশন, ধর্মঘট করে তিনি ইংরেজের নানা জুলুমের প্রতিবাদ করেন, তাঁর তাই আমরণ অনশনের ঘোষণায় সারাদেশে চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথের অনশন ভাঙ্গার আবেদন শিলং থেকে তার যোগ এলে জেল কতৃপক্ষ প্রাপক জেলে নেই এই মর্মে টেলিগ্রাম ফেরৎ পাঠায়। তাছাড়া দেশবন্ধুর নেতৃত্বে নাগারিক আবেদন এবং সুবাবদি সাহেবের অনুরোধ কবি প্রত্যাখ্যান করেন, এমনকি কবির জননী জুহেদা খাতুন দেখা করতে এলে উনি দেখা করেননি, অবশেষ তিনি মাকে মাতৃ সম্বোধন করতেন সেই বিরজা সুন্দরীর আদেশে এবং বদীঙ্গের দাবিদাওয়া মেনে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি আদায় করে ৪০ দিনের অনশন ভঙ্গ করেন। ১৮২৪ সালে এপ্রিল মাসে ত্রিপুরা রাজ্যের নায়ের বসন্ত কুমার সেনগুপ্তের মেয়ে প্রমীলা সেনগুপ্তের সঙ্গে কুমিল্লায় জনরুলের বিবাহ হয়। বিয়ের পর সপরিবারে তিনি হুগলিতে বসবাস করেন। এখানে নানা প্রতিকুল অবস্থায় ও দেনার দায়ে জড়িয়ে পরেন। এছাড়া স্বাস্থ্যের কারনেও স্থান পরিবর্তন আবশ্যিক হয়ে পড়েছিল বলে ১৯২৬ সালের ৩রা জানুয়ারি কৃষ্ণনগরে চলে আসেন। তারপর কলকাতায় চলে আসেন। ১৯২৭ সালে মে মাসে মাকে হারান।

১৯২৮ সালে জীমরুদ্দীনের অধীনে গ্রামোফোন কোম্পানীতে গীতিকার হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৬০ সালের মে মাসে কবির প্রিয়পুত্র "বুলবুলের" মৃত্যু হয় বসন্ত রোগে। সেই শোক প্রায় উন্মাদের মত অবস্থা হয়। নীমতিতা গ্রামে যোগীর বরদা প্রসন্ন মজুমদারের সাক্ষাতের পর কবির জীবনে আধ্যাত্মিকতার বিকাশ ঘটে। কবি নিজে কালী মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে অর্চনা করতে শুরু করলেন। ১৯৩৮ সালে কবিপত্নী প্রমীলার নিম্নাঙ্গে পথামতি হয়। কবির দুঃখ ময় জীবনের পরিনতিই সবচেয়ে মর্মান্তিক, ঐ সময়ে চরম অর্থাভাবে পড়েন। ১৯৪২ সালের ১০ ই জুলাই বেতার গল্প পাঠের আসবে হঠাৎ রক্তচাপের ফলে জিহ্বায় আড়ষ্ঠতা আসে। এবং ধীরে ধীরে শরীরের দক্ষিণ অঙ্গ পক্ষাঘাত অবশ হয়ে যায় এবং উন্মাদের মত অবস্থা দেখা যায়। দেশ বিদেশের চিকিৎসায় কোল ফল্ল হলোনা। জীবনমৃত অবস্থায় দিন কাটাতে লাগলেন। ১৯৬০ সালে ভারত সরকার তাকে "পদ্মভূষণ" উপাধিতে ভূষিত করেন।

১৯৬২ সালে কবি পত্নী মৃত্যু। অবশেষে ১৯৭৬ সালের ২৯ শে আগস্ট ৭৭ বৎসর বয়সে বাংলা দেশের রাজধানী ঢাকায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন এবং সেখানেই সমাধিত হন উনি বাংলাদেশের শের জাতীয়কবির সম্মান পান। উনার হাতে বা কণ্ঠে কিছুই বাদ পড়েনি যেমন কাব্যগীতি, রাজ্যভিত্তিক, গজল, সৈলামী, ভক্তিগীতি, লোকগীতি, দেশাত্মবোধক। হাসিবগান, হিন্দীগীত, ঝুমুর। লেঠোগান, ভাটিয়ালী,বাউল, বিদ্রোহ ইত্যাদি।

# প্রয়াগরাজে "কুম্ভ"

শ্রুতি গোস্বামী

প্রয়াগরাজে "কুম্ভ" শব্দটি শুনলে যে ছবিটি মনের মধ্যে ভেসে ওঠে, তা হল ত্রিবেণী সঙ্গমের নৈসর্গিক চিত্র। তিনটি নদীর পবিত্র মোহনায়, লক্ষ লক্ষ মানুষের ভক্তির উচ্ছ্বাস যেন সনুদ্রের ঢেউকে হার মানিয়ে আছড়ে পড়ে। আখাড়াগুলোর "শাহি স্নান", প্যান্ডেল প্যান্ডেল বৈদিক মন্ত্র এবং গানের ধ্বনিত মুখরিত চারিপাশ, জ্ঞানের বচ্ছিরণ, ঋষিদেব তত্ত্বমীমাংসা, আধ্যাত্মিক গান এবং বাদ্যযন্ত্রে কলতান, সঙ্গমে পুণ্যস্নান, এইসব কিছুই যেন ভক্তিরসে প্লাবিত করে সেখানকার মানুষের মনকে। এছাড়াও, প্রয়াগরাজ কুম্ভের মহিমা প্রকাশিত হয় বিভিন্ন জাগ্রত মন্দিরে পুজোর মাধ্যমে।

বস্তুত, প্রয়াগের কুম্ভ মেলা বাকি সব জায়গার কুম্ভ মেলার থেকে অনেকটাই আলাদা, বহু কারণে। প্রথমতঃ দীর্ঘসময়ের কল্পবাস শুধু মাত্র প্রয়াগেই সাধন করা হয়। দ্বিতীয়তঃ কিছু পৌরাণিক গ্রন্থে ত্রিবেণী সঙ্গমস্থলকে পৃথিবীর কেন্দ্র হিসেবে মানা হয়।

তৃতীয়তঃ প্রজাপতি ব্রহ্মা বিশ্ব সংসার সৃষ্টির জন্য এই প্রয়াগেই যজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন।

চতুর্থতঃ সব তীর্থের তীর্থ বলা হয় প্রয়াগকে। কিন্ত তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল তীর্থযাত্রীদের কাছে প্রয়াগে করা যজ্ঞ বা তপস্যাকে সর্বশ্রেষ্ঠ গণ্য হয় এবং সবচেয়ে বেশি পুন্য প্রাপ্তি এই প্রয়াগেই হয়।

মৎস পুরাণে আছে, মহর্ষি মার্কণ্ডেয় যুধিষ্ঠিরকে বলেছিলেন যে, প্রয়াগকে সব দেবতাই রক্ষা করেন। এখানে এক মাস ব্যাপী সম্পূর্ণ ভাবে ব্রহ্মচর্য পালন করে তপস্যা করলে এবং রোজ নিজের পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ তর্পণ করলে সব মনস্কামনা পূর্ণ হয়। এও বিশ্বাস করা হয় যে ব্যক্তি এখানকার জলে স্নান করেন তিনি তাঁর দশ প্রজন্মের পূর্ব পুরুষদের পুনজন্ম থেকে মুক্তি দেন এবং মোক্ষ লাভ করেন। লোকমুখে এও শোনা যায়, কেউ যদি শুধু মাত্র প্রয়াগে থেকে কুম্ভ মেলার সময়ে এখানকার তীর্থযাত্রীদের সেবা করেন, তিনি সব ধরনের লোভ এবং মোহ থেকে মুক্তি লাভ করবেন। ঠিক এই বিশ্বাসের কারণেই প্রয়াগে লক্ষ লক্ষ মানুষ কুম্ভ মেলার সময়ে এসে জড়ো হন। সন্ন্যাসী বা তপস্বীরা এবং তাঁদের ভক্তরা এখানে বিভিন্ন পুজো আচ্চার মাধ্যমে ত্রিবেণী সঙ্গমে এসে শ্রদ্ধা জানান। তীর্থযাত্রীরা লম্বা লাইন করে দাঁড়িয়ে থেকে এই সব আচার আচরণ পালন হতে দেখেন।

প্রয়াগের কুম্ভ মেলা প্রায় ৫৫ দিন ধরে চলে এবং হাজার হাজার হেক্টর জুড়ে এই মেলার আয়োজন হয় সঙ্গম স্থলের চারিপাশে। সেই সময়ে প্রায়গ পৃথিবীর সবচেয়ে বর্ণময় শহর হয়ে ওঠে, ক্ষণস্থায়ী ভাবে হলেও। সেই প্রাচীন যুগ থেকে বর্তমান অবধি এই মেলাটা যে নিয়মিত ভাবে হয়ে আসছে, সেটাই এক অত্যাশ্চর্য ঘটনা। জন বিস্ফোরণের চাপ এবং ক্রমবর্ধমান শহরগুলি ধীরে ধীরে গ্রাস করতে আসছে দেশের সুপ্রাচীন নদীগুলিকে। কিন্তু প্রতিটি ভারতীয়ের ধমনীতে যে প্রাচীন বিশ্বাস এবং ভক্তির ফল্গুধারা বহমান অনন্তকাল থেকে, তারই প্রকাশ নিরবচ্ছিন্নভাবে হয়ে চলেছে ত্রিবেণী সঙ্গমে কুম্ভ মেলার মতো মানব-মহামিলনক্ষেত্রে

স্বাধীনতার পরে কুম্ভ মেলা আয়োজনের ক্ষেত্রে বেশকিছু আইন কানুন প্রবর্তিত হয়। তীর্থ যাত্রীদের সুবিধার্থে ভারত সরকার বেশ কিছু সুযোগ সুবিধা চালু করে, যাতে দর্শনার্থীদের কোনও অসুবিধা না হয়। আইন প্রণয়নের পরে সমস্ত মৌলিক ব্যবস্থার দায়িত্ব একন সরকারের। কুম্ভ মেলার মতো এত বড় মাপের মেলার আয়োজন করার জন্য যে প্রয়াগরা মেলা পর্যদ ২০১৮ গঠন করা হয়েছে, তা এই দায়িত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। এই পর্যদই সুনিশিত করবে যাতে ২০১৯ কুম্ভ মেলার সব তীর্থযাত্রীকে সব ধরনের ব্যবস্থা প্রদান করা যায়। কুম্ভ মেলার সব তীর্থযাত্রীকে সব ধরনের ব্যবস্থা প্রদান করা যায়। কুম্ভ মেলার সব তীর্থযাত্রীকে সব ধরনের ব্যবস্থা প্রদান করা যায়। কুম্ভ মেলার দিব্যতা এবং ভব্যতা আরও উন্নত করার জন্য নতুন তথ্য প্রযুক্তির সাহায্য নেওয়া হবে। বিভিন্ন থিমের ওপরে বানানো গেটের মাধ্যমে তীর্থযাত্রীদের যথাস্থানে পৌঁছনোর জন্য সাহায্য করা হবে। বিশাল বড় বড় তাঁর এবং প্যান্ডেলে তীর্থযাত্রী এবং দর্শনার্থীদের থাকার সুবন্দোবস্ত করা হবে। নদীর দুপাশে নানা ধরনের আলোক সজ্জার মাধ্যমে এক স্বর্গীয় অনুভূতির আস্বাদন পাবেন তীর্থযাত্রীরা। এছাড়া ফুড কোটের মধ্যে নানা ধরনের সুখ্যদ্য গ্রহণ পরিবেশনেরও নানাবিধ ব্যবস্থা করা হয়েছে সরকারে পক্ষ থেকে।

**সৌজন্যে নবোত্থান**

শুক্রবার আগরতলায় বিজেপি'র বিজয় মিছিল। ছবি-নিজস্ব।

# পুলওয়ামার ত্রালে এনকাউন্টারে খতম জাকির মুসা

শ্রীনগর, ২৪ মে (হি.স): রাতভর গুলির লড়াই শেষে কাশ্মীর উপত্যকায় জঙ্গি নিকেশ অভিযানে বড়সড় সাফল্য পেল সেনাবাহিনী এবং জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের স্পেশ্যাল অপারেশন গ্রুপ (এসওজি)। জম্মু ও কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলার ত্রালে নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে খতম হয়েছে আনসার গাজাওয়াত-উল-হিন্দ জঙ্গি সংগঠনের কমান্ডার কুখ্যাত জঙ্গি জাকির মুসা। দক্ষিণ কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলার ত্রালের দাদসার গ্রামের ঘটনা। গুলির লড়াই শেষে এনকাউন্টারস্থল থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি একে-৪৭ রাইফেল, রকেট লঞ্চার ও গোলাবারুদ। জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের উর্ধতন এক কর্তা জানিয়েছেন, বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পাওয়া যায় দক্ষিণ কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলার ত্রালের দাদসার গ্রামে লুকিয়ে রয়েছে আনসার গাজাওয়াত-উল-হিন্দ জঙ্গি সংগঠনের কমান্ডার কুখ্যাত জঙ্গি জাকির মুসা-সহ বেশ কয়েকজন সন্ত্রাসবাদী। বিশ্বস্ত সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার রাত থেকেই সন্দেহজনক ওই গ্রামে তল্লাশি অভিযান শুরু করে ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের যৌথ বাহিনী। তল্লাশি অভিযান চলাকালীন নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানদের নিশানা করে এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে থাকে সন্ত্রাসবাদীরা। এর পরই উভয়পক্ষের মধ্যে গুলির লড়াই শুরু হয়। রাতভর গুলির লড়াই শেষে নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে খতম হয়েছে কুখ্যাত জঙ্গি জাকির মুসা। পদস্থ ওই পুলিশ কর্তা আরও জানিয়েছেন, সাময়িকের জন্য গুলির লড়াই থেমে যাওয়ার পর এনকাউন্টারস্থলে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার করা হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র, রকেট লঞ্চার ও গোলাবারুদ।

নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে জাকির মুসার মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই অশান্তির আশঙ্কা তৈরি হয়েছে কাশ্মীর উপত্যকায়। আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে ইতিমধ্যেই কাশ্মীর উপত্যকায় স্থগিত করে দেওয়া হয়েছে মোবাইল ইন্টারনেট পরিষেবা। প্রশাসনের নির্দেশে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে কাশ্মীর উপত্যকার সমস্ত স্কুল ও কলেজ। শ্রীনগর এবং কাশ্মীর উপত্যকার অন্যত্র নিরাপত্তা বাহিনীর টহলদারি চলছে। কাশ্মীরের ডিভিশনাল কমিশনার জানিয়েছেন, ''আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে শুক্রবার কাশ্মীর উপত্যকার সমস্ত স্কুল ও কলেজ বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।" এদিকে, নিহত সন্ত্রাসবাদী জাকির মুসার মরদেহ ইতিমধ্যেই তার পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। কাশ্মীর উপত্যকায় জঙ্গি নিকেশ অভিযান অব্যাহত। জম্মু ও কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলার ত্রালে রাতভর এনকাউন্টারে নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে খতম হয়েছে আনসার ঘাজাওয়াত-উল-হিন্দ জঙ্গি সংগঠনের কমান্ডার কুখ্যাত জঙ্গি জাকির মুসা। দক্ষিণ কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলার ত্রালের দাদসার গ্রামের ঘটনা। গুলির লড়াই শেষে এনকাউন্টারস্থল থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি একে-৪৭ রাইফেল, রকেট লঞ্চার ও গোলাবারুদ। জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের উর্ধতন এক কর্তা জানিয়েছেন, বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পাওয়া যায় দক্ষিণ কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলার ত্রালের দাদসার গ্রামে লুকিয়ে রয়েছে আনসার ঘাজাওয়াত-উল-হিন্দ জঙ্গি সংগঠনের কমান্ডার কুখ্যাত জঙ্গি জাকির মুসা-সহ বেশ কয়েকজন সন্ত্রাসবাদী। বিশ্বস্ত সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার রাত থেকেই সন্দেহজনক ওই গ্রামে তল্লাশি অভিযান শুরু করে নিরাপত্তা বাহিনী। তল্লাশি অভিযান চলাকালীন নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানদের নিশানা করে এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে থাকে সন্ত্রাসবাদীরা। এর পরই উভয়পক্ষের মধ্যে গুলির লড়াই শুরু হয়। রাতভর গুলির লড়াই শেষে নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে খতম হয়েছে কুখ্যাত জঙ্গি জাকির মুসা। পদস্থ ওই পুলিশ কর্তা আরও জানিয়েছেন, সাময়িকের জন্য গুলির লড়াই থেমে যাওয়ার পর এনকাউন্টারস্থলে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার করা হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র, রকেট লঞ্চার ও গোলাবারুদ।

## আমেঠির জন্য নতুন সকাল, নয়া সঙ্কল্প : স্মৃতি ইরানি

আমেঠি, ২৪ মে (হি.স.): আমেঠি আঁকড়ে গান্ধীদের দুর্গ দখল করেই ফেললেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেত্রী স্মৃতি ইরানিঊ আমেঠি লোকসভা আসনে কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধীকে পরাজিত করে জিততে চলেছেন স্মৃতি, এই ইঙ্গিত বৃহস্পতিবার দুপুরের পর থেকেই পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিলঊ শেষ হাসি স্মৃতিই হাসলেনঊ যে আমেঠিতে সঞ্জয় গান্ধী, রাজীব গান্ধী একসময় সাংসদ ছিলেন, যে আমেঠিতে রাহুল গান্ধী বিগত ১৫ বছর ধরে সাংসদ, গান্ধী পরিবারের সেই দুর্গেই রাহুলকে প্রায় ৫৬ হাজার ভোটে হারিয়ে দিয়েছেন স্মৃতিঊ অভূতপূর্ব এই জয় আমেঠির জনগণকেই উতর্গ করলেন স্মৃতি ইরানিঊ স্মৃতির মতে, 'আমেঠির জনগণের জন্য একটি নতুন সকালঊ' স্মৃতি ইরানি টুইট করে জানিয়েছেন, 'আমেঠির জন্য নতুন সকালঊ একটি নতুন সঙ্কল্পঊ ধন্যবাদ আমেঠিঊ শত শত প্রণামঊ আপনার উন্নয়নের উপরই আস্থা রেখেছেন, পদ্মফুল ফুটিয়েছেনঊ'

'চৌকিদার চোর হ্যায়' লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে আক্রমণ করে দেশের সর্বত্রই এই স্লোগান দিয়েছিলেন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধীঊ কিন্তু, রাহুলের এই স্লোগান দেশের জনগণ ভালোভাবে মেনে নেয়নি, তার জ্বলজ্যান্ত প্রমাণ হল আমেঠিতে রাহুলেরই পরাজয়ঊ জনগণের রায়কে সম্মান জানিয়ে বৃহস্পতিবারই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং এনডিএ-কে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন রাহুল গান্ধীঊ এরই প্রেক্ষিতে স্মৃতি ইরানি জানালেন, 'প্রধানমন্ত্রীর নেতত্বের প্রতি আস্থা ব্যক্ত করেছেন রাহুলজী, এ জন্য আমি খুশিঊ ভোট দিয়ে আমাদের প্রতি বিশ্বাস রেখেছেন আমেঠির জনগণ, এ জন্য আমি তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞঊ পরাজয়ের পরও , আমি তাঁদের জন্য পাঁচ বছর কাজ করেছিঊ এবার জয়ের পর আমেঠির জনগণের কাজ আরও বেশি কাজ করবোঊ' উল্লেখ্য, আমেঠি লোকসভা আসনে ৫৫,১২০ ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন স্মৃতি ইরানিঊ স্মৃতির প্রাপ্ত ভোট ৪,৬৭,৫৯৮।

## আডবাণী ও যোশীর সঙ্গে দেখা করলেন মোদী-অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ২৪ মে (হি.স.): ফের একবার মোদী সরকারঊ তাও আবার বিরোধীদের ধরাশায়ী করে বিপুল ভোটের ব্যবধানে জয়লাভঊ ঐতিহাসিক জয়লাভের পরবর্তী দিনই লৌহপুরুষ হিসেবে পরিচিত বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা লালকৃষ্ণ আডবাণী এবং প্রবীণ বিজেপি নেতা মুরলী মনোহর যোশীর সঙ্গে দেখা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহঊ শুক্রবার সকালেই লালকৃষ্ণ আডবাণী এবং মুরলী মনোহর যোশীর দিল্লির বাসভবনে গিয়ে উভয়ের সঙ্গে সাক্ষাতকরেছেন মোদী ও অমিত শাহঊ

লৌহরপুরুষ লালকৃষ্ণ আডবাণীর ঢালাও প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী টুইট করে জানিয়েছেন, 'কয়েক দশক ধরে দলকে গড়ে তোলার জন্য অতিবাহিত করেছেন তাঁর (আডবাণী) মতো মহানরা, বিজেপির এই সফলতা তাঁদের

ছয়ের পাতায়

# অভূতপূর্ব জয়ের জন্য মোদীকে অভিনন্দন ট্রুডো-সহ বিদেশি রাষ্ট্রনায়কদের

নয়াদিল্লি, ২৪ মে (হি.স.): প্রধানমন্ত্রীর কুর্সিতে নরেন্দ্র মোদীর প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষাঊ বিরোধীরা কার্যত ধরাশায়ী করে পুনরায় কেন্দ্রের ক্ষমতা দখলে রাখল বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকারঊ চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ্যে আসার আগে থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছিল বিদেশি রাষ্ট্রনেতাদের শুভেচ্ছাবার্তাঊ অভিনন্দন বার্তা পাঠানোর প্রক্রিয়া এখনও অব্যাহত রয়েছেঊ চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং, জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিনজো অ্যাবে, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন, আফগানিস্তানের প্রেসিডেন্ট আসরাফ ঘানি, ভুটানের রাজা জিগমে খেসার নামগিয়েল ওয়াংচুক, ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের পর এবার প্রধানমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা বার্তা পাঠালেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পঊ ভারতীয় সময় অনুযায়ী বৃহস্পতিবার গভীর রাতে মোদীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্পঊ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট টুইটারে লিখেছেন, 'বিরাট জয়ের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং তাঁর দল বিজেপিকে অভিনন্দনঊ ....গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি একসঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অপেক্ষায় আছিঊ' ঐতিহাসিক জয়ের পর নরেন্দ্র মোদীকে অভিনন্দন জানানোর তালিকায় রয়েছেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোওঊ অভিনন্দন বার্তায় কানাডার প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, 'প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে অভিনন্দনঊ শিক্ষা-সহ অন্যান্য মাধ্যমে কানাডা ও ভারতীয়দের জীবনযাত্রার উন্নয়নের জন্য তাঁর সঙ্গে কাজ করতে উদগ্রীব।

# শপথগ্রহণ করলেন নতুন চারজন বিচারপতি, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতির সংখ্যা বেড়ে হল ৩১

নয়াদিল্লি, ২৪ মে (হি.স.): সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হিসেবে শপথগ্রহণ করলেন নতুন চারজন বিচারপতিঊ শুক্রবার সকালে বিচারপতি অনিরুদ্ধ বসু, বিচারপতি এ এস বোপান্না, বিচারপতি ভূষণ রামকৃষ্ণ গাভাই এবং বিচারপতি সূর্য কান্তকে সর্বোচ্চ আদালতের বিচারপতি হিসেবে শপথবাক্য পাঠ করিয়েছেন শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈঊ নতুন চারজন বিচারপতি শপথগ্রহণ করার পর সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতির সংখ্যা বেড়ে হল-৩১ঊ শুক্রবার সকালে শীর্ষ আদালতের অন্যান্য বিচারপতিদের উপস্থিতিতে ১ নম্বর কোর্টে নতুন চারজন বিচারপতিকে শপথবাক্য পাঠ করিয়েছেন প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈঊ

প্রসঙ্গত, গত বুধবার বিচারপতি অনিরুদ্ধ বসু, বিচারপতি এ এস বোপান্না, বিচারপতি ভূষণ রামকৃষ্ণ গাভাই এবং বিচারপতি সূর্য কান্তকে সর্বোচ্চ আদালতের বিচারপতি হিসেবে নিয়োগে সম্মতি দিয়েছিলেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দঊ এরপর শুক্রবার সকালে নতুন চারজন বিচারপতি শীর্ষ আদালতের বিচারপতি হিসেবে শপথগ্রহণ করলেন।

## আমেঠিতে ধরাশায়ী কংগ্রেস : পরাজয়ের নৈতিক দায় নিয়ে ইস্তফা দিলেন যোগেন্দ্র মিশ্র

নয়াদিল্লি, ২৪ মে (হি.স.): ষোড়শ লোকসভা নির্বাচনেও যা হয়নি, তাই হয়েছে সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনেঊ গান্ধীদের দুর্গ দখল করেই ফেললেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেত্রী স্মৃতি ইরানিঊ রাজনৈতিক মহলের মতে, দুর্বল সংগঠন এবং কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধীর জনপ্রিয়তা হ্রাস পাওয়াই আমেঠিতে কংগ্রেসের পরাজয়ের অন্যতম কারণঊ আর এই পরাজয়ের দায় নিয়েই আমেঠি জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি পদ থেকে ইস্তফা দিলেন যোগেন্দ্র মিশ্রঊ ইতিমধ্যেই কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধীর কাছে ইস্তফাপত্র পাঠিয়ে দিয়েছেন যোগেন্দ্র মিশ্রঊ ইস্তফাপত্রে যোগেন্দ্র মিশ্র জানিয়েছেন, '২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে সংসদীয় আসন-আমেঠিতে কংগ্রেসের পরাজয়ের নৈতিক দায় নিয়ে জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি পদ থেকে ইস্তফা দিলামষ।'

যে আমেঠিতে সঞ্জয় গান্ধী, রাজীব গান্ধী একসময় সাংসদ ছিলেন, যে আমেঠিতে রাহুল গান্ধী বিগত ১৫ বছর ধরে সাংসদ, গান্ধী পরিবারের সেই দুর্গেই রাহুলকে প্রায় ৫৬ হাজার ভোটে হারিয়ে দিয়েছেন স্মৃতিঊ অভূতপূর্ব এই জয় আমেঠির জনগণকেই উতর্গ করলেন স্মৃতি ইরানিঊ স্মৃতির মতে, 'আমেঠির জনগণের জন্য একটি নতুন সকালঊ' স্মৃতি ইরানি টুইট করে জানিয়েছেন, 'আমেঠির জন্য নতুন সকালঊ একটি নতুন সঙ্কল্পঊ ধন্যবাদ আমেঠিঊ শত শত প্রণামঊ আপনার উন্নয়নের উপরই আস্থা রেখেছেন, পদ্মফুল ফুটিয়েছেন।

## যাদবপুরের ফল ঘিরে সমালোচনা ব্যঙ্গ-বিতর্ক

কলকাতা, ২৪ মে (হি. স.) : যাদবপুরে সিপিএম প্রার্থী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্যের পরাজয়ের পর এ সম্পর্কে বেশ কিছু মন্তব্যকে ঘিরে বিতর্ক দেখা দিয়েছে। বিকাশবাবু নিজে অবশ্য এই প্রতিবেদকের কাছে দাবি করেছেন, ভোট যাঁর যাঁর নিজস্ব ব্যাপার। কাউকে আঘাত না করাই ভাল।

বামেদের আশা ছিল, পশ্চিমবঙ্গে অন্তত একটি আসন তাঁদের দখলে আসবে। কিছু নির্বাচনী সমীক্ষাতেও সে রকম ইঙ্গিত ছিল। আর, সেটা যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রকে ঘিরে। কিন্তু প্রথম স্থান তো দূরের কথা, যাদবপুরে তৃতীয় স্থান নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হল সিপিএম-কে। এ নিয়ে বামেদের তরফে শুরু হয়েছে সমালোচনা-ব্যঙ্গ। আর, তা নিয়ে উঠছে প্রশ্নও। যাদবপুরের সাতটি বিধানসভা আসনের প্রতিটিতেই বেশ ভাল ব্যবধান নিয়ে জিতেছেন তৃণমূলের মিমি চক্রবর্তী। গোটা রাজ্যে তাঁর মত ব্যবধান পেয়েছেন কম প্রার্থী। আর, কেবল যাদবপুর ও টালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রে বিকাশবাবু আছেন দ্বিতীয় বৃহত্তম স্থানে। বাকি পাঁচটিতেই, মানে ভাঙড়, বারুইপুর পূর্ব,বারুইপুর পশ্চিম সোনারপুর দক্ষিণ ও সোনারপুর উত্তর কেন্দ্রে বিজেপি আছে দ্বিতীয় স্থানে, সিপিএম তৃতীয়। একাধিক ফেসবুক পোষ্টে লেখা হয়েছে, “যাদবপুরে বিকাশ বাবু মিমির কাছে হারেননি। আজ শিক্ষা হেরেছে অশিক্ষার কাছে। আজ নীতি হেরেছে বিনোদনের কাছে। আজ আদর্শ হেরেছে অনাদর্শের কাছ। আজ শালীনতা হেরেছে অশালীনতার কাছে। আজ গুণ হেরেছে রূপের কাছে। সর্বোপেরী আজ বাংলার প্রত্যেকটা মানুষ হেরেছে তার নিজের কাছে। হায় বাঙালী হায় !”এটিকে শেয়ার এবং এর সমর্থনে মন্তব্য করেছেন অনেকে। হয়েছে মিম। নন্দিনী তিতলি বলেছেন, “শুনছি নাকি যাদবপুরে বাস করি বললেই, শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমানপত্র দেখাতে হচ্ছে।“ কিন্তু অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন, নির্বাচনে কাকে, কেন ভোট দেওয়া উচিত, তা নির্ভর করে নির্দিষ্ট ভোটদাতার ওপর। কে যোগ্য বা যোগ্য নয় এই মাপকাঠিও প্রসঙ্গান্তরে বদলায়। তাহলে কেন সামগ্রিকভাবে যাদবপুরের ভোটারদের শিক্ষা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হবে? বিকাশবাবুই বা কেন এ রকম সমালোচনা প্রতিবাদ করছেন না? এ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে বলেন, “আসলে আবেগতারিত হয়ে অনেকে অনেক কিছু বলছেন। আমি প্রতিবাদ করলে সেটারও প্রতিবাদ হতে পারে। কেউ বলতেই পারেন, ওটা আমার ব্যক্তিগত মতামত। সেগুলোকে তো আমি লাগাম দিতে পারব না। আমার বক্তব্যে দেখুন এ রকম আপত্তিকর কিছু আছে কিনা।”

## আবারও দামি পেট্রোল-ডিজেল

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ২৪ মে (হি.স.): পুনরায় দাম বাড়ল পেট্রোল-ডিজেলেরঊ মধ্যরাত থেকে নয়াদিল্লি, কলকাতা, মুম্বই ও চেন্নাই, যথাক্রমে এই চারটি মেট্রো সিটিতে দামি হয়েছে পেট্রোল ও ডিজেলঊ নয়াদিল্লি, কলকাতা, মুম্বই ও চেন্নাইয়ে পেট্রোলের দাম বেড়েছে যথাক্রমে, ০.১৪ পয়সা (নয়াদিল্লি), ০.১৪ পয়সা

ছয়ের পাতায়

# ভোটের ফল ঘোষণার পরই উত্তপ্ত ভাঙড়ের পাওয়ার গ্রিড এলাকা, তৃণমূলের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের অভিযোগ জমি কমিটির

ভাঙড় (দক্ষিণ ২৪ পরগনা), ২৪ মে (হি.স.): লোকসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠল দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়। মাছিভাঙা, খামারআইট, উত্তর গাজিপুর, পদ্মপুকুর এলাকায় কার্যত দুষ্কৃতী তাণ্ডব চলছে বলে অভিযোগ। গ্রামবাসীদের দাবি, আরাবুল বাহিনী ঘর ঢুকে ভাঙচুর করছে। এলাকায় শুরু হয়েছে বোমাবাজিও। এই দুষ্কৃতী তাণ্ডবের প্রতিবাদে ভাঙড়বাসী রাস্তা অবরোধ করছেন। লোকসভা নির্বাচনে যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী মিমি চক্রবর্তী প্রায় তিন লক্ষের বেশী ভোটে জয়লাভ করেছেন। আর এই জয়ে ভাঙড় ২ বিধানসভা এলাকা থেকেই প্রায় নব্বই হাজারের বেশী লিড পান মিমি। ভাঙড়ের এই লিডে অন্যতম ভূমিকা পালন করেন এলাকার তৃণমূল নেতা আরাবুল ইসলাম। জমি কমিটির অভিযোগ, লোকসভা ভোটে তারা সিপিএম প্রার্থী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্যকে সমর্থন করেছিলেন বলেই বৃহস্পতিবার রাত থেকে জমি কমিটির সদস্যদের বাড়িতে হামলা চালানো হয়েছে। উত্তেজনার খবর পেয়ে কাশীপুর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে এলাকায় পৌঁছয়। অন্যদিকে, এই হামলার প্রতিবাদে হাড়োয়া রোডে গাছের গুঁড়ি ফেলে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেছেন জমি কমিটির সদস্যরা। পাল্টা আরাবুলের অভিযোগ, জমি কমিটির লোকজন এলাকার তৃণমূল কর্মীদের বাড়িতে হামলা চালাচ্ছে। এলাকায় বোমা, বন্দুক নিয়ে সন্ত্রাস করছে। এর প্রতিবাদে আরাবুল ইসলামের নেতৃত্বে তৃণমূল কর্মীরাও ভাঙড়ের এই হাড়োয়া রোড অবরোধ করে নতুনহাট এলাকায়। যদিও, পুলিশ-প্রশাসনের উদ্যোগে শেষ পর্যন্ত দু”পক্ষের অবরোধ তুলে দেওয়া হয়। তবে, ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় যথেষ্ট উত্তেজনা ছড়িয়েছে। এবারের লোকসভা নির্বাচনে জমি কমিটির সদস্যরা যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের সিপিএম প্রার্থী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্যকে সমর্থন করেছিলেন। তাঁর হয়ে এলাকায় মিটিং, মিছিল করেছিলেন, এমনই মনে করছেন অনেকেই। কিন্তু, শেষ পর্যন্ত ভাঙড় ২ বিধানসভা এলাকা থেকেই আরাবুল ইসলামের নেতৃত্বে তৃণমূল প্রার্থী মিমি চক্রবর্তী প্রচুর ভোটে লিড পান। জমি কমিটির সদস্যদের অভিযোগ, নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর থেকেই কার্যত তৃণমূল কংগ্রেসের দুষ্কৃতীরা আরাবুল ইসলামের নির্দেশে জমি কমিটির সদস্যদের বাড়ি ঘর ভাঙচুর করেছে। বৃহস্পতিবার রাতে ও শুক্রবার সকালে হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ। আরাবুল বাহিনীকে রুখতে জমি কমিটি পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে তোলেন বলে স্থানীয় সূত্রে খবর। হামলার প্রতিবাদে হাড়োয়া রোডের পদ্মপুকুর মোড়ে পথ অবরোধ শুরু করেন জমি কমিটির সদস্যরা। যদিও পাল্টা আরাবুল ইসলাম দাবি করেছেন, এলাকায় অশান্তি সৃষ্টির জন্য বৃহস্পতিবার রাত থেকে জমি কমিটির সদস্যরাই এলাকায় বোমা, বন্দুক নিয়ে সন্ত্রাস চালিয়েছে। শান্ত এলাকাকে অশান্ত করার চেষ্টা করছে। তৃণমূল কর্মীদের বাড়ি-ঘর ভাঙচুরের অভিযোগও তুলেছেন আরাবুল। নিজেরা এলাকায় অশান্তি ছাড়িয়ে সেই ঘটনায় তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল তুলছেন কমিটির সদস্যরা, অভিযোগ আরাবুলের। তাই শুক্রবার সকালে এই ঘটনার প্রতিবাদে হাড়োয়া রোডের নতুনহাট মোড়ে পথ অবরোধ শুরু করেন কমিটির সদস্যরা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়ালে কাশীপুর থানার পুলিশ বিশ্বজিৎ ঘোষ ও সিআই ভাঙড় সৌগত রায়ের নেতৃত্বে এলাকায় বিশাল পুলিশ বাহিনী গিয়ে পথ অবরোধ তুলে দেয়। এলাকায় উত্তেজনা থাকায় র‍্যাফ ও পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। তবে এই ঘটনায় কাউকে আটক বা গ্রেফতার করেনি পুলিশ।

# ঐতিহাসিক প্রত্যাবর্তন মোদী সরকারের : বিজয়োৎসব রাজ্যজুড়ে

কলকাতা, ২৩ মে (হি.স.): বিরোধীদের ধরাশায়ী করে কেন্দ্রে ঐতিহাসিক প্রত্যাবর্তন মোদী সরকারের। মোদী সরকারের অভূতপূর্ব সাফল্য এবং পশ্চিমবঙ্গে প্রবল গেরুয়া ঝড়ের প্রেক্ষিতে কলকাতা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে শুক্রবার বিজয় উৎসব পালন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিজেপি। পাশাপাশি কলকাতায় বিজেপির সদর দফতরে সম্বর্ধনা জানানো হবে জয়ী প্রার্থীদের। বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ তাঁর নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে ফিরে এসেছেন কলকাতায়। দুপুরে তিনি আসবেন দলের সদর দফতরে। এরপর দলের মহিলা মোর্চার তরফে দলের জয়ী প্রার্থীদের সম্বর্ধনা জানানোর কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

যাদবপুর পশ্চিম মন্ডলের উদ্যোগে শুক্রবার কলকাতায় বিশাল বিজয় মিছিল করা হবে। বিকেলের পর ঘোড়ার গাড়ি, আদিবাসী নৃত্য, ব্যান্ড পার্টি আর মোদী মুখোশ পড়ে হাঁটবেন বিজেপির কর্মীরা। রিজেন্ট এস্টেট বিজয়গড় বাজার পল্লীশ্রী মোড় হয়ে বাঘাযতীন হয়ে ৮ বি বাসস্ট্যান্ডে শেষ হবে এই বিজয় মিছিল। ভোটের ফলাফল ঘোষণার পর বৃহস্পতিবার রাতে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় তৃণমূল ও বিজেপির সমর্থকেরা বিজয় আনন্দে মেতে ওঠেন। বিতরণ করেন মিষ্টি। আবির মেখে এবং দলীয় পতাকা নিয়ে আনন্দে মেতে ওঠেন তাঁরা। কলকাতার বিজেপির সদর দফতরের সামনে চলে বিজয় উৎসব। একে অপরকে জড়িয়ে ধরে শুভেচ্ছা বিনিময় ও মিষ্টিমুখ করেন। দলে দলে গেরুয়া পরিহিত বিজেপি কর্মী-সমর্থক হাজির হন দলের রাজ্য দফতরের সামনে। তাঁদের কারও গায়ে 'নমো এগেন' লেখা গেরুয়া টি শার্ট, কারও মুখে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মুখোশ। কারও আঙুলে জয়সূচক ভি মুদ্রা, আবার কারও কোমর জয়ের তালে দোদুল্যমান। ব্যান্ড পার্টিতে জয়োচ্ছ্বাস। রাশি রাশি কালিপটকা ফাটানোর ধুম। মেডিক্যাল কলেজ লাগোয়া চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউয়ের গলি আক্ষরিক অর্থেই হয়ে উঠেছিল পদ্ম-বন। শুক্রবারও সেই ছবি অব্যাহত থাকবে বলে অনেকের ধারণা।

# মুম্বইয়ের ভেন্ডি বাজারে আবাসিক বহুতলে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড : মৃত্যু দু'জন মহিলার, আহত ৫ জন

মুম্বই, ২৪ মে (হি.স.): গভীর রাতে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড বাণিজ্যনগরী মুম্বইয়ের ভেন্ডি বাজার এলাকায় অবস্থিত একটি আবাসিক বহুতলেঊ বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড ও ধোঁয়ায় দমবন্ধ হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন আবাসিক বহুতলের বাসিন্দা দু'জন মহিলাঊ এছাড়াও আরও ৫ জন আবাসিক কমবেশি আহত হয়েছেনঊ দমকল কর্মীদের ততরতায় উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে ১২ জনকেঊ আহতদের তড়িঘড়ি উদ্ধার করে মুম্বইয়ের জে জে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছেঊ পুলিশ ও দমকল সূত্রের খববর, বৃহস্পতিবার রাত এগারোটা নাগাদ মুম্বইয়ের ভেন্ডি বাজারের বোহরি মোহাল্লা এলাকায় অবস্থিত 'পঞ্জাবি মহল' নামে একটি আবাসিক বহুতলে আগুন লাগে।

মুহূর্তের মধ্যেই দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে আবাসিক বহুতলটিঊ অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের বেশ কয়েকটি ইঞ্জিনঊ দমকল কর্মীদের ততরতায় প্রায় প্রথমেই ১২ জন আবাসিককে নিরাপদে উদ্ধার করা সম্ভব হয়ঊ কিন্তু, প্রাণে বাঁচানো সম্ভব হয়নি দু'জন মহিলাকেঊ সংলগ্ন একটি ঘর থেকে দু'জন মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছেঊ এছাড়াও আরও ৫ জনকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছেঊ দমকল কর্মীদের দীর্ঘক্ষণের প্রচেষ্টার পর শুক্রবার ভোররাতে আয়ত্তে এসেছে আগুনঊ ভেন্ডি বাজারের আবাসিক বহুতলে অগ্নিকাণ্ড প্রসঙ্গে বিএমসি-র কমিশনার প্রবীণ পরদেশি জানিয়েছেন, প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে দমবন্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে ওই দু'জন মহিলারঊ দমকল কর্মীদের প্রচেষ্টায় আয়ত্তে এসেছে আগুন এবং ১২ জনকে নিরাপদে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছেঊ কী কারণে আগুন লাগল ওই আবাসিক বহুতলে, তা জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে।

# দলবিরোধী মন্তব্যে ৬ বছরের জন্য সাসপেন্ড মুকুল পুত্র

কলকাতা, ২৪ মে (হি.স.) : “বাবা একা হাতে গোটা তৃণমূলকে তছনছ করে দিয়েছেন”। ভোটের ফলাফল প্রকাশের ২৪ ঘন্টা কাটতে না কাটতে শুক্রবার দল বিরোধী মন্তব্য করে বসেন মুকুল রায়ের পুত্র শুভ্রাংশু রায়ঊ এই মন্তব্যের দু ঘন্টার মধ্যেই বহিস্কৃত করা হল তাঁকেঊ বৃহস্পতিবার লোকসভা ভোটে রাজ্যে ধাক্কা খাওয়ার পর প্রথম কোপ পড়ল মুকুলপুত্রের উপরেঊ এদিন সাংবাদিক বৈঠকে তৃণমূলের মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায় ছয় বছরের জন্য সাসপেন্ড করল মুকুল পুত্রকে।

এদিন নিজের বাড়িতেই পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেন, “দীর্ঘদিন ধরেই পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছিল বীজপুরের বিধায়কের কার্যকলাপ। কখনও সোশ্যাল মিডিয়ায় বিতর্কিত পোস্ট, আবার কখনও তিনি বেফাঁস মন্তব্য করেছেন। যা দল অনুমোদন করে না”ঊ তিনি আরও বলেন, “তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়ে দলের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি। শুভ্রাংশুকে ৬ বছরের জন্য সাসপেন্ড করা হয়েছে। তাতে অনুমোদন দিয়েছে তৃণমূল নেত্রী”ঊ

শুক্রবার নিজের 'হার' স্বীকার করে শুভ্রাংশু বলেন, “ভবিষ্যতে যা করব, বাবার সঙ্গে কথা বলেই করব। আমার বাবাকে নিয়ে আমি গর্বিত”ঊ এরপরেই বীজপুরের বিধায়ক বলেন মুকুল রায় একাই তৃণমূলকে তছনছ করে দিয়েছেন। যদিও এর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তৃণমূল মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায় জানিয়ে দেন শুভ্রাংশুকে দলের শৃঙ্খলা ভাঙার কারণে ছ'বছরের জন্য সাসপেন্ড করা হল।

বাবা মুকুল রায়ের প্রশংসা করে শুভ্রাংশু আরও বলেন, “আমি দল এখন ছাড়ছি না। কিন্তু দল কি আমাকে বিশ্বাস করে? আমি জানি না।” এই কথার প্রেক্ষিতে পার্থবাবু বলেন, “জনসমক্ষে দলকে হেয় করেছে। তৃণমূলে থেকে অন্য দলের প্রশংসা করছেন দীর্ঘ দিন ধরে। আমরা সবটাই লক্ষ রাখছিলাম। দলের শৃঙ্খলা ভাঙার কারণে শুভ্রাংশু রায়কে সাসপেন্ড করা হল।”

ভোটের সময় দীনেশ ত্রিবেদীর হয়ে প্রচার করেছেন শুভ্রাংশু রায়। এই দিনেশ ত্রিবেদীর বিপরীতে লড়েছেন বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিংঊ যিনি মুকুলের হাত ধরে ভোটের আগে বিজেপিতে যোগ দেন। শুভ্রাংশু রায় দাবি করেছিলেন, ২ লক্ষের বেশি ভোটে জিতবেন দীনেশ। কিন্তু ওই কেন্দ্রে জিতেছেন অর্জুন। আর শুভ্রাংশুর নিজের কেন্দ্র বীজপুরেই পিছিয়ে পড়েছে তৃণমূল। এ প্রসঙ্গে শুভ্রাংশু রায় বলেন, “আমি যেমন এখানকার ভূমিপুত্র, আমার বাবা মুকুল রায়ও এখানকার ভূমিপুত্র। বাবার কাছে হেরে গিয়েছি। মানুষ বেছে নিয়েছে বাবাকে। আমার বাবা একা হাতে গোটা তৃণমূলকে তছনছ করে দিয়েছেন”””। শুভ্রাংশুর এহেন মন্তব্যেই আরও আগুনে ঘি পরেছেঊ তাঁকে ঘিরে দলের ভিতর একটা চাপা জল্পনা ছিলইঊ এবার তাঁর এই বিস্ফোরক মন্তব্যের চূড়ান্ত ফলস্বরূপ তাঁকে বহিষ্কার করল তৃণমূল কংগ্রেস।

# হরেকরকম ◯ হরেকরকম ◯ হরেকরকম

## ভারমিলিওন ক্লিফ লাল কেন হয়?

অ্যারিজেনার গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন এবং চীনের ঝাংগি ন্যাশনাল জিও পার্কের রঙধনুর মতো পাহাড়ের রঙ দেখে অবাক হতে হয়।এদের মধ্যে সাধারণ যে জিনিসটি দেখা যায় তা হচেছ লাল রঙের শিলা। এই পাথরগুলো এতো লাল হল কীভাবে? এর কারণ হচ্ছে আয়রণ, এটি অন্য উপাদানের সাথে মিলিত হয়ে এমন খনিজ তৈরি করে যা লাল রঙের মা মরিচার মত হয়।পৃথিবীতে আয়রণ আসে প্রাচীন সুপারনোভা ঘটনার মাধ্যমে, বড় নক্ষত্র শক্তি থেকে দৌড়ে বের য়ে আসে এবং মারা যায়। এই তারার পতনের ফলে তারা প্রচুর পরিমাণে নতুন শক্তি নির্গত করে। এর ফলে অনেক উৎপান মিলিত হয় এবং ভারী উপাদান তৈরি করে, যার মধ্যে আয়রনও থাকে।

অ্যারিজোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতাত্ত্বিক বিভাগের সহযোগী বিভাগীয় প্রধান এবং জ্যেষ্ঠ প্রভাষক জেসিকা কেপ বলেন, এই ধরনের পতনে ফলে প্রচুর শক্তি নির্গত হয়, এই পতিত তারা বাহ্যিকভাবে বিস্ফোরিত হয় এবং উপাদানগুলো পাঠায়। যখন পৃথিবী গঠিত হয় তখন আয়রন সহ এর চারপাশের উপাদান গুলোর গুচ্ছকে আকড়ে ধরে। প্যানসিলভেনিয়া স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্বের অধ্যাপক টেরি এনজেন্ডার বলেন, পৃথিবীর প্রথম দিকে আর্কিয়ান যুগে বায়ুমণ্ডলে খুব কম অক্সিজেন ছিল। অক্সিজেন ছাড়া আয়রণজলের মধ্যে দ্রবীভূত হয়ে যায়। একারণেই পৃথিবীর প্রথম আর্কিয়ান মহাসাগরে প্রচুর পমিাণে আয়রণ দ্রবীভূত থাকে। যদি ফটোসিন্থেসিস এর মাধ্যমে এককোষী জীবগুলো অক্সিজেন উৎপন করা শুরু করে। এটি এমন একটি প্রক্রিয়া যেখান সুর্যের আলো ব্যবহৃত হয় জল এবং কার্বনডাইঅক্সাইড এর মধ্যকার প্রতিক্রিয়াকে শক্তি সরবরাহের জন্য যাকার্বহাইড্রেট বা অক্সিজেন তৈরিতে ভূমিকা রাখে। এই অক্সিজেন সমুদ্রে যায় এবং আয়রণের সাথে মিলিত হয় এবং আয়নর অক্সাইড নামক খনিজ যেমন হারমাটাইট যা প্রায়ই লালরঙের হয় এবং ম্যাগনেটাইট সৃষ্টি করে।

কেপ বলেন, জারণ প্রক্রিয়া মরিচা হওয়া খুব সাধাণ বিষয়, যেখানে বাতাসে ধাতুর সাথে প্রতিক্রিয়া দেখায় এবং মরিচা তৈরি হয়। পাহাড়ের শিলায় হারমাটাইট এবং ম্যাগনেটাইট এর মত খনিজের সামান্য দানা থাকে যার মধ্যে আয়রণ থাকে। এই খনিজগুলোতে জারণ হয় এবং মরিচা পরে, যা পাহাড়কে লাল করে তুলে। এনজেন্ডার বলেন, এই খনিজের সৃস্টির ফলেই ডোরাকাটা আয়রণ গঠিত হয়, যা পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আয়রণের ভান্ডার। আয়রনের গঠন ডোরাকাটা হওয়ার কারণ হচ্ছে, হারমাটাইটের স্তরের মাঝে সিলিকার স্তর থাকে, যা পাললিক শিলার স্তরের মাঝে চিল প্রায় প্রাচীণ আর্কিয়ান থেকে মধ্য প্রোটেরোজিয়িক যুগে। ডোরাকাটা আয়রনের গঠন দেখা যায় ব্রাজিল এর ক্যারাজেস এ, কানাডার লেক সুপেরিওরএ, পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার হেমারসলে বেসিন এ, উত্তর চিনে এবং সিনেসোটা এর মেসাবি আয়রণ রেঞ্জ এ। অ্যারিজোনা এর ভারমিলিয়ন ক্লিফ এর লাল রঙ আসে আয়রণসমৃদ্ধ খনিজ থেকে যা এর পাশের পাললিক শিলায় ছড়ানো থাকে। কেপ বলেন, লাল বেলে পাথর পশ্চিম আমেরিকায় খুবইকমন।এদের পাওয়া যায় স্যাডোনা, অ্যারিজনা এবং ক্যালিফোনিয়ার মোজাভ মরুভূমিতে রেড রক ক্যানিয়ন স্টেট পার্কএ। মন্টানা, কলোরাডো এবং গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের রেড ওয়াল লাইমস্টোন ক্লিফ ও লাল শিলায় গঠিত।

## বিশ্বের সবচেয়ে দামি ৫ টি শিল্পকর্ম

চিত্রকর্মের কারণ অনেক চিত্রশিল্পীর নামেই ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাটরে লেখা আছে। বিখ্যাত শিল্পীদের আঁকা এসব ছবি ও ভাস্কর্যের জন্য সংগ্রাহকরা বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে থাকেন। অর্থ যেন এসব ছবির কাছে অনেকটাই অসহায়। বিশ্ব বিখ্যাত চিত্র শিল্পীদের সবচেয়ে দামি ৫ টি শিল্পকর্ম নিয়ে আমাদের এই প্রতিবেদন।

১. আলজিয়ার্সের নারীদের নিয়ে তৈরি স্পেনের বিখ্যাত চিত্রকর পাবলো পিকাসোর ১৯৫৫ সালে আঁকা এই ছবিটি নিলামে সর্বোচ্চ ১৭ কোটি ৯৪ লাখ মার্কিন ডলার দরে বিক্রি হয়েছে। ছবিটি নিউইয়র্কের ক্রিস্টি'স সংস্থায় নিলাম করা হয় ২০১৫ সালে, কেনেন এক সংগ্রাহক।

২. ইটালির চিত্রকর আমেদেও মোদিগলিয়ানি এই ছবিটি আঁকেন ১৯১ সালে, তার মৃত্যুর তিন বছর আগে। ২০১৫ সালে নিউইয়র্কে ক্রিস্টি'র সংস্থার নিলামে বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বোচ্চদামের ছবির মর্যাদা পায় নু কুশে। ১৭ কোটি ৪ লাখ মার্কিন ডলার দিয়ে এটি কেনেন সংস্থার নিলামে বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দামের ছবির মর্যাদা পায় নু কুশে।

১৭ কোটি ৪ লাখ মার্কিন ডলার দিয়ে এটি কেনেন লিউ ইকিয়ান নামের শাংহাইয়ের এক বিলিয়নিয়ার ব্যবসায়ী।

৩. লুসিয়ান ফ্রয়েডের তিনটি প্রতিকৃতি। আইরিশ চিত্রকর ফ্রান্সিস বেকন এই তিন খণ্ডের ছবিটি আঁকেন ১৯৬৯ সালে। ছবিতে যার আলেখ্য, তিনি হলেন ব্রিটিশ চিত্রকর লুসিয়ান ফ্রয়েড, পক্ষান্তরে মনস্তত্ত্বের জনক সিগমুণ্ড ফ্রয়েডের পৌত্র। ২০১৩ সালে ক্রিস্টি'স এরনিলামে ছবিটির দাম ওঠে ১৪ কোটি ২৪ লাখ মার্কিনডলার। এটি রয়ছে মার্কিনশিল্পকলা সংগ্রাহক এলেইন ওয়াইনের সংগ্রহে।

৪. অঙ্গুলিনির্দেশ: সুইস ভাস্কর আলবার্তো জাকোমেত্তির সৃষ্টি এই মানুষ সমান ব্রোঞ্জ মূর্তিটি নিউইয়র্কে ক্রিস্টিস এ নিলাম করা হয় ২০০৫ সালে, ১৪ কোটি ১৩ লাখ মার্কিন ডলারে এটি কেনেন স্টিভ কোহেন নামের এক হেজফান্ড ম্যানেজার। মূর্তিটি বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে দামী ক্রয়যোগ্য ভাস্কর্য বলে মনে করা হয়।

৫. সোনার আডেলে: অস্ট্রিয়ার চিত্রকর গুস্তাফ ক্লিন্ট আডেলে ব্লখ বাউয়ারের এই প্রতিকৃতিটি আঁকেন ১৯০৭ সালে।

## বিজ্ঞানের যে ১৫ টি বিষয় আমরা জানি না

বিজ্ঞানের নতুন কিছু বিষয় আছে যা আমরা জানি না। পৃথিবীতে প্রতিনিয়তই নতুন নতুন বিষয় তৈরি হচ্ছে যার অনেক কিছুই আমরা জানি না। আমাদের অজানা বিজ্ঞানের এমন কিছু বিষয় আজ আমরা জেনেন নিব।

১. ফুসফুস শুধু শ্বসনের কাজই করেনা তারা রক্ত উৎপাদনের কাজও করে। স্তন্যপায়ীর ফুসফুস প্রতি ঘন্টায় ১০ মিলিয়নেরও বেশি প্লেটলেট উৎপন্ন করে, যা শরীরের সংবাহিত হওয়া অধিকাংশ প্লেটলেট এর সমান।

২. গাণিতখভাবে টামি মেশিন তৈরি করা সম্ভব, যার মাধ্যমে অতীতের উপাদানগুলোকে খুঁজে পাওয়া যাবে।

৩. সাইবেরিয়ার পারমাফ্রস্ট গলতে শুরু করেছে। ভুগর্ভস্থ চির হিমায়িত অঞ্চলকে পারমাফ্রস্ট বলে।

৪. বিশ্বের প্রথম আধা সিনথেটিক জীব আমাদের মধ্যেই বসবাস করছে। বিজ্ঞানীরা একটি নতুন ৬ অক্ষরের জেনেটিক কোড ব্যবহার করে এর উত্থান ঘটিয়েছেন।

৫. বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সবচেয়ে কালো উপাদান হচ্ছে ভেন্টাব্লেক। এটি এ বছরই মানুষের হাতের নাগালে আসছে স্প্রে হিসেবে।

৬. টাইম ক্রিস্টাল তৈরি করা এখন শুধু সময়ের বিষয়। এই অসম্ভব বস্তুটি তৈরি করার নীল নকশা এখন আছে আমাদের হাতেই।

৭. মানুষের শরীরে একটি নতুন অঙ্গ শনাক্ত হয়েছে, আর তা হচ্ছে মেসেন্টারি।

৮. ইঁদুরের মস্তিষ্কে এমন একটি দৈত্যকার নিউরন শনাক্ত হয়েছে যা স্তন্যপায়ীর চেতনার সাথে সম্পর্কিত বলে মনে হয়।

৯. পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন ও বিরল কুকুরটি আসলে বিলুপ্ত হয়ে যায়নি।নিউগিনির সুদর্শন বন্য কুকরের মধ্যে এটি লুকিয়ে আছে।

১০. আক্কেল দাঁতের মত মানুষের অ্যাপেন্ডিক্স অপ্রয়োজনীয় নয়। এর গুরুত্বপূর্ণ জৈবিক কাজ আছে বলে জানা যায়।

১১. ১৩০ বছর পরে হলেও ডায়নোসরে ফেমিলি ট্রি টি সম্পূর্ণভাবে আঁকা সম্ভব হবে। এর জন্য ধন্যবাদ জানাতে হয়, স্কটল্যান্ড পাওয়া বিড়াল আকৃতির জীবাশ্মকে।

১২. পলিসিস্টিক ওভারি সিনড্রোম ডিম্বাশয়ে নয় শুরু হয় মস্তিষ্কে।

১৩. পৃথিবীতে একটি সম্পূর্ণ নতুন মহাদেশ তৈরি হচ্ছে যার নাম জিয়ালেন্ডিয়া।

১৪. পৃথিবীর ভূতত্ত্বের উপর মানুষে বড় প্রভাব ছিল। বিজ্ঞানীরা একটি নতুন ভূতাত্ত্বিক যুগ অ্যানথ্রোপসিন এর আহবানের কথা বলেছেন। ১৫. বৃহৎ তিমি যা সমুদ্রে মূল্যবান ইউনিকর্ণ। এটি শিকারের জন্য তাদের সিংহ ব্যবহার করে, কিন্তু আপনি যেভাবে ভাবছেন সেভাবে নয়।

## মিথ্যে বললেই ধরে ফেলবে মোবাইল

আছি এক জায়গায় কিন্তু বলছি অন্য জায়গায় কথা। মোবাইলে এমন মিথ্যা বলার দিন এবার শেষ হচ্ছে। নিজের সম্পর্কে ভুল তথ্য দিয়ে অন্যকে হয়রানি বা অলস বসে থেকে অন্যের কাছে ব্যস্ত মানুষেণ ভান ধরে আর পার পাওয়া যাবে না।

বিজ্ঞানীরা এমন এক স্মার্টফোন আবিষ্কার করেছেন যেটাতে চ্যাট বা কথা বলার সময় এসব সস্তা ছলচাতুরি আর চলবে না। ফোনের অন্যদিকে যিনি আছেন, তাকে কোনোরকম মিথ্যে কথা বললে সঙ্গে সঙ্গেই তা ধরে ফেলবে সেই স্মার্টফোন। বিশেষ প্রযুক্তিসমৃদ্ধ ওই স্মার্টফোনের সাহায্যেই কে সত্যি বলছে, কে মিথ্যে বলছে তা ধরে ফেলা যাবে। শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্রের এক গবেষণা ম্যাগাজিনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিষয়টি এখনও গবেষণার স্তরে থাকলেও অদূর ভবিষ্যতে তা কার্যকরী হবে বলে আশা করছেন বিজ্ঞানীরা।

কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষক দল এ গবেষণা চালাচ্ছে। তারা একটি অ্যাপ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করছেন। এই অ্যাপটি স্মার্টফোনে ডাউনলোড করে নিলেই ফোনটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে লাই ডিটেক্টর হিসেবে কাজ করবে।

বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন যে, কোনো ব্যক্তি মিথ্যে বলছেন কিনা, তা মোবাইলে কী ভাবে সোয়াইপ করছেনপ বা ট্যাপ করছেন, তার থেকেই বোঝা যাবে। টাইপ করার সময় কেউ মিথ্যে বললেও টাইপিং এ বেশি সময় লাগে বলে সমীক্ষা চালিয়ে দেখছেন বিজ্ঞানীরা।

## বিজ্ঞানের ভাষায় অটোনোমিক নার্ভাস সিস্টেম

আপনার সমস্যাটা বড় কোনো সমস্যা নয়।তবে অবশ্যই বিব্রতকর ও অস্বস্তিকর। আরো কিছু তথ্য জানার ছিলো। যেমন কতোদিন যাবৎ সমস্যা, সমস্যা শুরু হওয়ার আগে পরে অন্য কোনো ঘটনা বা অসুখ হয়েছিলো কিনা? কখনো খিঁচুনি হয়েছে কিনা? অন্য কোনো ওষুধ খেতে হয় কিনা? আপনার সমস্যাটা বড় কোনো সমস্যা নয়। তবে অবশ্যই বিব্রতকর ও অস্বস্তিকর। অরো কিছু তথ্য জানার ছিলো। যেমন কতোদিন যাবৎ সমস্যা, সমস্যা শুরু হওয়ার আগে পরে অন্য কোনো ঘটনা বা অসুখ হয়েছিলো কিনা? কখনো খিঁচুনি হয়েছে কিনা? অন্য কোনো ওষুধ খেতে হয় কিনা? বাড়ির বাইরে বের হওয়া এবং গাড়িতে ওঠা ছাড়া অন্য সময়গুলো কেমন থাকে। তখন কোনো সমস্যা হয় কিনা? যেকোনো চাপ সামলানোর ক্ষমতা কতটুকু? মানসিক চাপের সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার পদ্ধতিগুলো কেমন এব কতটুকু কার্যকর?

যা হোক, প্রতিটি মানুষের একটা সাধারণ প্রতিক্রিয়া হলো, যখন মানুষ চাপে পড়ে তখন মনের অজান্তে কিছু বিষয় কাজ করতে থাকে। বিজ্ঞানের ভাষায় যাকে বলে অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম। অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম হলো, এমন একটি পদ্ধতি যেটি অটো অর্থাৎ নিজে থেকেই কাজ করতে থাকে। যার কাজের মধ্যে হচ্ছে শ্বাসপ্রশ্বাস মেইনটেইন করা, পায়খানা প্রশ্রাব কন্ট্রোল করা, গরম ঠান্ডার অনুভবগুলোকে বোঝা, ভয় রাগ দুঃখ সহ আবেগগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা।হঠাৎ কোনো ভয় বা ভয়ের কারণে এই অটোনোমিক নার্ভাস সিস্টেমের একটি অংশ দ্রুতই একটিভ হয়ে যায় বা প্রভাব বিস্তার করে। তখন মানুষের এমন সমস্যা হতে পারে। এটি কোনো মানসিক রোগের কারণেও হতে পারে। একবার দুবার হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু আপনি যেভাবে লিখেছেন তাতে মনে হচ্ছে আপনার ক্ষেত্রে বারবারই হচ্ছে এবং এসমস্যাটি আপনাকে খুবই ভোগাচ্ছে। যদি আপনার অন্য কোনো শারীরিক সমস্যা না থাকে এবং উপরে উল্লেখিত বিষয়গুলো সম্পর্কে আপনার খুব কিছু বলার না থাকে তবে, আপাতত আপনি সকালে টেবল্যাট নেক্সিটাল ৫ মিগ্রা নাস্তার পর খেতে পারেন। আপনার সমস্যা কমবে। হাপানী বা ডায়াবেটিস না থাকলে সাথে ট্যাবলেট ইনডেভার ১০ মিগ্রা, সকালে ও রাতে একটা করে খেতে পারেন। বিশেষমুহূর্তে নিজের আবেগ বা আবেগ জনিত সমস্যাগুলো কমানোর জন্য আরো অনেক কার্যকর পদ্ধতি রয়েছে। যেহেতু আপনি চট্টগ্রামে থাকেন, সেহেতু চেষ্টা করবেন সরাসরি সেখানে কারো সঙ্গে দেখা করে উপযোগ্য কোনো সাইকোথেরাপি বা রিলাক্সেশন পদ্ধতি শিখে নেওয়ার। সব সময় মনে রাখবেন সরাসরি ডাক্তরের সাথে কথা বলে চিকিৎসা নেওয়াই ভালো। কারণ অন্যকোনো সমস্যা, প্রয়োজনীয় পরীক্ষা নিরীক্ষা করে নেওয়া যায়।

## জিমেইলে পাঠানো বার্তা পড়ছে অন্য কেউ

জিমেইল ব্যবহার করে যে বার্তা পাঠানো কিংবা গ্রহণ করা হচ্ছে, তা কেবল মেশিনই না, কখনও কখনও থার্ড পার্টি বা তৃতীয় পক্ষের অ্যাপ ডেভেলপার পড়েছেন বলে নিশ্চিত করেছে সার্চ জায়ান্ট গুগল। থার্ড পার্টি অ্যাপ বলতে অফিসিয়াল অ্যাপ ছাড়া তৃতীয় কোনো নির্মাতার অ্যাপকে বোঝানো হয়। যেমন আপনি যদি ফেসবুক, গুগল কিংবা ট্যুইটারের অ্যাপ প্লে স্টোরে খোঁজেন, তবে দেখবেন তাদের নিজস্ব অ্যাপ ছাড়াও বিভিন্ন অ্যাপ সেখানে রয়েছে। যেগুলো অন্যান্য ডেভেলপারের তৈরি। এগুলোই হচ্ছে থার্ড পার্টি অ্যাপ। অন্য কথায় কোনো কাজের কিংবা সার্ভিসের জন্য আগে থেকেই তৈরি অফিসিয়াল অ্যাপ থাকার পরও একই কাজের জন্য থার্ড পার্টি ডেভেলপাররা যেসব অ্যাপ বানান সেগুলোই থার্ড পার্টি অ্যাপ। এই তৃতীয় পক্ষের অ্যাপের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা অসচেতনভাবে তাদের কর্মীদের জিমেইলের বার্তা পড়ার অনুমতি দিয়েছেন। ওয়ালস্ট্রিট জার্নালকে একটি কোম্পানি জানিয়েছে, এটি খুবই স্বাভাবিক চর্চা। যেটি খুবই নোংরাভাবে গোপন রাখা হয়। কিন্তু এ ধরনের চর্চা তাদের নীতিমালার বাইরে নয় বলে আভাস দিয়েছে গুগল। একজন নিরাপত্তা বিশ্লেষক বলেন, এটি খুবই বিস্ময়কর যে গুগল ধরনের চর্চার অনুমতি দিয়েছে। ইমেল সেবায় পৃথিবীর সবচেয়ে জনপ্রিয় হচ্ছে জিমেইল। ১৪০ কোটি লোক এ সেবা ব্যবহারকরেন।

## সৌদি আরবে বন্ধ বিশ্বের বৃহত্তম সৌরশক্তি প্রকল্প

২০০০ কোটি ডলার মূল্যের সৌরশক্তি প্রকল্প বন্ধ করেছে সৌদি আরব এবং বিনিয়োগকারী সংস্থা, সফটব্যাঙ্ক। প্রয়োজনের তিনগুণ শক্তি উৎপাদন করতে সক্ষম প্রকল্পটি সৌদি রাষ্ট্রের অথনৈতিক রূপান্তর পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল সৌদি রাষ্ট্রীয় সূত্রমতে, সৌদি আরবে বিশ্বের বৃহত্তম সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পনির্মাণের পরিকল্পনা আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে। পুণর্নবীকরণযোগ্য শক্তির উন্নয়নে সৌদি আরবের আরো অনেক বৃহত্তর ও কার্যকর কৌশলনিশ্চিত করা বাকি বলেই এন সিদ্ধান্ত। সৌর প্রকল্পটির ২০৩০ সালের মধ্যে প্রায় ২০০ গিগাওয়াট শক্তির উৎপাদন করার কথা ছিল, দেশটির দৈনিক চাহিদার চেয়ে যা তিনগুণ বেশি। মার্কিন পত্রিকা ওয়াল স্ট্রিট জার্নালকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সৌদি সরকারে এক উপদেষ্টা জানান, 'কোনো নতুন প্রকল্প আকর্ষণীয় হলেও তাকে সঠিকভাবে নির্বাহ করা কঠিন। পাশাপাশি এই প্রকল্পে কেউ সক্রিয়ভাবে কাজও করছিল না।' সুবিশাল মরুভূমি এবং প্রচুর রোদ থাকা সত্ত্বেও, সৌদি আরবের সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতাবর্তমানে পর্যাপ্ত নয়। মূলত জীবাশ্ম জ্বালানী থেকেই তার প্রয়োজনীয় শক্তি উৎপাদন করে সৌদি আরব।

তবে যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানের নেতৃত্বে তেলের উপর নির্ভরতা কমিয়ে অর্থনীতির অন্যান্য দিকে জোর দিচেছ বর্তমান সৌদি রাষ্ট্র। সরকারের সাথে হাত মিলিয়ে জাপানি সংস্থা, সফটব্যাঙ্ক, ইতিমধ্যেই সৌদি আরবের পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি ও তার প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ বাড়িয়ে তুলতে ১০০ বিলিয়ন ডলারের ভিশন ফান্ড'নামের একটি উদ্যোগ তৈরিকরছে।

প্রকল্পটির প্রথম পর্যায়ে এক বিলিয়ন মার্কিন ডলার খরচ করা সত্ত্বেও বাধাগ্রস্ত হচ্ছে সৌদির 'সৌর স্বপ্ন'। সৌদি কর্মকর্তাদের মতে, রাষ্ট্রের পক্ষে এখনো ভূমি অধিগ্রহণ, উন্নয়নের পরিকাঠামো বা ভর্তুকি বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়নি।

এর পরিবর্তে অক্টোবরের শেষের দিকে ঘোষণাকরার জন্য একটি বৃহত্তর কৌশল প্রণয়ন করছে সরকার, যা সৌদি আরবের পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি বিষয়ক লক্ষ্য ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করবে। সেক্ষেত্রে সফটব্যাঙ্ক ভবিষ্যতে ২০০ গিগাওয়াটের এই সৌরপ্রকল্প নির্মাণে জড়াবে কি না,তা এখনো পুরোপুরি স্পষ্ট নয়।

## অঙ্ক ও ভাষা শেখাবে রোবট

রোবট দিয়ে সাধারণত সূক্ষ্ম বা ঝুঁকিপূর্ণ বেশি করানো হয়। কিন্তু হিউম্যানয়েড রোবট এলিয়াস ও ওভোটরা এদিক দিয়ে একটু ব্যতিক্রম। তারা এখন বাচ্চাদের স্কুলে অঙ্ক ও ভাষা শিক্ষার ক্লাস নেয়।

ক্লাস নেয়ারসময় একাধিকবার একই জিনিস আওড়াতে তাদের কোনো বিরক্তি নেই। তাই কেউ বারবার একই প্রশ্ন করলেও তাকে বিব্রত হতে হয় না। পাইলট প্রোগ্রামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে চারটি রোবট ফিন্যালেন্ডর দক্ষিণাঞ্চলের ট্যাম্পার সিটির একটি প্রাইমারি স্কুলে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ভাষা শেখানোর মেশিনকে হিউম্যানয়েড রোবট এলিয়াসে পরিণত করে চালানো হচ্ছে ভাষা শিক্ষার ক্লাস।

এক ফুট উচ্চতার এ রোবটটি চালানো হয় মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে। রোববটি ২৩ টি ভাষা বুঝতে পারে।শুধু তাই নয়, বাচ্চাদের একঘেয়েমি দূর করতে সে গ্যাংনাম স্টাইলে নাচতেও পারে। এতে এমন একটি সফটওয়্যার আছে, যা শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন বুঝতে সাহায্য করে এবং শিখতে উৎসাহ দেয়।

আপাতত রোবটটি শুধু ইংরেজি, ফিনিশ ও জার্মান ভাষায় কথাবার্তা বলতে পারছে। রোবটটি মানুষের দক্ষতাগুলো চিনতে পারে এবং সেই অনুযায়ী প্রশ্ন সাজিয়ে থাকে। শিক্ষার্থীদের সম্ভাব্য সমস্যাগুলো সম্পর্কেও রোবটটি শিক্ষকদের তথ্য দিতে পারে। অঙ্কের রোবটটির নাম ওভোট। এর উচ্চতা ১০ ইঞ্চি।নীল রঙের প্যাচারমতো দেখতে এ রোবট তৈরি করেছে ফিনিশ এআই রোবটস। মোট তিনটি ও ভোট আগামী এক বছরের জন্য স্কুলটিতে অঙ্ক শেখাবে। অনেক শিক্ষকরাই রোবটটিকে শিশুদের মনোযোগ ধরে রাখার একটি পদ্ধতি হিসেবে দেখছেন। রিকা কলুনসারকা নামে এক শিক্ষিকা বলেন, এলিয়াস, রোবটটি ক্লাসরুমে ভিন্ন ধরনের কার্যক্রম পরিচালনার একটি মাধ্যম। ক্লাসরুমে রোবটের ব্যবহার এবারই প্রথম নয়। মধ্যপ্রাচ্য, এশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের স্কুলগুলোয়ও সম্প্রতি রোবটের ব্যবহার দেখা যাচ্ছে। তবে মানুষের চেয়ে দক্ষতা বেশি থাকলেও ক্লাসরুমের শৃঙ্খলা রক্ষা করার বিষয়ে তারা পিছিয়ে আছে। তাই আশা করা হচ্ছে, পরীক্ষামূলকভাবে সামান্য পরিসরে রোবটের ব্যবহার শুরু হলেও শিক্ষকদের চাকরি নিরাপদই থাকবে।

## সবজি ও ফল চাষের বারো মাসের পঞ্জিকা

আমাদের দেশে সাধারণত ঋতু বা মরশুম ছ'টি। আর কৃষির মরশুম তিনটি খরিফ ১, খরিফ-২ ও রবি। উৎপাদনের ওপর ভিত্তি করে যদিও কৃষি মরশুমকে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে, কিন্তু ভৌগোলিক অবস্থান, আবহাওয়া, জলবায়ু এবং আমাদের প্রয়োজনের তাগিদে প্রতি মাসের প্রতিটি দিনই কিছু না কিছু কৃষি কাজ করতে হয়। সেজন্য বলা যায় বছরের প্রতিটি দিনই কৃষির কার্যক্রমের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এখানে চাষিভাইদের উদ্দেশ্যে সংক্ষেপে বাংলা বারো কৃষি ভূবনে করণীয় কাজগুলোর দিক নির্দেশনা দেওয়া হল মাত্র।চাষি ভাইরা নিজস্ব চিন্তাধারা, চাহিদা ও আর্থিক দিক বিবেচনা করে নিজের মতো প্রতিদিনের কাজগুলোকে সাজিয়ে নেবেন ও বাস্তবে রূপ দেবেন। তাহলেই লাভবান হবেন এবং কৃষি ভুবন সমৃদ্ধ হবে।

বৈশাখ (মধ্যএপ্রিল মধ্যমে) ঃ লালশাক, গিমাকলমি, ডাঁটা, পাতাপেঁয়াজ , পাটশাক, বেগুন, মরিচ, আদা , হলুদ ঢেঁড়শ বীজ বপন ও গ্রীষ্মকালীন টমেটোর চারা রোপণ মিস্টিকুমড়া , করলা, ধুন্দুল, ঝিঙা, চিচিংগা, চালকুমড়া , শসার মাচা তৈরি,চারা উৎপাদন, কুমড়া, জাতীয় সবজির পোকামাকড়, দমন, সেচ প্রদান। খরিফ ১ সবজির বীজ বপন, চারা রোপণ। ডাঁটা, পুইশাক, লালশাক, বরবটি ফসল সংগ্রহ। খরিফ-২ সবজির বেড প্রস্তুত ও চারা তৈরি। কাঁচা কাঁঠাল সবজি হিসেবে ব্যবহার কচি সজিনা, তরমুজ, বাঙি সংগ্রহ আলুর চিপস তৈরি ও রকমারি ব্যবহার। ফল চাষের স্থান নির্বাচন, উন্নতজাতের ফলের চারা কলম সংগ্রহ , পুরনো ফলগাছে সুষম সার প্রয়োগ, ফলন্ত গাছে সেচ প্রদান।

জ্যৈষ্ঠ (মধ্যমে-মধ্যজুন) ঃ আগে বাজতলায় বপনকৃত খরিফ-২ এর সবজির চারা রোপণ, সেচ ও সার প্রয়োগ, বিভিন্ন পরিচর্যা, সজিনা সংগ্রহ এবং গ্রীষ্মকালীন টমেটোর চারা রোপণ ও পরিচর্যা। ঝিঙা, চিচিংগা ধুন্দুল, পটল, কাঁকরোল সংগ্রহ, পোকামাকড় দমন। নাবী ও কুমড়া জাতীয় ফসলের মাচা তৈরি, সেচ ও সার প্রয়োগ। ফলের চারা রোপণের গর্ত প্রস্তুত ও বয়স্ক ফল গাছে সুষম সার প্রয়োগ ,ফল সংগ্রহ , বাজারজাতকরণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ।

আষাঢ় (মধ্যজুন-মধ্যজুলাই) ঃ গ্রীস্মকালীন বেগুন, টমেটো, কাঁচা মরিচের পরিচর্যা, শিমের বীজ বপন, কুমড়া জাতীয় সবজির পোকামাকড়, রোগবালাই দমন। আগে লাগানো বেগুন, টমেটো ও ঢেঁড়শের বাগান থেকে ফসল সংগ্রহ। খরিফ -২ সবজির চারা রোপণ ও পরিচর্যা , সেচ সার প্রয়োগ। ফলসহ ওষুধি গাছের চারা/কলম রোপণ, খুঁটি দিয়ে চারা বেঁধে দেওয়া, 'খাঁচা/ বেড়া দেওয়া। ফল গাছে সুষম সার প্রয়োগ।

শ্রাবণ (মধ্যজুলাই-মধ্য আগস্ট): আগাম রবি সবজি যেমন বাঁধাকপি, ফুলকপি, লাউ, টমেটো, বেগুন এর বীজতা তৈরি, বীজ বপন। খরিফ- ২ এর সবজি উঠানো ও পোকামাকড় দমন শিমের বীজ বপন, লালশাক ও পালংশাকের বীজ বপন। রোপণকৃত ফলের চারার পরিচর্যা, উন্নত চারা কলম রোপণ, খুঁটি দেওয়া, খাঁচি বা বেড়া দেওয়া, ফল সংগ্রহ, বাজারজাতকরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ/ সংরক্ষণ।

ভাদ্র (মধ্যআগস্ট-মধ্যসেপ্টেম্বর)ঃ অধিকাংশ খরিফ -২ সবজির সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও খারিফ -১ এর সবজি বীজ সংরক্ষণ। আগাম রবি সবজি বাধাঁকপি , ফুলকপি, ওলকপি , সবুজ ফুলকপি , টমেটো, বেগুন, লাউ এর জমি তৈরি চারা রোপণ, সার প্রয়োগ। মধ্যম ও নাবী রবি সবজির বীজতলা তৈরি, বীজ বপন। নারী খরিফ -২ সবজি সংগ্রহ, বীজ সংরক্ষণ। আগে লাগানো ফলের চারার পরিচর্যা । ফলের উন্নত চারা/ কলম লাগানো, খুঁটি দেওয় বেড়া দিয়ে চারাগাছ সংরক্ষণ, ফল সংগ্রহের পর গাছের অঙ্গ ছাঁটাই।

আশ্বিন (মধ্যসেপ্টেম্বর-মধ্যঅক্টোবর) ঃ আগাম রবি সবজির চারা রোপণ, চারার যত্ন, সেচ, সার প্রয়োগ, বালাই দমন, নাবী রবি সবজির বীজতলা তৈরি, বীজ বপণ, আগাম টমেটো, বাঁধাকপি, ফুলকপি, সবুজ ফুলকপি, ওলকপির ।গাছ দমন ও গোড়া বাঁধা। শিম, লাউ, বরবটির মাচা তৈর ও পরিচর্যা। রসুন, পেঁয়াজের বীজ বপন, আলু লাগানো। ফল চ্যাছের গোায় মাটি দেয়া, আগাছা পরিষ্কার ও সার প্রয়োগ।

কার্তিক (মধ্যঅক্টোবর- মধ্য নভেম্বর) ঃ আলুর কেইল বাঁধা ও আগাম রবি সবজির পরিচর্যা ও সংগ্রহ। মধ্য রবি সবজি পরিচর্যা, সার প্রয়োগ, সেচ প্রদান। নাবী রবি সবজির চারা উৎপাদন, জমি তৈরি/ চারা লাগান। বাঁধাকপি, ফুলকপি, ওলকপির গোড়া বাঁধা / আগাছা পরিষ্কার করা। মরিচের বীজ বপন/ চারা রোপণ। ফল গাছের পরিচর্যা সার প্রয়োগ না করে থাকলে সার ব্যবহারও মালচিং করে মাটিতে রস সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেওয়া।

অ ‍ ্ র হ া য . ণ (মধ্যনভেম্বর-মধ্যডিসেম্বর) ঃ মিষ্টি আলুর লতা রোপণ, পূর্বে রোপণকৃত লতার পরিচর্যা, পেঁয়াজ, রসুন ও মরিচের চারা রোপণ, আলুর জমিতে সার প্রয়োগ, সেচ প্রদান। অন্যান্য রবি ফস যেমন ফুলকপি, বাঁধাকপি, টমেটো, বেগুন ও ওলকপি , শালগম -এর চারার যত্ন, সার প্রয়োগ, সেচ প্রদান, আগাছা পরিষ্কার, সবজি সংগ্রহ। ফল গাছের মালচিং এবং পরিচিত সার প্রয়োগ।

পৌষ (মধ্যডিসেম্বর-মধ্যজানুয়ারি)ঃ আগাম ও মধ্যম রবি সবজির পোকামাকড় ও রোগবালাই দমন, সবজি সংগ্রহ। নাবী রবি সবজির পরিচর্যা ফল গাছের পোকামাকড় ও রোগবালাই দমন এবং অন্যান্য পরিচর্যা। যারা বাণিজ্যিকভাবে মরশুমি ফুলে চাষ করতে চান তাদেরকে এ সময় ফুল গাছের বেশি করে যত্ন নিতে হবে বিশেষ করে সারের উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

মাঘ (মধ্যজানুয়ারি-মধ্যফেব্রুয়ারি) ঃ আলু, পেঁয়াজ, রসুন- এর গোড়ায় মাটি তুলে দেওয়া , সেচ, সার প্রয়োগ, টমেটোর ডাল ও ফল ছাঁটা, মধ্যম ও নাবী রবি সবজির সেচ, সার ,গোড়া বাঁধা, মাচা দেওয়া এবং আগাম খরিফ-১ সবজির বীজতলা তৈরি বা মাদা তৈরি বা বীজ বপন। বীজতলায় চারা উৎপাদনে বেশি সচেতন হতে হবে। কেননা সুস্থ সবল রোগমুক্ত চারা রোপণ করতে পারলে পরবর্তীতে অনায়াসে ভাল ফসল /ফলন আশা করা যায়। ফল গাছের পোকামাকড় , রোগবালাই দমন ও অন্যান্য পরিচর্যা।

ফাল্গুন (মধ্যফেব্রুয়ারি-মধ্যমার্চ) ঃ নাবী খরিফ ১ সবজির বীজতলা তৈরি মাদা তৈরি, বীজ বপন ঢেঁড়শ , ডাঁটা লালশাক এর বীজ বপন। আগাম খরিফ-১ সবজির চারা উৎপাদন ও মূল জমি তৈরি, সার প্রয়োগ ও রোপণ। আলু, মিস্টি আলু সংগ্রহ, রবি সবজির বীজ সংগ্রহ , সংরক্ষণ ও বাগানের অন্যান্য ফসলের পরিচর্যা। আলু সংরক্ষণে বেশি যত্নবান হোন। এক্ষেত্রে জমিতে আলু গাছের বয়স ৯০ দিন হলে মাটির সমান করে সমুদয় গাছ কেটে গর্তে আর্বজনা সার তৈরি করুন। এভাবে মাটির নিচে ১০ দিন আলু রাখার পর অর্থাৎ রোপণের ১০০ দিন পর আলু তুলতে হবে। এতে চামড়া শক্ত হবে এ সংরক্ষণ ক্ষমতা বাড়বে। ফল গাছের গোড়ায় রস কম থাকলে মাঝে মধ্যে সেচ প্রদান, পোকামাকড় ও রোগবালাই দমন করা দরকার।

চৈত্র (মধ্যমার্চ -মধ্যএপ্রিল) ঃ গ্রীষ্মাকালীন বেগুন, টমেটো, মরিচের বীজ বপন/ চারা রোপণ। নাবী জাতের বীজতলা তৈরি ও বীজ বপন। যেসব সবজির চারা তৈরি হয়েছে সেগুলো মূল জমিতে রোপণ। সবজি খেতের আগাছা দমন , সেচ ও সার প্রয়োগ, কুমড়া জাতীয় সবজির পোকামাকড় ও রোগ বালাই দমন। নাবী সবজি উঠানো, বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ । মাটিতে রসের ঘাটতি হলে ফলের গুটি/ কড়া ঝড়ে যায়। তাই প্রয়োজনীয় সেচ প্রদান, পোকামাকড় ও রোগবালাই দমন জরুরি।

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। এরই মাঝে আগরতলায় লক্ষ্মীনারায়ণ দিঘিতে এক ব্যক্তি স্নান করছেন। ছবি- নিজস্ব।

# দিল্লি দখলের লড়াই : ৩০০ আসনের গণ্ডি পেরোল বিজেপি

## বিপুল ব্যবধানে জয়ী মোদী-রাজনাথ-রবিশঙ্কর-নীতিনের

নয়াদিল্লি, ২৪ মে (হি.স.): ইতিমধ্যেই ৩০ ঘন্টারও বেশি সময় অতিক্রান্ত। এখনও পর্যন্ত সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করতে পারেনি নির্বাচন কমিশন। ঊনিশের লোকসভা নির্বাচনের পূর্ণাঙ্গ ফলাফল ঘোষণা হতে শুক্রবার বিকেলও হয়ে যেতে পারে। নির্বাচন কমিশন সূত্রের খবর, শুক্রবার দুপুর পর্যন্ত প্রবণতা অনুযায়ী-৫৪২টি আসনের মধ্যে ৩০০টি আসনে জয়ী হয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টি। বিজেপি এগিয়ে রয়েছে আরও একটি আসনে। কংগ্রেস জয়ী হয়েছে মাত্র ৫২টি আসনে। দিল্লির মসনদ দখল করতে প্রয়োজন ২৭২টি আসনে, যদিও অভূতপূর্ব ফলাফল করে ম্যাজিক ফিগারের থেকে অনেক বেশি আসনে জয়লাভ করেছে বিজেপি। ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে ২৮২টি আসনে জয়লাভ করেছিল বিজেপি, এবার বিজেপি একাই ৩০০ আসনের গণ্ডি পেরিয়ে ফেলেছে। গতবারের তুলনায় ৪টি বেশি আসনে জয়লাভ করে কংগ্রেস জয়ী হয়েছে ৫২টি আসনে।

বিজেপির হেভিওয়েট জয়ী প্রার্থীরা : বারাণসী লোকসভা আসন : বারাণসীর কংগ্রেস প্রার্থী অজয় রায়কে পরাজিত করে ৪৭৯৫০৫ ভোটে জয়ী হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পূর্ব দিল্লি লোকসভা আসন : পূর্ব দিল্লি লোকসভা আসনে ৩৯১২২২ ভোটে জয়ী হয়েছেন বিজেপি প্রার্থী তথা প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার গৌতম গম্ভীর। রাজনৈতিক জীবনের শুরুতেই এক লাফে সংসদে চলে গেলেন গৌতম গম্ভীর। উত্তর পূর্ব দিল্লি লোকসভা আসন : উত্তর পূর্ব দিল্লি লোকসভা আসনে ৩৬৬১০২ ভোটে জয়ী হয়েছেন বিজেপি প্রার্থী মনোজ তিওয়ারি। উত্তর পশ্চিম দিল্লি : উত্তর পশ্চিম দিল্লি সংসদীয় আসনে ৫৫৩৮৯৭ ভোটে জয়ী হয়েছেন বিজেপি প্রার্থী হন্স রাজ হন্স। হামিরপুর লোকসভা লোকসভা আসন (হিমাচল প্রদেশ): হিমাচল প্রদেশের হামিরপুর লোকসভা আসনে ৩৯৯৫৭২ ভোটে জয়ী হয়েছেন বিজেপি প্রার্থী অনুরাগ ঠাকুর। লখনউ লোকসভা আসন : উত্তর প্রদেশের লখনউ লোকসভা আসনে শত্রুঘ্ন সিনহাকে পরাজিত করে ৩৪৭৩০২ ভোটে জয়ী হয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা বিজেপি প্রার্থী রাজনাথ সিং। সুলতানপুর লোকসভা আসন : সুলতানপুর লোকসভা আসনে ১৪৫২৬ ভোটে জয়ী হয়েছেন বিজেপি প্রার্থী মানেকা গান্ধী। মথুরা লোকসভা আসন : উত্তর প্রদেশের মথুরা লোকসভা আসনে ২৯৩৪৭১ ভোটে জয়ী হয়েছেন বিজেপি প্রার্থী হেমা মালিনী। উধমপুর লোকসভা আসন : জম্মু ও কাশ্মীরের উধমপুর লোকসভা আসনে ৩৫৭২৫২ ভোটে জয়ী হয়েছেন বিজেপি প্রার্থী জিতেন্দ্র সিং। নিজামাবাদ লোকসভা আসন : তেলেঙ্গানার নিজামাবাদ লোকসভা আসনে তেলুগু রাষ্ট্র সমিতি-র প্রার্থী কে কবিতাকে পরাজিত করে জয়ী হয়েছেন বিজেপি প্রার্থী অরবিন্দ ধরমপুরী। ভোপাল লোকসভা আসন : মধ্যপ্রদেশের ভোপাল লোকসভা আসনে ৩৬৪৮২২ ভোটে জয়ী হয়েছেন বিজেপি প্রার্থী প্রজ্ঞা সিং ঠাকুর। কনৌজ লোকসভা আসন : সপা সুপ্রিমো অখিলেশ যাদবের স্ত্রী ডিম্পল যাদবকে পরাজিত করে কনৌজ লোকসভা আসনে জয়ী হয়েছেন বিজেপি প্রার্থী সুব্রত পাঠক। হাজারিবাগ লোকসভা আসন : ঝাড়খণ্ডের হাজারিবাগ লোকসভা আসনে ৪৭৯৫৪৮ ভোটে জয়ী হয়েছেন বিজেপি প্রার্থী জয়ন্ত সিনহা। খুন্তি লোকসভা আসন : ঝাড়খণ্ডের খুন্তি লোকসভা আসনে ১৪৪৫ ভোটে জয়ী হয়েছেন বিজেপি প্রার্থী অর্জুন মুন্ডা। বাঘপত লোকসভা আসন : বাঘপত লোকসভা আসনে আরএলডি প্রার্থী জয়ন্ত চৌধুরীকে ২৩৫০২ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সত্যপাল সিং। পাটনা সাহিব লোকসভা আসন : বিহারের পাটনা সাহিব লোকসভা আসনে শত্রুঘ্ন সিনহাকে পরাজিত করে ২৮৪৬৫৭ ভোটে জয়ী হয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ। পাটলিপুত্র লোকসভা আসন : পাটলিপুত্র লোকসভা আসনে রাষ্ট্রীয় জনতা দল প্রার্থী মিস ভারতীকে ৩৯৩২১ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেছেন বিজেপি প্রার্থী রাম কৃপাল যাদব। চন্ডীগড় লোকসভা আসন : চন্ডীগড় লোকসভা আসনে

ছয়ের পাতায়

## ভোট পরবর্তী হিংসা অব্যাহত ভাঙড়ে

কলকাতা, ২৪ মে (হি.স.) : রাজনীতির আঁতুরঘর ভাঙরঊ দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড় যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত। ভোটের শেষেও অশান্তি অব্যাহত এখানেঊ বোমাবাজি, বাড়িতে হামলা, মারধর ও বাড়ি ভাঙচুর করা হয়। এলাকায় পুলিশ পৌঁছালেও দেখা নেই কেন্দ্রীয় বাহিনীর।বৃহস্পতিবার রাত থেকে ভাঙড়ে ভোট পরবর্তী হিংসা শুরু হয়ে যায়ঊ শুক্রবার সকালে পাওয়ার গ্রিড সংলগ্ন পদ্মপুকুরে রাস্তা অবরোধ করেন জমি ও জমি রক্ষা কমিটি ও স্থানীয় বাসিন্দারা। অবরোধের পাশাপাশি তাঁরা অভিযোগ করেন নতুনহাটের কাছে তৃণমূলের গুন্ডারা বোমাবাজিও করেছে। যদিও তৃণমূল এই অভিযোগ স্বীকার করতে চায়নি।বৃহস্পতিবার লোকসভা ভোটের ফলাফল ঘোষণার পর থেকেই ভাঙ্গড়ের বিভিন্ন এলাকায় বিশেষ করে পাওয়ার গ্রিড গ্রিড সংলগ্ন আশেপাশের এলাকাগুলোতে বেশকিছু বাড়িতে হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। বাড়িতে ঢুকে দুষ্কৃতিরা হামলা, বাড়ি গাড়ি ভাঙচুর করে বলেও অভিযোগ ওঠে।

যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী মিমি চক্রবর্তী জয়ী হন। যেখানে একসময় অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল পাওয়ার গ্রিড কে কেন্দ্র করে। আন্দোলনকারী জমি ও জমি জীবিকা রক্ষা কমিটি এবার লোকসভা ভোটে বাম প্রার্থীকে সমর্থন করেছে।

## দক্ষিণ মুম্বইয়ের ভেন্ডি বাজারে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড : মৃত্যু দু'জন মহিলার, আহত ৫ জন

মুম্বই, ২৪ মে (হি.স.): গভীর রাতে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড বাণিজ্যনগরী মুম্বইয়ের ভেন্ডি বাজার এলাকায় অবস্থিত একটি তিন-তলা বহুতলের বিদ্যুৎ সরবরাহ ইউনিটেঊ বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড ও ধোঁয়ায় দমবন্ধ হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন দু'জন মহিলাঊ এছাড়াও আরও ৫ জন আবাসিক কমবেশি আহত হয়েছেনঊ দমকল কর্মীদের ততরতায় উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে আরও ১২ জনকেঊ আহতদের তড়িঘড়ি উদ্ধার করে মুম্বইয়ের জে জে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছেঊ পুলিশ ও দমকল সূত্রের খববর, বৃহস্পতিবার রাত ১১.৩০ মিনিট নাগাদ দক্ষিণ মুম্বইয়ের ভেন্ডি বাজারের বোহরি মোহাল্লা এলাকায় অবস্থিত 'পঞ্জাবি মহল'-এর পাশে নামে একটি তিন-তলা বহুতলের বিদ্যুৎ সরবরাহ ইউনিটে আগুন লাগেঊ চার-তলার বাসিন্দা মুস্তাফা কোঠারি (৪২) নামে একজন মহিলা জানিয়েছেন, 'সেই সময় আমরা নমাজ পাঠের প্রস্তুতি নিচ্ছিলামঊ আচমকাই তিন-তলা ও চার-তলা কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায়ঊ তড়িঘড়ি বহুতল থেকে বেরিয়ে আসি আমরা, দমকল কর্মীদের ততরতায় কয়েকজনকে উদ্ধার করা হয়ঊ'

মুহূর্তের মধ্যেই দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে আবাসিক বহুতলটিঊ অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের চারটি ইঞ্জিন ও চারটি জলের ট্যাঙ্কারঊ দমকল কর্মীদের ততরতায় প্রায় ১২ জন আবাসিককে নিরাপদে উদ্ধার করা সম্ভব হয়ঊ কিন্তু, প্রাণে বাঁচানো সম্ভব হয়নি দু'জন মহিলাকেঊ সংলগ্ন একটি ঘর থেকে দু'জন মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছেঊ এছাড়াও আরও ৫ জনকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছেঊ দমকল কর্মীদের দীর্ঘক্ষণের প্রচেষ্টায় গভীর রাত ১২.৩০ মিনিট নাগাদ আয়ত্তে এসেছে আগুন, পুরোপুরি আগুন নিভতে শুক্রবার ভোররাত হয়ে যায়ঊ ভেন্ডি বাজারের আবাসিক বহুতলে অগ্নিকাণ্ড প্রসঙ্গে বিএমসি-র কমিশনার প্রবীণ পরদেশি জানিয়েছেন, প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে দমবন্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে ওই দু'জন মহিলারঊ দমকল কর্মীদের প্রচেষ্টায় আয়ত্তে এসেছে আগুন এবং ১২ জনকে নিরাপদে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছেঊ কী কারণে আগুন লাগল ওই আবাসিক বহুতলে, তা জানতে তদন্ত শুরু হয়েছেঊ বিএমসি-র ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট সেল-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ৭২ বছর বয়সি তাহির নালওয়ালা, ৪২ বছর বয়সি মুস্তাফা সোনি এবং ৬০ বছর বয়সি ফরিদা-সহ ৫ জনকে শ্বাসকষ্টনিত সমস্যা ও আহত অবস্থায় জে জে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছেঊ তাঁরা প্রত্যেকেই নিরাপদ আছেন।

# ফের সংবাদে ত্রিলোচণ মাহাতো এবং দুলাল কুমাররা

কলকাতা, ২৪ মে (হি স)। এক বছর বাদে ফের সংবাদের শিরোনামে ত্রিলোচণ মাহাতো এবং দুলাল কুমাররা। গত এপ্রিল মাসের গোড়ায় পঞ্চায়েত ভোটের আগে খুনোখুনিতে প্রাণ যায় এক ব্যক্তির। যে খুনের ঘটনায় তৃণমূলকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছিল বিজেপি। বাঁকুড়ার রানীবাঁধ এলাকায় ব্লক অফিসের সামনেই খুন হন অজিত মুর্মু নামে ৩৫ বছর বয়সী এক ব্যক্তি।

পুরুলিয়াতে ত্রিলোচণ মাহাতো এবং দুলাল কুমার নামে দুই বিজেপি কর্মীর রহস্যজনক মৃত্যু হয় গত বছর মে মাসের শেষদিকে। বিজেপির অভিযোগের তির গোড়া থেকেই ছিল তৃণমূল কংগ্রেসের দিকে। যা নিয়ে উত্তপ্ত হয় রাজ্য রাজনীতি। ট্যুইটে ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানান বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ। পাল্টা ট্যুইট করে ঘটনার পেছনে কারা জড়িত তার সঠিক তদন্তের দাবি জানান তৃণমূল সাংসদ ডেরেক ও ব্রায়েন। ঘটনা দু'টির তদন্ত শুরু করে সিআইডি। যদিও রাজ্য নিয়ন্ত্রণাধীন পুলিশ জানায়, দুলাল কুমার আত্মহত্যা করেছেন। তাদের দুই কর্মীর রহস্য মৃত্যু নিয়ে তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে জড়িয়ে মামলা করে বিজেপি।

বিষয়টি ভুলে যায়নি বিজেপি। কিছুকাল আগে দলের সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ কলকাতায় এক পাঁচতারা হোটেলে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ওই 'শহিদ'দের কথা সকলকে মাথায় রাখার আবেদন করেন। বৃহস্পতিবার রাতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এ কথা বলেন ভোটযুদ্ধের 'সেনাপতি' মুকুল রায়। তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গে লোকসভা নির্বাচনে তাদের দলের এই জয়কে বাংলার মানুষকে উৎসর্গ করছে বিজেপি। মনে রাখতে হবে ভোট করতে গিয়ে এ রাজ্যে আমাদের ৮০ জনেরও বেশি কার্যকর্তা-কর্মী-সমর্থক খুন হয়েছেন।" গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের মুখে সংবাদপত্রে প্রকাশিত দুই বিজেপি সমর্থকের ঝুলন্ত মরদেহর রোমহর্ষক ছবি-সহ দীপ্তাস্য যশ ফলপ্রকাশের পর ফেসবুকে লিখেছেন, "এদের বলিদান যেন আমরা না ভুলি। এদের পরিবারের লোকেরা কিন্তু আজও বিচারের অপেক্ষায় আছেন। এই জয় উৎসর্গ করা হোক বাংলার সব শহীদ বিজেপি কর্মীদের। পিন্টু সাহা লিখেছেন, "তৃণমূল একদিন এ ভাবে ঝুলবে।" শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "নাউ প্রেসিডেন্টস রুল ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল। প্রতুষ প্রামাণিক লিখেছেন, "আশা করি এবার দোষীরা শাস্তি পাবে।"সোমনাথ রায় লিখেছেন, "শহীদ বেদী বানাতে হবে পাড়ায় পাড়ায়। " সন্দীপ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন, "প্রথম ভাষণেই অমিত শাহ শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।"

## প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিলেন নরেন্দ্র মোদী

নয়াদিল্লি, ২৪ মে (হি.স.) : নিয়ম মেনে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিলেন নরেন্দ্র মোদী। শুক্রবার নিয়ম মেনে রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের কাছে ইস্তফা দেন মোদী। তাঁর ইস্তফাপত্র গ্রহণ করেছেন রাষ্ট্রপতি।

এবার লোকসভা নির্বাচনে দেশের ৫৪২টি আসনের মধ্যে ৩০৩টি আসন একাই দখল করে বিজেপি। ২৩ মে মহাবিজয়ের পর প্রত্যেকেরই নজর এখন প্রধানমন্ত্রী পদে নরেন্দ্র মোদীর মহাঅভিষেকের দিকে। ৩০ মে পুনরায় প্রধানমন্ত্রী পদে শপথ নিতে চলেছেন নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী। তবে আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণের আগে ইস্তফা দেওয়াই নিয়ম। সেই নিয়ম মেনেই এদিন রাষ্ট্রপতিভবনে যান নরেন্দ্র মোদী। নিজের ইস্তফাপত্র তুলে দেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের হাতে। তার আগে মন্ত্রিসভাও ভেঙে দেওয়া হয়েছে। এদিন শপথ গ্রহণের আগে পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীদের কাজকর্ম চালানোর অনুরোধ করেছেন রাষ্ট্রপতি।

জানা গিয়েছে, এদিন ইস্তফাপত্র তুলে দেওয়ার পর রামনাথ কোবিন্দ নরেন্দ্র মোদী ও মন্ত্রীসভার সকলকেই অনুরোধ করেছেন নতুন সরকার গঠন না হওয়া পর্যন্ত এই মন্ত্রীসভা অব্যাহত রাখতে। এদিন মোদী এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের জন্য একটি নৈশভোজের আয়োজন করেছেন রাষ্ট্রপতি বলে জানা গিয়েছে।

# যাদবপুরে বিজ্ঞানে ভর্তিতে থাকছে না প্রবেশিকা

কলকাতা, ২৪ মে (হি. স.) : স্নাতক স্তরের ভরতির ক্ষেত্রে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান বিভাগের কোনও বিষয়েই প্রবেশিকা পরীক্ষা চালু হবে না।

এ বছর থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষার দাবি উঠেছিল ওই প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞান বিভাগের কিছু বিষয়ে। কিন্তু চলতি বছর থেকে ওই পরীক্ষা হবে না। সূত্রের খবর, ভরতি কমিটির বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত হয়েছে। আগামী মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের কথা জানাবেন। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রের খবর, গণিত ও পদার্থবিদ্যার সঙ্গে রসায়ন বিভাগও ভরতি পরীক্ষা চালুর দাবি জানিয়েছিল। গণিতের এক শিক্ষক বলেন, কিছু ছাত্রছাত্রী প্রচুর নম্বর পেয়ে পাশ করলেও দেখা যায় তাঁদের এই বিষয়ের গভীরে যেতে অসুবিধা হচ্ছে। তাই প্রবেশিকার মাধ্যমে অন্তত বুঝে নেওয়া যায়, এই ধরনের বিজ্ঞান বিষয়ে পড়ার মতো সক্ষমতা ও বোধ আছে তাঁদের আছে কি না।

এবছর বিজ্ঞান বিভাগের কোনও বিষয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষা নেওয়া হবে না বলে ঠিক হলেও গণিতের বিভাগীয় প্রধান প্রবেশিকার সিদ্ধান্তের তাঁর সমর্থনের কথা বৈঠকে জানান। বিজ্ঞান বিভাগের এই সিদ্ধান্তের বিষয়টি আগামী মঙ্গলবার কর্মসমিতির বৈঠকে পেশ করা হবে। এর সঙ্গে কলা বিভাগের সব বিষয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষা চালু করার ব্যাপারেও আলোচনা হবে কর্মসমিতিতে। ঠিক হয়েছে, কলা বিভাগে প্রতিটি বিষয়ে এবার প্রবেশিকা পরীক্ষা নেওয়া হবে।

মেধা তালিকা তৈরির ক্ষেত্রে মানা হবে পঞ্চাশ-পঞ্চাশ সূত্র। অর্থাৎ পঞ্চাশ-শতাংশ প্রবেশিকা পরীক্ষা থেকে এবং বাকি পঞ্চাশ শতাংশ স্কুল স্তরে সর্বশেষ পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বর থেকে নেওয়া হবে। ভূতত্ত্ব ও ভূগোল বিভাগের পক্ষ থেকে জানানো হয়, প্রবেশিকা তারা চাইছে না। কারণ, এত দ্রুত ভরতির পরীক্ষা নিয়ে ওঠা সম্ভব নয়। ভূগোল বিভাগের পক্ষ থেকে জানানো হয়, প্রবেশিকা পরীক্ষা নেওয়ার মতো লোকবল বা পরিকাঠামো তাদের নেই। ভরতি পরীক্ষা নেওয়া হলে জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ডের মাধ্যমে নেওয়া হোক।

## হুগলিতে তৃণমুলের পার্টি অফিসে ভাঙচুর

হুগলী, ২৪ মে (হি. স. ) : ভোটের ফল ঘোষণা হওয়ার পরেও রাজনৈতিক হিংসা অব্যাহত। এবার তৃণমূল কার্যালয় ভাঙচুরের অভিযোগ উঠলো।ঘটনায় আক্রান্ত দুই তৃণমূল কর্মী। সিঙ্গুর থানা অন্তর্গত বরা বাজার এলাকায় তৃণমূল পার্টি অফিসে হামলা অভিযোগ উঠলো। শুক্রবার সকাল ১০ টা নাগাদ আচমকা হামলা চালানো হয়। গোটা ঘটনার অভিযোগের তীর বিজেপির বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় দুই তৃণমূল কর্মী গুরুতর আহত অবস্থায় শ্রীরামপুর ওয়ালশ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

এদিকে এ ঘটনার খবর পেয়ে তৃণমূল পার্টি অফিসে পুলিশ গেলে বরা বিট অফিসের আধিকারিক আক্রান্ত হয়। দুজন বিজেপি কর্মীর বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ করেছে এলাকায় তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যা।এলাকায় পুলিশি নজরদারির চলছে। ভোটের ফল ঘোষনায় হুগলী লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপি পার্থী লকেট চট্টোপাধ্যায় এখান থেকে জয়ী হয়। তারপর থেকেই বিজেপি কর্মী দের বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস দেখা গিয়েছে, রাত ভর হয়েছে বিজয়োল্লাস। তার পরেই এই ঘটনা।

## বিজয় উৎসব পালন, কর্মীদের মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হলে আন্দোলন হবে হুঁশিয়ারী সৌমিত্রর

দুর্গাপুর, ২৪ মে(হি.স.): বিষ্ণুপুরের মানুষ তৃণমূলের অত্যাচারের জবাব দিয়েছে। দলীয় কর্মীদের মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হলে রাস্তা অবরোধ হবে। বৃহত্তর আন্দোলন হবে। শুক্রবার দুর্গাপুরে একটি হোটেলে সস্ত্রীক সৌমিত্র খাঁ বিজয় উৎসব পালন করে তৃণমূলকে এমনই হুঁশিয়ারী দিলেন বিষ্ণুপুরের বিজেপি প্রার্থী সৌমিত্র খাঁ। কেক কেটে, মিষ্টিমুখ করিয়ে অনুগামীদের গান গেয়ে শোনালেন বিজেপির খাঁ দম্পতি।

প্রসঙ্গত, গত জানুয়ারি মাসে বিজেপিতে যোগ দেন একদা তৃণমূল সাংসদ সৌমিত্র খাঁ। আর তারপরই তিনি একাধিক মামলায় জড়িয়ে পড়েন। ওইসব মামলায় আদালত বাঁকুড়ায় নিজের জেলায় প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করে। আর তাতেই বিপাকে পড়ে সৌমিত্র খাঁ। সপ্তদশ লোকসভায় বিজেপি প্রার্থী করলেও প্রচারে যেতে পারন নি। স্বামীর হয়ে প্রচারের নামেন তার স্ত্রী সুজাতা খাঁ। এবারের নির্বাচনে আসনটি তৃণমূলের পাখির চোখ ছিল। তার জন্য তৃণমূল নেত্রী একাধিক সভা করেছেন। কিন্তু তবুও আসন ধরে রাখতে পারেনি তৃণমূল। নিজের এলাকায় প্রচারে না গিয়ে প্রায় ৭৬ হাজার ভোটে জয়ী হয় সৌমিত্র খাঁ।

শুক্রবার দুর্গাপুরে এক বেসরকারী হোটেলেই চার দেওয়ালের গন্ডীতে দলীয়কর্মীদের নিয়ে বিজয় উৎসব পালন করেন সস্ত্রীক সৌমিত্র খাঁ। তাঁর স্ত্রী সুজাতাদেবী কেকে কাটেন। দলীয়কর্মীদের মিষ্টিমুখ করান। আনন্দে সামিল হয় কর্মীরা। সৌমিত্র খাঁ জানান, ' বহিরাগত নিয়ে তৃণমূল ভোট লুটের চেষ্টা করেছে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, শত চেষ্টা করেও হরিদাস ভাইপো আমাকে আমাকে আটকাতে পারেনি। কারন মানুষ আমার সঙ্গে ছিল। ভোটে পরাজয়ে আবারও বিজেপি কর্মীদের মিথ্যা মামলা দেবে তৃণমূল। তবে এবার মানুষ আর হাতগুটিয়ে থাকবে না। রাস্তায় নেমে অবরোধ করবে আন্দোলন করবে।' কেক কাটার পর সস্ত্রীক গান শোনান,' হৃদ মাঝারে রাখব ছেড়ে দেব না।'

## বিন্নাগুড়িতে চিতাবাঘের আক্রমণে জখম চা শ্রমিক

বিন্নাগুড়ি, ২৪মে (হি. স.) : ফের চিতাবাঘের আক্রমণে জখম হল এক চা শ্রমিক। ঘটনাটি ঘটেছে বিন্নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের হলদিবাড়ি চা বাগানে।

জানা গিয়েছে, শুক্রবার সকালে চা বাগানের ১১ নম্বর সেকশনে চা পাতা তোলার সময় স্থানীয় নিকিতা ওরাওঁয়ের (২২) ওপর একটি চিতাবাঘ ঝাপিয়ে পড়ে। তাঁর চিৎকারে অন্যান্য শ্রমিকরা ছুটে এলে চিতাবাঘটি পালিয়ে যায়। জখম শ্রমিককে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া

ছয়ের পাতায়

## ঝাড়গ্রামে তৃণমূল কর্মীদের উপর হামলার অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে

ঝাড়গ্রাম, ২৪ মে ( হি. স.) : ভোট গননা শেষ হতে না হতেই তৃণমূল কর্মীদের উপর হামলার অভিযোগ উঠল বিজেপির বিরুদ্ধে। জেলা জুড়ে তৃণমুলের কর্মী সমর্থকেরা আক্রান্ত হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেছেন তৃণমূল নেতা কর্মীরা। যদিও তৃণমূলের এই অভিযোগ পুরোপুরি ভাবে অস্বীকার করেছেন বিজেপি।

তৃণমূলের অভিযোগ বৃহস্পতিবার বিজেপি প্রার্থী কুনার হেম্ব্রম জয়ী হচ্ছে এই খবর পাওয়ার পর ওই দিন বিকেল থেকে তৃণমূলের নেতা কর্মীদের বাড়ির দরজার সামনে বোম ফাটানো, দোকান লুঠপাট এমনকি তৃণমূলের পার্টি অফিস ভাঙ্গচুরের অভিযোগ উঠে বিজেপির বিরুদ্ধে। তৃণমূল সুত্রে জানা গিয়েছে বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ঝাড়গ্রাম জেলার খাটখুরা গ্রামে দুই তৃণমুল সমর্থক গজেন হাটু ও সুখেন্দু জানার দোকানে ভাঙ্গচুর চালিয়ে দোকানে থাকা সমস্ত জিনিসপত্র লুঠ করে নিয়ে পালিয়ে যায় বিজেপি আশ্রিত দুস্কৃতীরা। অন্যদিকে ঝাড়গ্রাম শহরে তৃণমূলের একটি হামলা চালায় বিজেপির লোকজনেরা এবং তৃণমূলের এক ছাত্র পরিষদের নেতাকে মারধর করে বলেও অভিযোগ। শুক্রবার দুপুরে সাঁকরাইল ব্লকের ধনঘোরী এক নম্বর অঞ্চলের তৃণমূলের সভাপতি প্রদীপ মাহাতর বাড়ি ঘেরাও করে তার বাইকে আগুন লাগিয়ে দেয় বলে অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে। এছাড়াও জেলার বিভিন্ন ব্লকে তৃণমূল নেতা কর্মীদেরকে উদ্দেশ্য করে নানা কটুক্তি করে বলেও অভিযোগ। তৃণমূলের অভিযোগ এতদিন ধরে জঙ্গলমহল শান্ত ছিল। ভোটে বিজেপি জয়ী হতে না হতেই ভোট গননা পরবর্তী হিংসা শুরু হয়ে গিয়েছে। যার যথেষ্ট আতঙ্কের মধ্যে রয়েছে তৃণমলের কর্মী সমর্থকেরা। তাদের দাবি প্রশাসন আইন শৃঙ্খলার বিষয়টি যাতে দেখেন। এই ভাবে চলতে থাকলে আবার জঙ্গলমহল কাঁদবে। উল্লেখ্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার সাধের জঙ্গলমহল ও পাহাড়কে সব চেয়ে বেশি ভালো বাসতেন বলে বিভিন্ন জনসভায় তার বক্তিতায় বলেছেন। তবে সেই জঙ্গলমহলের মানুষজনেরাই তৃণমূলের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। জোড়া ফুলের পরিবর্তে সবচেয়ে বেশি পদ্ম ফুটেছে পাহাড় জঙ্গলে। এবিষয়ে তৃণমূলের ঝাড়গ্রাম জেলা কোর কমিটির চেয়ারম্যান তথা ঝাড়গ্রামের বিধায়ক সুকুমার হাঁসদা বলেন 'শান্ত জঙ্গলমহলকে অশান্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছে। যেখানে যেখানে আমাদের কর্মীরা আক্রান্ত হচ্ছে আমরা পুলিশ প্রশাসনকে বলেছি। প্রশাসন কি ব্যাবস্থা নিচ্ছে আমরা দেখছি তারপর বিষয়টি নিয়ে ভাবা যাবে।' অন্যদিকে বিজেপির জেলা সভাপতি সুখময় শতপথী বলেন, 'যারা হামলা চালাচ্ছে তারা আমাদের দলের কেউ না। এখন অনেক নতুন ছেলে আমাদের দলে আসছে যাদেরকে আমরা চিনি না। আমার দলের কোনও কর্মীরা এই ধরণের কাজ করতে পারে না। আমি তাদেরকে আগেই বলে দিয়েছি আনন্দ উল্লাস কর কিন্তু কোনও ভাবে গন্ডগোল করবে না।'

# বাঁকুড়ার শালতোড়ায় বিজয় উৎসব কে কেন্দ্র করে ঝামেলা বিজেপি কর্মীকে লক্ষ করে গুলি চালানোর অভিযোগ

বাঁকুড়া, ২৪ মে (হি. স) : বিজয় উৎসবে বাজি পটকা ফাটানোকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে শালতোড়া ।বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পর বিজেপি প্রার্থীর জয়ের সংবাদ পেয়ে বিজয় উৎসবে মেতে ওঠেন বিজেপির কর্মীরা ।আবির মেখে বাজি পটকা ফাটীতে থাকেন তারা ।তা নিয়ে দু পক্ষের মধ্যে ঝামেলা বাধে ।যদিও তা বেশিদূর গড়ায় নি, কিন্তু শুক্রবার সকালে এক বিজেপি কর্মী গুলিবিদ্ধ হলে ফের এলাকা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। গুলিবিদ্ধ ওই বিজেপি কর্মীর নাম বিদ্যুৎ কুমার দাস। তিনি এখন হাসপাতালে ভর্তি। গুলি চালানোর ঘটনায় শালতোড়া ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি কালিপদ রায় এর দিকেঅভিযোগের তীর। এই অভিযোগ অস্বীকার করে কালিপদ রায় দাবি করেছেন, বিজেপির প্রায় শতাধিক কর্মী তার বাড়িতে আক্রমণ চালায়। তিনি এখন কার্যত গৃহবন্দি হয়ে পড়েছেন ।এদিকে কালিপদ রায়ের গ্রেফতারের দাবিতে থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন ।বিজেপির কর্মীরা ।ঘটনার সূত্রপাত বৃহস্পতিবার রাতে ।ভোট গণনার ফল প্রকাশ হতেই বিজেপি নেতা কর্মীরা জেলা জুড়ে বিজয় উল্লাসে মেতে ওঠেন।। পোড় খাওয়া হেভিওয়েট রাজনীতিবিদ সুব্রত মুখোপাধ্যায়কে পরাজিত করে বিজেপির প্রার্থী ডা: সুভাষ সরকার বিপুল ভোটে জয়লাভ করায় বিজেপি কর্মীরা রাতেই আবির মেখে শালতোড়া বাজারে পটকা ফাটাতে থাকেন। উপস্থিত ছিলেন বহু মহিলা বিজেপি কর্মী। সেই সময় তৃণমূল ব্লক সভাপতি কালিপদ রায় গণনা কেন্দ্র থেকে গাড়ি করে বাড়ি ফিরছিলেন। বাড়ি ঢোকার মুখে বিজেপির উল্লাসে ও বাজি ফাটানো দেখে কালিপদ বাবু অস্থির হয়ে ওঠেন। অভিযোগ তিনি বিজেপি মহিলা কর্মীদের উদ্দেশ্য করে খিস্তি খেউড় করেন যা সহ্য করতে না পেরে বিজেপি কর্মীরা উত্তেজিত হয়ে উঠে। এই ঘটনার জেরে শুক্রবার সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ বিজেপির কিছু লোকজন কালিপদ রায়ের বাড়ির সামনে গিয়ে জয় শ্রীরাম ধ্বনি দিতে থাকেন। সেই সময় আচমকা একটি গুলি ছুটে আসে কালিপদ বাবুর বাড়ির দিক থেকে বলে দাবি বিজেপির সভাপতি সিদ্ধেশ্বর চক্রবর্তীর। তিনি বলেন, আমাদের দলের সক্রিয় কর্মী বিদ্যুৎ কুমার দাসকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়। গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে তার কান ছুঁয়ে বেরিয়ে যায়। কানের তলায় হালকা ভাবে গুলি লাগায় রক্তক্ষরণ শুরু হয়। বিদ্যুৎ দাসকে সঙ্গে সঙ্গে শালতোড়া ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে আসা হলে তাকে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। এরপর বিজেপি সমর্থকরা উত্তেজিত হয়ে কালিপদ রায়ের বাড়িতে আক্রমণ চালায় বলে দাবি তৃণমূলের। তার বাড়িতে ভাঙচুর চালানো হয়। থানা ঘেরাও করে কালিপদ রায়কে গ্রেফতার করার দাবি জানাতে থাকে বিজেপি।

সিদ্ধেশ্বর বাবু বলেন, কোনও ঘটনা ঘটত না ওই দিন। আমাদের কয়েকজন ছেলে কালিপদ রায়ের বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সেই সময় কালিপদ রায় ফের উত্তেজনা মূলক কথাবার্তা বললে আমাদের ছেলেরা দু চার কথা বলতেই ওর বাড়িতে থাকা দুস্কৃতিরা বেরিয়ে এসে মারমুখী হয়ে ওঠে এবং গুলি চালায়। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে কালিপদ রায় বলেন, গুলি চালানোর কোনো ঘটনা ঘটেনি। বিজেপি জয়ী হতেই আমার উপর আক্রমণ শুরু করেছে বিজেপির দুস্কৃতিরা। আমি পুলিশকে ঘটনার কথা জানিয়েছি। শালতোড়া থানার পুলিশ জানিয়েছে, পরিস্থিতি এখন শান্ত। শালতোড়া বাজারে এবং কালিপদ রায়ের বাড়ির সামনে পুলিশ পিকেট বসানো হয়েছে। বিজেপির অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে।,

# দিনভর দৌড়েও জামিনের আবেদন দাখিলই করতে পারলেন না রাজীব কুমার

কলকাতা, ২৪ মে (হি.স): জামিন পেতে শুক্রবার সারা দিন এক আদালত থেকে আরেক আদালতে দৌড়ে বেরিয়েও আবেদন দাখিলই করতে পারলেন না কলকাতার প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার রাজীব কুমার। আজ রাত ১২টায় শেষ হচ্ছে সুপ্রিম কোর্ট থেকে পাওয়া গ্রেফতারির ওপর রক্ষাকবচ। আইনি সুরক্ষা বাড়ানো নিয়ে শুক্রবার আবার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন কলকাতার প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার। শুক্রবার সকালেই বিচারপতি অরুণ মিশ্রের নেতৃত্বাধীন বিচারপতি বি আর গায়াই এবং বিচারপতি সূর্যকান্তর অবকাশ কালীন ডিভিশন বেঞ্চ রাজীব কুমারের আবেদন খারিজ করে দেয়। রাজীব কুমার তাঁর আবেদনে দাবি করেছিলেন, সিবিআই যে অভিযোগ করছে, সেই অভিযোগ সর্বৈব মিথ্যা। তাঁর আগাম জামিনের আবেদন শুনতে অস্বীকার করে সুপ্রিম কোর্ট। নির্দেশ দেয় হাইকোর্টের দ্বারস্থ হতে। সেই থেকে শুরু হয় বিপত্তি। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে এদিন সাত তাড়াতাড়ি প্রথমে হাইকোর্টে হাইকোর্টে আগাম জামিনের আবেদন করার চেষ্টা করেন রাজীব কুমার। কিন্তু আদালতে আইনজীবীদের কর্মবিরতি চলায় শেষ পর্যন্ত আবেদন করে উঠতে পারেননি তিনি।

এরপর বারাসত আদালতের দ্বারস্থ হন তিনি। সেখানে কয়েকটি এজলাসে আইনজীবীদের কর্মবিরতি উঠেছে। তারই একটিতে জামিনের আবেদন করেন রাজীব কুমার। কিন্তু সূত্রের খবর, সেই আবেদনও গৃহীত হয়নি। জানা গেছে, আইনজীবীর মাধ্যমে আবেদন না করে আদালতের এক কারণিককে দিয়ে আবেদন করেন তিনি। খবর পেয়ে ভরা এজলাসে এর প্রতিবাদ করেন এক আইনজীবী। তাঁর বক্তব্য ছিল, রাজীবকুমার নিজে আবেদন না করে কেন করণিককে দিয়ে আবদন করলেন। আজ সকালেই সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতি অরুন মিশ্র বলে ছিলেন, পশ্চিমবঙ্গে কী চলছে আমি জানি। আইনজীবীরা কর্মবিরতি পালন করছেন তো কী হয়েছে, রাজীব কুমার নিজে (ইন পার্সন) কেন আদালতে গিয়ে সওয়াল করছেন না ? এই কথাও উল্লেখ করেন ওই আইনজীবী। যার ফলে ওই মামলা আর শুনতে চাননি বারাসত আদালতের বিচারক। ফলে এখনো ঝুলে রইল রাজীবের জামিন। আজকের পর আগাম জামিনের আবেদন করার সুযোগও হয়তো আইনত তাঁর থাকবে না। রাজীব কুমারে ঘনিষ্ঠদের আশঙ্কা, এই সময়ের জন্যই অপেক্ষা করছে সিবিআই। যে কোনও সময় রাজীবকে গ্রেফতারের সিদ্ধান্ত নিতে পারে তাঁরা।

## ভোটের ফলাফলের পর রাতারাতি বোলপুরের একই গ্রামের একাধিক জলের কল খারাপ

বোলপুর ২৪ মে (হি. স.) : গতকাল রাতেই গ্রামের বাসিন্দারা যেসকল কল থেকে পানীয় জল নিয়ে গিয়েছিলেন, সকালে ঘুম থেকে উঠে সেই সব কলে জল আনতে গিয়েই দেখছেন খারাপ! একটা দুটো নয়, একাধিক পানীয় জলের কল খারাপ। তাও একই পঞ্চায়েতের একই গ্রামের! রহস্যের দানা বেঁধেছে এখানেই। ঘটনা বোলপুর লোকসভার কংকালীতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের মহুলারা গ্রামের। এই গ্রামেই রাতারাতি প্রায় ১০ টি টিউবওয়েল খারাপ করে দেওয়া হয়েছে। ফলে চরম জন সংকটে পুরো গ্রাম। জলের অভাবে ক্ষোভে ফুঁসছেন গ্রামবাসীরা। গ্রামের অনেকেই নির্ভয়ে অভিযোগ জানাচ্ছেন তৃণমূলের দিকে, অনেকেই আবার ভয়ে মুখ খুলতে চাইছেন না। তবে আকারে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। গ্রামের এক গৃহবধূ জানান, 'আমরা বিজেপি করি, আর আমাদের পঞ্চায়েত এবারের ভোটে বিজেপিকে লিড দিয়েছে বলে তৃণমূল এই কাজ করেছে। ভোটের দিনেও ভোট দিতে যেন না যায় সেজন্য ভয়ও দেখিয়েছিল।' গ্রামের আরও একজন গৃহবধূ বললেন, 'কি আর বলবো, সবই তো বুঝতে পারছেন। নতুন করে আর বলার কিছু নেই। এপাড়া ও ওই পাড়া, সব পাড়ার কল খারাপ, তাও আবার রাতারাতি।' আরও একজন তো বলেই দিলেন, 'বলতে পারতাম সবই, কিন্তু ভয়ে বলবো না।' মোটের উপর স্থানীয়দের যা অভিযোগ, এলাকায় বিজেপির লিড, তাই গ্রামে জলের একাধিক পানীয় জলের কল খারাপ করে দেওয়ার অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। লোকসভা ভোটের ফল ঘোষণার পর দেখা যায় তৃণমুল পরিচালিত কংকালীতলা গ্রাম পঞ্চায়েতে লিড পেয়েছে বিজেপি।

## জরুরী পরিষেবা

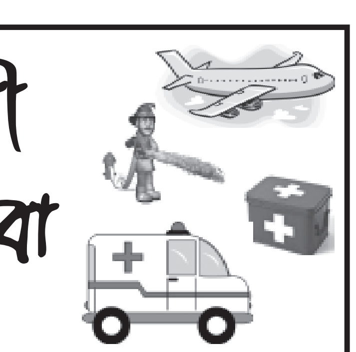

**হাসপাতাল : জিবি** : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম** : ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি** : ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক** : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা** : ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব** : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল** : ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয়** : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা** : ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব** : ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব** : ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব** : ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ** : ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া)** : ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি** : ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি** : ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ** : ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয়** : ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন**: ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন** : ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি** : ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম**: ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস** : ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব** : ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা** : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি** : ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব** : ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ** : ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব** : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট** : ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন** : ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স** : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন** : ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি** : ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী)** : ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব** : ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন** : ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন** : ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট** : ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন** : ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার** : ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা** : ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা** : ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা** : ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা** : ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল** : ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর** : ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী** : ২৩২-০৭৩০, **জিবি** : ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী** : ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম** : ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া** : ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর** : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো** : ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট** : ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন** : ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং** : ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন** : ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

## রাজীব কুমারকে খালি হাতে ফেরাল সুপ্রিম কোর্ট, আবেদনই গ্রহণ করল না শীর্ষ আদালত

নয়াদিল্লি, ২৪ মে (হি.স.): সুপ্রিম কোর্টে জোর ধাক্কা খেলেন কলকাতার প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার রাজীব কুমারঊ গ্রেফতারি থেকে বাঁচতে সর্বোচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন রাজীব কুমারঊ কিন্তু, তাঁর আবেদন গ্রহণই করল না শীর্ষ আদালতঊ রাজীব কুমারকে কলকাতা হাইকোর্ট অথবা রাজ্যের কোনও নিম্ন আদালতে আবেদন করতে বলেছে সুপ্রিম কোর্টঊ সর্বোচ্চ আদালত রাজীব কুমারকে জানিয়েছে, 'আপনি (রাজীব কুমার) কলকাতা হাইকোর্ট অথবা নিম্ন আদালতের দ্বারস্থ হতে পারেনঊ' শুক্রবারই শেষ হয়েছে শীর্ষ আদালতের দেওয়া রক্ষাকবচের সময়সীমাঊ এই আইপিএস অফিসার সিবিআই-এর হাতে গ্রেফতারি এড়াতে নতুন করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হনঊ কিন্তু, সুপ্রিম কোর্টের অবকাশকালীন বেঞ্চের দায়িত্বে থাকা বিচারপতি অরুণ মিশ্র ও তাঁর দুই সহযোগী বিচারপতি বেঞ্চ জানিয়েছে, 'আপনি (রাজীব কুমার) কলকাতা হাইকোর্ট অথবা নিম্ন আদালতের দ্বারস্থ হতে পারেনঊ' উল্লেখ্য, এর আগে গত ১৭ মে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছিল যে, ২৪ মে পর্যন্ত রাজীব কুমারের রক্ষাকবচ থাকবেঊ ২৪ মে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা কলকাতার প্রাক্তন পুলিশ কমিশনারকে গ্রেফতার করতে পারবে ন।

## সন্ত্রাসবাদী সংগঠন জামাত-উল-মুজাহিদিন বাংলাদেশকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করল ভারত

নয়াদিল্লি, ২৪ মে (হি.স.) : সন্ত্রাসবাদী সংগঠন জামাত-উল-মুজাহিদিন বাংলাদেশকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করল ভারত। বাংলাদেশের কট্টর ইসলামিক সংগঠন জামাত-উল-মুজাহিদিন জামাত-উল-মুজাহিদিন ইন্ডিয়া বা জামাত-উল-মুজাহিদিন হিন্দুস্তান নামেও কাজ করে। ফলে, একইসঙ্গে জামাতের এই দুটি সংগঠনেও নিষেধাজ্ঞা আরোপ হয়েছে। শুক্রবার বাংলাদেশের কট্টর এই ইসলামিক সংগঠনটিকে ইউএপিএ-এর প্রথম সূচি অনুসারে দলটিকে নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেছে ভারত সরকার।
শুক্রবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে এক বিবৃতি দিয়ে জামাত-উল-মুজাহিদিন বাংলাদেশকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় ঊ নিষেধাজ্ঞার কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়, সংগঠনটি সন্ত্রাসবাদী কাজকর্মে লিপ্ত রয়েছে। দেশে মৌলবাদও ছাড়াচ্ছে। ভারতীয় যুবকদের সন্ত্রাসবাদী কাজকর্মেও তারা লিপ্ত করছে।

## প্রাক বিশ্বকাপ প্রস্তুতি ম্যাচে চোট পেলেন শ্রীলঙ্কার অভিষ্কা ফার্নান্ডো

কার্ডিফ, ২৪ মে (হি.স.) : বিশ্বকাপ শুরুর আগেই শ্রীলঙ্কা শিবিরে ধাক্কা। কার্ডিফে শুক্রবার দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচে ফিল্ডিংয়ের সময় গোড়ালিতে গুরুতর চোট পেয়ে স্ট্রেচারে করে মাঠ ছাড়লেন শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটার অভিষ্কা ফার্নান্ডো। ম্যাচের ১৮তম ওভারে প্রোটিয়া কাপ্তান ফাফ ডুপ্লেসি'র শট আটকাতে গিয়ে প্র্যাকটিস পিচে বিপজ্জনকভাবে পা পিছলে পড়ে যান লঙ্কান দলের তরুণ ডান হাতি ব্যাটসম্যান। গোড়ালিতে গুরুতর চোট পাওয়ায় ফার্নান্ডোকে স্ট্রেচার করে মাঠ ছাড়তে হয়। এক্স রে রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পরই অভিষ্কার চোট সম্পর্কে বিবৃতি দেওয়ার কথা জানিয়েছে শ্রীলঙ্কা টিম ম্যানেজমেন্ট। বিশ্বকাপের আগে ৬টি একদিনের ম্যাচে দেশের জার্সি গায়ে চাপিয়েছেন ২১ বছরের তরুণ এই ক্রিকেটার। ব্যাট হাতে একটি অর্ধশতরান সহ অভিষ্কার মোট সংগ্রহ ১৪৫রান। শ্রীলঙ্কার বিশ্বকাপ দলে অন্যতম চমক ছিলেন এই ক্রিকেটার।
অন্যদিকে প্রস্তুতি ম্যাচে এদিন টস জিতে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ব্যাটিংয়ে আমন্ত্রণ জানায় শ্রীলঙ্কা। ওপেনার হাসিম আমলার ৬৫ রান ও অধিনায়ক ডুপ্লেসির দুরন্ত ৮৮ রানের সুবাদে ২৫ ওভারেই ১৭৬ রান তুলে ফেলেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। ৩ উইকেট হারানোর পর মিলারের সঙ্গে পার্টনারশিট তৈরিতে চেষ্টা চালাচ্ছেন ভ্যান ডার ডাসেন। বিশ্বকাপের অন্য প্রস্তুতি ম্যাচে টস জিতে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ব্যাটিং নিয়েছে পাকিস্তান।

## যাদবপুরে তৃণমূলের জয়ের পর বিজেপি কর্মীদের উপর হামলার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

নরেন্দ্রপুর, ২৪ মে (হি. স.) : বৃহস্পতিবার রাতে যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের নির্বাচনী ফল ঘোষণার পর থেকেই দক্ষিণ ২৪ পরগণার নরেন্দ্রপুর থানা এলাকার কামরাবাদ জগদীশপুরে বিজেপি কর্মীদের উপর হামলা ও এলাকায় বোমাবাজির অভিযোগ উঠলো তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। বোমাবাজির পাশাপাশি এলাকায় বিজেপি কর্মীদের ফ্ল্যাগ, ফেস্টুন পুড়িয়ে দেওয়ার ও অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। বাঁধা দিতে গেলে শ্রীকান্ত নস্কর নামে এক বিজেপি কর্মীকে বেধড়ক মারধোর করা হয় বলে অভিযোগ উঠেছে। ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপানো হয় তাকে। এ বিষয়ে ইতিমধ্যেই নরেন্দ্রপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন আক্রান্ত বিজেপি কর্মীরা। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। যদিও তৃণমূলের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন তৃণমূলের স্থানীয় জেলা পরিষদ সদস্য রঞ্জন বৈদ্য।
বৃহস্পতিবার দুপুরের পরিষ্কার হয়ে যায় বিজেপি প্রার্থী অনুপম হাজরাকে হারিয়ে যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রে জয়ী হতে চলেছেন তৃণমূল প্রার্থী মিমি চক্রবর্তী। এই ঘটনায় বিভিন্ন দিকে যেমন জয়োল্লাসে মেতে ওঠেন তৃণমূল কর্মীরা, তেমনি মিমির জয়ের পর বিভিন্ন জায়গায় বিজেপি কর্মীদের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ ওঠে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার রাত দুটো নাগাদ নরেন্দ্রপুর থানার অন্তর্গত কামারাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের জগদীশ পুর এলাকায় একদল তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের বিরুদ্ধে বিজেপি কর্মীদের বাড়ির সামনে গিয়ে বোমাবাজি করা ও এলাকা থেকে বিজেপি কর্মীদের ফ্ল্যাগ, ফেস্টুন খুলে তাতে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠলো। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। বোমার আওয়াজ পেয়ে ঘরের বাইরে বিজেপি কর্মীরা বেরিয়ে এলে তাদেরকে উদ্দেশ্য করে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করার অভিযোগ ওঠে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। সেই ঘটনার প্রতিবাদ করলে শ্রীমন্ত নস্কর নামে এক বিজেপি কর্মীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা হয় বলে অভিযোগ। এলাকায় বিজেপি দল করলে আরও ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে হুমকি দেয় ঐ তৃণমূল কর্মীরা। যদিও এই ঘটনার কথা অস্বীকার করেন স্থানীয় তৃণমূল নেতা রঞ্জন বৈদ্য। তিনি বলেন, "শান্ত এলাকাকে অশান্ত করার চেষ্টা করছে বিজেপি। কিছু দুষ্কৃতী বর্তমানে বিজেপি দলে ঢুকে এলাকায় অশান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করছে"। এ বিষয়ে ইতিমধ্যেই আক্রান্তরা অভিযোগ দায়ের করেছেন নরেন্দ্রপুর থানায়। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। তবে এই বিষয়ে কাউকে আটক বা গ্রেফতার করতে পারেনি নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ।

## আইআইইএসটি-তে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্মরণ

কলকাতা, ২৪ মে (হি. স.) : উনিশ শতকের মনীষীদের চিন্তাভাবনা এই প্রজন্মের পড়ুয়াদের কাছে জানানোর প্রয়োজনীয়তার কথা বললেন ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ায়িং, সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির (আইআইইএসটি) অভিকর্তা পার্থসারথী চক্রবর্তী। শুক্রবার রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ২০৭-তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে এক অনুষ্ঠানে তিনি এই কথা বলেন। শিবপুরের অধুনা আইআইইএসটি-র যাত্রা শুরু হয়েছিল বিশপস কলেজের হাত ধরে। সেই আদি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রথমে ছাত্র, পরে শিক্ষক হিসাবে দীর্ঘকাল ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের। মৃত্যুর পর ওখানকার সমাধিস্থলেই তাঁকে চিরনিদ্রায় শায়িত রাখা হয়। সেখানেই অধিকর্তা, প্রতিষ্ঠানের ডিন দেবব্রত মজুমদার, নিবন্ধক বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রদ্ধা জানান। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন প্রতিষ্ঠানের সহ নিবন্ধক ডঃ বিভোর দাস।

## সুরাতে বাণিজ্যিক কমপ্লেক্সে ভয়াবহ আগুন, মৃত ১৫

সুরাত, ২৪ মে (হি. স.) : গুজরাতের সুরাতের একটি বাণিজ্যিক কমপ্লেক্সে ভয়াবহ আগুন। আবাসনের তিনতলায় শুক্রবার দুপুরে আচমকাই আগুন লাগে। কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় গোটা এলাকা। প্রাণ বাঁচাতে আবাসনের ৫ তলা থেকে ঝাঁপ দেয় পড়ুয়ারা। এখনও পর্যন্ত বিধ্বংসী আগুনে মৃত্যু হয়েছে কমপক্ষে ১৫ জনের। আহত হয়েছেন বহু মানুষ। ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে দমকলের ১৮টি ইঞ্জিন।
জানা গিয়েছে, ওই তিনতলায় একটি হলের মধ্যে কোনও পার্টি চলছিল। সেই সময়েই আগুন লাগে। প্রাণ বাঁচাতে ৫ তলা থেকে ঝাঁপ দিতে দেখা যায় বেশ কয়েকজনকে। পুলিশ এবং দমকলের তরফে জানানো হয়েছে মৃতেদের মধ্যে অধিকাংশই পড়ুয়া। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছে পুলিশ।। সুরাতের সরথানা এলাকায় ঘটেছে এই দুর্ঘটনা। সেখানকার তক্ষশিলা বিল্ডিংয়ের তিনতলায় আগুন লেগেছে বলে খবর। আহতদের ভর্তি করা হয়েচেহ স্থানীয় হাসপাতালে। আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালাচ্ছে দমকলবাহিনী। কি কারনে আগুন লাগল খতিয়ে দেখছে দমকলের আধিকারিকরা। সূত্রের খবর, তক্ষশিলা কমপ্লেক্সের তিনতলায় একটি কোচিং সেন্টারও ছিল। আগুন লাগার সময় সেখানে হাজির ছিল প্রায় ৪০ জন পড়ুয়া। তাদের অনেকেই এখনও ভিতরে আটকে রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।।

## দেশজুড়ে ভরাডুবিতে পদত্যাগের হিরিক কংগ্রেসে, ওডিশা ও কর্নাটকের প্রধানদের পদত্যাগ

নয়াদিল্লি, ২৪ মে (হি.স.) : ২০১৪-র পর ১৯-র লোকসভা নির্বাচনেও বড়সড় পরাজয় কংগ্রেসের। সারা দেশে মাত্র ৫২টি আসন পেয়েছে কংগ্রেস। রাহুলের কেন্দ্র আমেঠিতেও শোচনীয় পরাজয়। প্রিয়াঙ্কাকে দায়িত্বে আনার পরও উত্তরপ্রদেশে মাত্র একটি আসন। কংগ্রেস শিবিরে চরম হতাশা। রাহুলের পদত্যাগ করা উচিৎ বলে প্রশ্ন তুলেছে রাজনৈতিক মহল। তিনি পদত্যাগ করবেন কিনা তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে ইতিমধ্যেই তাঁর টেবিলে জমা পড়েছে তিনটি পদত্যাগপত্র।
ইতিমধ্যেই হার স্বীকার করে কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধীর কাছে ইস্তফাপত্র পাঠিয়েছেন উত্তরপ্রদেশের প্রদেশ সভাপতি রাজ বব্বর। খোদ রাহুল গান্ধী-ও ইস্তফা দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।
ওডিশা এবং কর্নাটকে কার্যত ধুয়ে গিয়েছে কংগ্রেস। এখনও কর্নাটকে সরকার চালাচ্ছে কংগ্রেস-জেডিএস জোট। এর পরও ভরাডুবি হওয়ায় কর্নাটকের কংগ্রেসের প্রচার-প্রবন্ধক এইচ কে পাতিল ইস্তফা দিয়েছেন। ওডিশায় ২১টি আসনে মাত্র একটি দখল করতে পারে কংগ্রেস। নবীন পট্টনায়েকের বিজেডির দাপটে কংগ্রেস এবং বিজেপি ওডিশায় কোণঠাসা। সে রাজ্যের প্রদেশ সভাপতি নীরাঞ্জন পট্টনায়েকও ইস্তফা দিয়েছেন।
তবে রহুল কংগ্রেস সভাপতি থাকছেন কিনা, উত্তর মেলেনি সেই প্রশ্নের। আগামীকাল শনিবার বসবে ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক। গান্ধী পরিবারের দুর্গ বলে পরিচিত অমেঠিতে প্রায় ৫০ হাজার ভোটের ব্যবধানে স্মৃতি ইরানির কাছে হেরে যান রাহুল। যা ঐতিহাসিক এবং নজিরবিহীন বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। অন্য একটি কেন্দ্র কেরলের ওয়ানাড থেকে যদিও বিপুল ভোটে জয় পান রাহুল।
উল্লেখ্য, নির্বাচনী প্রচারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে বলেছিলেন, অমেঠি থেকে লড়ে দেখাক রাহুল। উত্তর প্রদেশে সোনিয়ার রায়বেরেলি ছাড়া আর কোনও আসন দখলে রাখতে পারেনি কংগ্রেস।

## মরশুমের শুরুতেই ত্রিপুরা থেকে আনারস রফতানি শুরু

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মে।।** মরশুমের শুরুতেই ত্রিপুরা থেকে আনারস রফতানি আরম্ভ হয়েছে। রাজ্য সরকারের কৃষি দফতরের অধীনস্থ উদ্যান বিভাগের উদ্যোগে ইতিমধ্যে ২৪ মেট্রিকটন আনারস রফতানি হয়েছে। এর মধ্যে ২০ মেট্রিকটন রাজধানী দিল্লি এবং ৪ মেট্রিকটন আনারস বাংলাদেশে প্রথম দফায় রফতানি করা হয়েছে। সিপাহিজলা জেলার সোনামুড়া এলাকার শ্রীমন্তপুর সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে রফতানি করা হয়েছে আনারস।
আনারসগুলি ঊনকোটি জেলার নালকাটা এলাকার বিভিন্ন চাষির বাগান থেকে সংগ্রহ করে রফতানি করা হয়েছে বলে জানান ত্রিপুরা সরকারের কৃষি দফতরের উদ্যান বিভাগের সহকারী অধিকর্তা ড় দীপক বৈদ্য। মূলত কিউই প্রজাতির আনারস রফতানি করা হয়েছে। তিনি জানান, চাষিদের কাছ থেকে প্রতিটি আনারস সাড়ে দশ টাকা করে কেনা হয়েছে। একসঙ্গে এত আনারস বিক্রি হওয়ায় এবং তাও আবার বাগান থেকে দফতর সরাসরি কিনে নেওয়ায় চাষিরা খুশি।
তিনি আরও জানান, আগামী ১৫ দিনের মধ্যে আরও ১০০ মেট্রিক টন আনারস দেশে ও বিদেশে রফতানি করা হবে। এছাড়া কলকাতা ও অসমের গুয়াহাটি শহর থেকেও ব্যবসায়ীরা আনারসের কেনার অর্ডার দিচ্ছেন বলে জানান কৃষি আধিকর্তা। জানান, বেসরকারি উদ্যোগেও বহিঃরাজ্যে আনারস রফতানি হচ্ছে।
সব মিলিয়ে এবার রাজ্য থেকে বিপুল পরিমাণের আনারস রফতানি হবে এবং চাষিরা আর্থিকভাবে অনেক লাভবান হবেন বলে ড় দীপক বৈদ্যের আশা। বলেন, ত্রিপুরার মাটি আনারস চাষের জন্য খুব উৎকৃষ্ট। তাই প্রচুর পরিমাণে আনারস চাষ হত। কিন্তু এক সময় সরকারের উদাসীনতায় চাষিরা আনারসের সঠিক মূল্য না পেয়ে আগ্রহ হারান। এমন-কি অনেকে আনারসের বাগান নষ্ট করে অন্যান্য চাষাবাদ শুরু করেন। গতবছর ত্রিপুরায় নতুন সরকার আসার পর আনারসের চাষ ও রফতানিতে অনেক গুরুত্ব দিয়েছে। ফলে চাষিরা আবার আনারস চাষে আগ্রহী হচ্ছেন এবং আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছেন। জানান, নতুন চাষিরাও আনারস চাষের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন।

## প্রয়াত প্রবীন সাংবাদিক শ্যামলেন্দু পালের স্মৃতিচারণ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৪ মে।।** উদয়পুর প্রেস ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য সদা হাস্যময় শ্যামলেন্দু পালের তৃতীয় মৃত্যু বার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয় শুক্রবার। আজ সন্ধ্যা ৬ টায় উদয়পুর প্রেস ক্লাবে এক মিনিট নীরবতা পালন করে শ্যামলেন্দু পালের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক প্রদানের মাধ্যমে স্মরণ করা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন
শ্যামলেন্দু পালের স্ত্রী আরতি মজুমদার পাল ও একমাত্র ছেলে রাহুল পাল সহ প্রেস ক্লাবের উপস্থিত সদস্যরা। তারপর একে একে উদয়পুর প্রেস ক্লাবের উপস্থিত সদস্যরা পুষ্প স্তবক প্রদান করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন ও শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। শ্যামলেন্দু পাল দাদার স্মৃতিচারণ করে প্রেস ক্লাবের সর্ব সম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হয় শ্যামলেন্দু পালের নামে প্রেস ক্লাবের একটি কক্ষ 'শ্যামলেন্দু পাল স্মৃতি কক্ষ' তৈরী করা। এখানে উল্লেখ থাকে যে গত দু বছর শ্যামলেন্দু পালের স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠান পুরপরিষদের কনফারেন্স হলে ও উদয়পুর টাউন হলে অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। এ বছর লোকসভা নির্বাচনের জন্য প্রকাশ্যে স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠান করা সম্ভব হয়নি।

## সকলকে সতর্ক করল

**আটের পাতার পর**
ছুটি বাতিল করে দিয়েছে দপ্তর। শুধু তাই নয়, বরখাস্ত থাকাকালীন বীরচন্দ্র মনুর বাইরে যেতে পারবেন না তিনি, এমন আদেশ দেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য অধিকর্তা জানিয়েছেন, ডাঃ অজয় বিশ্বাসের বিরুদ্ধে সমস্ত আইনী প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে। তাঁর মাধ্যমেই ত্রিপুরায় দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। যাতে কেউ এধরনের জঘন্য কাজ না করেন।

## প্রধানমন্ত্রীর

● **প্রথম পাতার পর**
কাজকর্ম চালানোর অনুরোধ করেছেন রাষ্ট্রপতি।
জানা গিয়েছে, এদিন ইস্তফাপত্র তুলে দেওয়ার পর রামনাথ কোবিন্দ নরেন্দ্র মোদী ও মন্ত্রীসভার সকলকেই অনুরোধ করেছেন নতুন সরকার গঠন না হওয়া পর্যন্ত এই মন্ত্রীসভা অব্যাহত রাখতে। এদিন মোদী এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের জন্য একটি নৈশভোজের আয়োজন করেছেন রাষ্ট্রপতি বলে জানা গিয়েছে।

## সুরাটে

● **প্রথম পাতার পর**
আগুনে মৃত্যু হয়েছে একজন শিশুসহ ১৮ জনের। আহত হয়েছেন বহু মানুষ। ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে দমকলের ১৯টি ইঞ্জিন। তাঁরা উদ্ধারকাজ শুরু করেছে। জানা গিয়েছে, ওই কোচিং সেন্টারে ১২০ জন পড়ুয়া পড়াশোনা করে।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, গুজরাট সরকার এবং স্থানীয়রা ক্ষতিগ্রস্থ স্থানে সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসেছে। এখন উদ্ধারকাজ চলছে।
গুজরাটের ডেপুটি মুখ্যমন্ত্রী নীতিন প্যাটেল বলেন, ঘটনায় ১৮জন পড়ুয়ার মৃত্যু হয়েছে। তিনি জানান, আগুন লাগার পর পড়ুয়ারা প্রাণ বাঁচাতে পাঁচতলা থেকে ঝাঁপ দেয়।মোদী টুইট করে বলেন, 'সুরাটের তক্ষশীলা বাণিজ্যিক কমপ্লেক্সে আগুন লাগার ঘটনায় আমি প্রচণ্ড দুঃখপ্রকাশ করছি। আমার চিন্তা শোকগ্রস্থ পরিবারগুলিকে নিয়ে। যতদ্রুত সম্ভব আহতরা সুস্থ হয়ে উঠুক। গুজরাটের সরকার এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে ক্ষতিগ্রস্থ এলাকায় সমস্তরকম সাহায্য করার জন্য বলা হয়েছে।

## উদ্যোগ

● **প্রথম পাতার পর**
নার্সারী খোলার পরিকল্পনা চলছে। মূলত নার্সারী, এলকেজি এবং ইউকেজি প্রতিটি ইংরেজী মাধ্যম বিদ্যালয়ে চালু করা হলে ছেলেমেয়েরা ভিষণ উপকৃত হবে বলে বিশ্বাস ত্রিপুরা সরকারের।
ওই আধিকারিকের কথায়, সারা রাজ্যে ৭০টি বিদ্যালয় চিহ্নিত করা হয়েছে। সেখানে নার্সারী চালু করার পরিকল্পনা চলছে। তাঁ দাবি, চলতি শিক্ষাবর্ষ থেকেই নার্সারী চালু করার জন্য চেষ্টা চলছে।

## ভারত

● **প্রথম পাতার পর**
করেছে ভারত সরকার।
শুক্রবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে এক বিবৃতি দিয়ে জামাত-উল-মুজাহিদিন বাংলাদেশকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় ঊ নিষেধাজ্ঞার কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়, সংগঠনটি সন্ত্রাসবাদী কাজকর্মে লিপ্ত রয়েছে। দেশে মৌলবাদও ছাড়াচ্ছে। ভারতীয় যুবকদের সন্ত্রাসবাদী কাজকর্মেও তারা লিপ্ত করছে।

## রদবদল

● **প্রথম পাতার পর**
হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে তাঁকে পশ্চিম আসনে রিটার্নিং অফিসার তথা পশ্চিম জেলা জেলা শাসকের পদ সরানোর পর জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের অধিকর্তা এবং আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের সিইও পদে দায়িত্ব পেয়েছিলেন তিনি। আজ তাঁকে পুণরায় পশ্চিম জেলার জেলা শাসক পদে দায়িত্ব নেওয়ার বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে। পাশাপাশি তিনি খোয়াই জেলা শাসক পঙ্কজ চক্রবর্তীর অবর্তমানে ওই দায়িত্বও অতিরিক্ত পালন করতে বলা হয়েছে।

## আক্রমণে জখম চা শ্রমিক

**পাচের পাতার পর**
হয়েছে। সেখান্েই সে চিকিৎসাধীন রয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে বনদফতরের কর্মীরা। বিন্নাগুড়ি ওয়াইল্ড লাইফ রেঞ্জের তরফে জানানো হয়েছে, আহত শ্রমিককে বীরপাড়া রাজ্য সাধারন হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে। বন দফরের পক্ষ থেকেই তাঁর চিকিৎসার সমস্ত খরচ বহন করা হবে। চিতাবাঘের আক্রমণে আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায়।

## মোদী-রাজনাথ-রবিশঙ্কর-নীতিনের

**পাচের পাতার পর**
কংগ্রেস প্রার্থী পবন কুমার বনসলকে ৪৬,৯৭০ ভোটে পরাজিত করেছেন বিজেপি প্রার্থী কিরণ খের। নাগপুর লোকসভা আসন : মহারাষ্ট্রের নাগপুর লোকসভা আসনে ২, ১৬, ০০৯ ভোটে জয়ী হয়েছেন বিজেপি প্রার্থী নীতিন গড়করি।
মহারাষ্ট্রতে বিজেপি ও শিবসেনার জয়ী প্রার্থীরা : মুম্বই দক্ষিণ আসনে জয়ী হয়েছেন শিবসেনা প্রার্থী অরবিন্দ সাওয়ান্ত, মুম্বই উত্তর পশ্চিমে জয়ী হয়েছেন শিবসেনা প্রার্থী গজানান কীর্তিকার এবং মুম্বই দক্ষিণ মধ্য আসনে জয়ী হয়েছেন শিবসেনা প্রার্থী রাহুল রমেশ শেওয়াল। মহারাষ্ট্রে বিজেপির জয়ী প্রার্থীরা : মুম্বই উত্তর আসনে জয়ী হয়েছেন বিজেপি প্রার্থী গোপাল শেট্টি, মুম্বই উত্তর মধ্য আসনে জয়ী হয়েছেন বিজেপি প্রার্থী পুনম মহাজন এবং মুম্বই উত্তর পূর্ব আসনে জয়ী হয়েছেন বিজেপি প্রার্থী মনোজ কোটাক। উনিশের লোকসভা নিবার্চনে কংগ্রেস-সপা-বসপা-র জয়ী প্রার্থীরা : তিরুব্নপুরম লোকসভা আসন : কেরলের তিরুব্নপুরম লোকসভা আসনে ৯৯৯৮৯ ভোটে জয়ী হয়েছেন কংগ্রেস প্রার্থী শশী থারুর। শিবগঙ্গা লোকসভা আসন : তামিলনাড়ুর শিবগঙ্গা লোকসভা আসনে জয়ী হয়েছেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা পি চিদম্বরমের ছেলে কার্তি চিদম্বরম। রায়বরেলি লোকসভা আসন : উত্তর প্রদেশের রায়বরেলি লোকসভা আসনে ১৬৭১৭৮ ভোটে জয়ী হয়েছেন সোনিয়া গান্ধী। মৈইনপুরী লোকসভা আসন : মৈইনপুরী লোকসভা আসনে জয়ী হয়েছেন সমাজবাদী পার্টির প্রার্থী মুলায়ম সিং যাদব। আজমগড় লোকসভা আসন : আজমগড় লোকসভা আসনে জয়ী হয়েছেন সমাজবাদী পার্টির প্রার্থী অখিলেশ যাদব।

## মোদী-অমিত শাহ

**তিনের পাতার পর**
জন্যইঊ' এরপর মুরলী মনোহর যোশীর সঙ্গে সাক্ষাতকরার পর টুইটারে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, 'ড় মুরলী মনোহর যোশী একজন পণ্ডিত এবং মহামহিম ঋদ্ধিমানঊ ভারতীয় শিক্ষার উন্নতির ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অসাধারণঊ বিজেপিকে শক্তিশালী করা ছাড়াও, বহু কার্যকর্তার মেন্টর হিসেবে সর্বদা কাজ করেছেন তিনি।

## আবারও দামি পেট্রোল-ডিজেল

**তিনের পাতার পর**
(কলকাতা), ০.১৪ পয়সা (মুম্বই) এবং চেন্নাইয়ে পেট্রোলের দাম বেড়েছে ০.১৫ পয়সাঊ পাশাপাশি উপরোক্ত চারটি মেট্রো সিটিতে ডিজেলের দাম বেড়েছে যথাক্রমে, ০.০৯ পয়সা (নয়াদিল্লি), ০.০৯ পয়সা (কলকাতা), ০.১০ পয়সা (মুম্বই) এবং চেন্নাইয়ে ডিজেলের দাম বেড়েছে ০.১০ পয়সাঊ আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের দাম বাড়ায়, সামঞ্জস্য রাখতেই তেলের দামা বাড়ানো হয়েছেঊ
শুক্রবারের মূল্যবৃদ্ধির পর নয়াদিল্লি-সহ চারটি মেট্রো সিটিতে পেট্রোলের দাম বেড়ে হয়েছে, ৭১.৩৯ টাকা প্রতি লিটার দিল্লিতে, কলকাতায় লিটার প্রতি পেট্রোলের দাম হল ৭৩.৪৬, মুম্বইয়ে পেট্রোলের দাম বেড়ে হয়েছে ৭৭.০০ টাকা এবং চেন্নাইয়ে পেট্রোলের নতুন দাম হল, ৭৪.১০ঊ পাশাপাশি চারটি মেট্রো সিটিতে লিটার প্রতি ডিজেলের দাম বেড়ে হয়েছে, ৬৬.২৯ (নয়াদিল্লি), ৬৮.০৫ (কলকাতা), ৬৯.৪৬ (মুম্বই) এবং চেন্নাইয়ে লিটার প্রতি ডিজেলের দাম বেড়ে হয়েছে ৭০.০৭ টাকাঊ আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের দাম বাড়ায়, সামঞ্জস্য রাখতেই তেলের দামা বাড়ানো হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছেঊ তবে, পুনরায় পেট্রোপণ্যের দাম বাড়ায় চিন্তায় পড়েছেন সাধারণ মানুষ।

# প্রস্তুতি ম্যাচের আগেই লন্ডনে ''মিট দ্য ক্যাপটেন্স''-এ দশ দলের অধিনায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন : বিশ্বকাপ খেলতে ইংল্যান্ডে পৌঁছে গিয়েছে দশ দল। শুক্রবার থেকেই শুরু হয়ে যাচ্ছে বিশ্বকাপের ওয়ার্ম-আপ ম্যাচ। তার আগে বৃহস্পতিবার দশ দলের অধিনায়ক ''মিট দ্য ক্যাপটেন্স'' অনুষ্ঠানে হাজির। আর সেখানেই বিরাট কোহলি, ইয়ন মর্গ্যান, কেন উইলিয়ামসনদের কাছে একটা প্রশ্ন করা হয়েছিল অন্য দল থেকে একজন করে ক্রিকেটারকে বেছে নিতে বললে কোন অধিনায়ক কোন কোন ক্রিকেটারকে বেছে নেবেন?বেশ মজার মজার উত্তর পাওয়া গিয়েছে। ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলি বলেন, 'একজনকে বেছে নেওয়া বেশ কঠিন। আমরা এমনিতেই বেশ শক্তিশালী দল। কিন্তু যদি আমাকে একজনকে বেছে নিতে বলা হয় বর্তমান ক্রিকেটারদের থেকে তাহলে... এবি ডিভিলিয়ার্স তো অবসর নিয়ে নিয়েছে। আমি ফাফ দু প্লেসিকেই নেব।'বাংলাদেশের অধিনায়ক মাশরফি মোর্তাজা আবার বেছে নিয়েছেন বিরাট কোহলিকে।দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক ফাফ দু প্লেসি আবার বোলারদের বেছে নিয়েছেন। তিনি বলেন,' আমি বেশ কয়েকজনকে বেছে নেব। প্রধানত বোলারকেই নেব। জশপ্রীত বুমরাহকে নেব। এই মুহূর্তে দারুণ বোলিং করছে।যেমনটা বিরাট কোহলি বলল ও(বুমরাহ) হল মাল্টি-ফরম্যাট বোলার। তারপর হল দুরন্ত স্পিনার রশিদ খান আর অস্ট্রেলিয়ার প্যাট কামিন্স। আর বিরাট আমার ব্যাটিং টিমে আছে।'দু প্লেসির মতোই নিউ জিল্যান্ড অধিনায়ক কেন উইলিয়ামসনও বেছে নিয়েছেন বোলারকে। তিনি বলেন, 'বোলাররা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বিশ্বকাপে।আমি রশিদ খানকেই আমার দলে নেব।'ইংল্যান্ড অধিনায়ক ইয়ন মর্গ্যান বেছে নিলেন রিকি পন্টিংকে। তাঁর যুক্তি, ' আমি আমার দলের কোনও পরিবর্তন করব না।অস্ট্রেলিয়ার কোচিং স্টাফ হিসেবে রয়েছেন পন্টিং।আমি রিকি পন্টিংকে দলে নেব।' পাকিস্তান অধিনায়ক সরফরাজ আহমেদ বেছে নিয়েছেন জোস বাটলারকে। আর অজি অধিনায়ক অ্যারোন ফিঞ্চ বেছে নিয়েছেন প্রোটিয়া পেসার কাগিসো রাবাদাকে। শ্রীলঙ্কার অধিনায়ক দিমুথ করুণারত্নে বেছে নিয়েছেন গেম চেঞ্জার ইংল্যান্ডের বেন স্টোকসকে।

# মোদি-ঝড়ের প্রভাব ! বিশ্বকাপে গেরুয়া জার্সি পরে খেলতে পারেন ধোনি, কোহলিরা

নিজস্ব প্রতিবেদন : ফের একবার মোদি সরকার। এমন স্লোগানেই ভাসছে গোটা দেশ। দেশজুড়ে এখন গেরুয়া-ঝড়। আর তারই কি প্রভাব পড়ল টিম ইন্ডিয়া-র উপর! এমনটা সরাসরি বলা যাবে না। কারণ, যেটা হল তা সম্পূর্ণ কাকতালীয়। তবে ভারতীয় দলকে এবারের বিশ্বকাপে গেরুয়া জার্সিতে দেখা যেতে পারে- এমন খবর এল বিজেপি সরকারের ক্ষমতায় ফেরার দিনে। তাই অনেকেই ব্যাপারটাকে চমক বলে মনে করছেন।এবার ক্রিকেট বিশ্বকাপে হোম-অ্যাওয়ে কিট সিস্টেম চালু হচ্ছে। ঠিক যেমনটা ফুটবলে হয়ে থাকে। তবে প্রতিটা দলের ক্ষেত্রে একই নিয়ম চালু থাকবে না। যেমন, ইংল্যান্ডের এবার ঘরের মাঠে বিশ্বকাপ। তাই তারা হোম টিম হিসাবে অ্যাডভান্টেজ পাবে। কিন্তু ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারতীয় দলকে খেলতে হবে অ্যাওয়ে দল হিসাবে জার্সি পরে। আর সেই জার্সিতেই প্রথাগত নীল রঙের থেকে গেরুয়া রঙের আধিক্য বেশি থাকবে বলে খবর। জার্সির সামনের দিকে নীল রঙের প্রাধান্য থাকবে। কিন্তু পিছনের দিকের বেশিরভাগ গেরুয়া।

তা ছাড়া হাতায় গেরুয়ার আধিক্য থাকবে। জানা গিয়েছে, আফগানিস্তানের বিরুদ্ধেও এই জার্সি পরে খেলতে পারেন কোহলিরা। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ম্যাচে ভারতীয় দল নীল জার্সি পরেই খেলবে। শ্রীলঙ্কার জার্সি বদল হবে সেই ম্যাচে। বিশ্বকাপে অংশ নেওয়া একাধিক দেশের জার্সিতে নীল রঙের আধিক্য রয়েছে।

তাই আইসিসি অ্যাওয়ে কিটের কথা ভেবেছে। এছাড়া সবুজ জার্সি পরে খেলা দল যেমন পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও দক্ষিণ আফ্রিকার ক্ষেত্রেও সমস্যা তৈরি হয়েছে। এক্ষেত্রে পাকিস্তানকে হয়তো জার্সি বদলাতে হবে না। কিন্তু বাকি দুই দলকে হলুদ জার্সি পরে একে অপরের বিরুদ্ধে খেলতে দেখা যাতে পারে। অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্ষেত্রে জার্সির কোনও সমস্যা নেই।

## ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে খেলার ইচ্ছা আলভেসের

ক্যারিয়ারে এ পর্যন্ত ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ লিগের তিনটিতে খেলেছেন দানি আলভেস। সম্ভব হলে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগেও খেলতে চান পিএসজির অভিজ্ঞ এই ডিফেন্ডার।

৩৬ বছর বয়সী আলভেসের ভান্ডারে এ পর্যন্ত লা লিগা, সেরি আ ও লিগ ওয়ানে খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে। চলতি মৌসুমে পিএসজির হয়ে লিগ ওয়ান ও ফরাসি সুপার কাপ শিরোপা জয়ের পর ব্রাজিলের এই ফুটবলারের ক্যারিয়ারে মোট জেতা ট্রফির সংখ্যা এখন ৪০টি।সম্প্রতি ইএসপিএন এফসির সঙ্গে সাক্ষাৎকারে ইংল্যান্ডে খেলার ইচ্ছা প্রকাশ করেন আলভেস। অবশ্য পিএসজিতে তার আরও এক মৌসুম থাকার বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে বলে জানান ব্রাজিলিয়ান এই রাইট-ব্যাক।''(ইংল্যান্ডে খেলার বিষয়ে) আমি বলেছিলাম, আমি হয়তো পছন্দ করতাম। এটা একটা স্বপ্ন নয় কারণ প্রচেষ্টার মাধ্যমে আমি আমার স্বপ্নকে সত্যি করে তুলি।''''এটা খুবই প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ একটা লিগ। পেশাদার খেলোয়াড়দের যে সম্মান দেওয়া হয় তা আমি পছন্দ করি। যদি একজন খেলোয়াড় নিজের সর্বোচ্চটা দেয়, সে সম্মান পায়।''''ইউরোপের অন্য লিগগুলোতে, আপনি যদি ম্যাচ না জিতেন তাহলে আপনি কোনো সম্মান পাবেন না। আমার সে সমস্যা নেই আমি একজন বিজয়ী।''

# কিউইদের বিরুদ্ধে ওয়ার্ম-আপ ম্যাচে নামছে টিম ইন্ডিয়া !

নিজস্ব প্রতিবেদন : বিশ্বকাপ শুরুর আগেই শনিবার কেনিংটন ওভালে ওয়ার্ম ম্যাচে মাঠে নামছে ২০১৯ বিশ্বকাপের অন্যতম ফেভারিট দল টিম ইন্ডিয়া। প্রথম প্রস্তুতি ম্যাচে বিরাটদের প্রতিপক্ষ নিউ জিল্যান্ড। প্রস্তুতি ম্যাচে মাঠে নামার আগে ভারতীয় দলের চার নম্বর ব্যাটিং পজিশন নিয়ে ধোঁয়াশা এখন কাটছে না। শনিবার কিউইদের বিরুদ্ধে নজরে থাকবে এই চার নম্বর জায়গা নিয়েই।বোলিং অ্যাটাক নিয়ে তেমন পরীক্ষা নিরীক্ষার কিছু না থাকলেও বিশেষ করে নজর রাখা হবে কেএল রাহুল এবং বিজয় শঙ্করের দিকে। কারণ প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে এই দুই জনের মধ্যে একজনকে চার নম্বর জায়গার জন্য ভাবা হচ্ছে। ১৯৯২ সালের সেই ফরম্যাট ফিরে এসেছে এবার বিশ্বকাপের আসরে। এবারের বিশ্বকাপ সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং বিলেত উড়ে যাওয়ার আগে বাণিজ্য নগরীতে সাংবাদিক বৈঠকে একথা বলে গিয়েছেন ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলি। ১৯৮৩ এবং ২০১১ সালের পর আবার বিশ্বকাপ ট্রফি ঘরে তোলার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী কোহলি অ্যান্ড কোম্পানি। আইসিসি র্যাঙ্কিংয়ে দু নম্বরে থাকা টিম ইন্ডিয়া অন্যতম ফেবারিট হিসেবেই বিশ্বকাপ শুরু করবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।ওপেনার শিখর ধাওয়ান, রোহিত শর্মার পর তিন নম্বরে বিরাট কোহলি। ভারতের বিশ্বসেরা টপ অর্ডারের সঙ্গে রয়েছেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। অল রাউন্ডার কেদার যাদবের পাশাপাশি বিগ হিটার হার্দিক পাণ্ডিয়া ভারতীয় দলের ব্যাটিংকে গভীরতা দিচ্ছে। জশপ্রীত বুমরা পেস আক্রমণকে নেতৃত্বে দেবেন। সঙ্গে রয়েছেন মহম্মদ শামি, ভুবনেশ্বর কুমার এবং হার্দিক পাণ্ডিয়া। দুই রিস্ট স্পিনার কুলদীপ যাদব ও যুজবেন্দ্র চাহল ভারতীয় দলের স্পিন বৈচিত্র্য আনবে। প্রথম প্রস্তুতি ম্যাচে নামার আগে বেশ আত্মবিশ্বাসী টিম কোহলি।

# এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে নেই দীপা

খারাপ খবর। ২০২০—র টোকিও অলিম্পিকে জিমন্যাস্টিক্সে ভারতের পদক জয়ের সম্ভবনা বড়সড় ধাক্কা খেল। হাঁটুর চোটের জন্য এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে নেই দীপা কর্মকার। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে তাঁর অংশগ্রহণ নিয়েও রয়েছে সংশয়। এ বছর মার্চ মাসে বাকুতে বিশ্বকাপের সময় দীপার হাঁটুর চোট বেড়ে যায়। বাধ্য হয়ে দোহা বিশ্বকাপ থেকে তিনি সরে দাঁড়ান। একের পর এক আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট থেকে নাম প্রত্যাহার করে নেওয়ায়, প্রয়োজনীয় র্যাঙ্কিং পয়েন্ট হারাচ্ছেন রিও অলিম্পিকে চতুর্থ হওয়া এই জিমন্যাস্ট। ১৩ থেকে ১৬ জুন মঙ্গোলিয়ায় এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ। চোট সারতে কত সময় লাগবে? দীপার কোচ বিশ্বেশ্বর নন্দী জানিয়েছেন, 'বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের আগেই দীপা ফিট হয়ে যাবে, এরকম কোনও নিশ্চয়তা আমি দিতে পারব না। তবে হ্যাঁ, আপাতত দীপার প্রত্যাবর্তনের মঞ্চ হিসেবে ওই টুর্নামেন্টকেই টার্গেট করছি। তারপর যোগ্যতা অর্জনের জন্য খুব বেশি টুর্নামেন্ট আমাদের হাতে থাকবে না।' দীপার কোচ দিনক্ষণ নির্দিষ্ট করে না বললেও, সেপ্টেম্বর নাগাদ ছাত্রী সুস্থ হয়ে উঠতে পারে বলে তাঁর আশা। জার্মানিতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ ৪ থেকে ১৩ অক্টোবর। এদিকে জিমন্যাস্টিক্স ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া জানিয়েছে, দীপার বাঁ পায়ের হাঁটুতে সম্প্রতি ছোটোখাট একটি অস্ত্রোপচার হয়েছে। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার হাঁটুতে অস্ত্রোপচার হয়েছে তাঁর। কিন্তু কোচ বিশ্বেশ্বর নন্দী ব্যাপারটা অস্বীকার করেছেন। বৃহস্পতিবার আগরতলায় তাঁকে ফোন করলে বললেন, 'না, অস্ত্রোপচার হয়নি। এটা ঠিক, দীপার চোটের জায়গায় নানা ধরনের চিকিৎসা করিয়েছি আমরা। এখন রিহ্যাব চলছে।' এই যে চোট, তাতে কী মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন দীপা? কোচ বলেন, 'ব্যথা লাগলে, যে কোনও লোকেরই যন্ত্রণা হয়। দীপাও সেই যন্ত্রণা পেয়েছে। তবে ও নিজেই বলেছে, পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ফিরব। আমিও সেটাই বিশ্বাস করি। ও পারবে।' উল্লেখ্য, টোকিও অলিম্পিকে যোগ্যতা অর্জন করতে হলে, আটটা বিশ্বকাপের মধ্যে যে কোনও পাঁচটা টুর্নামেন্ট বেছে নিয়ে, তার মধ্যে তিনটেতে পদক পেতেই হবে দীপাকে।

## রোনালদোর নতুন সঙ্গী ফেলিস

আগামী জুনে হতে যাওয়া উয়েফা নেশন্স লিগের মূল পর্বে ক্রিস্তিয়ানো রোনালদো খেলবেন বলে আগেই জানিয়েছিলেন পর্তুগাল কোচ ফের্নান্দো সান্তোস। তারকা ফরোয়ার্ডসহ বেনফিকার হয়ে চমক জাগানো তরুণ জোয়াও ফেলিসকে নিয়ে দল ঘোষণা করেছে দেশটি।প্রতিযোগিতাটির অভিষেক আসরের ফাইনালসে ইউরো চ্যাম্পিয়নদের নেতৃত্ব দিবেন দেশটির ইতিহাসে সর্বোচ্চ ১৫৬ ম্যাচ খেলে সর্বাধিক ৮৫ গোল করা রোনালদো।গত বছর রাশিয়া বিশ্বকাপের পর নেশন্স লিগের বাছাই পর্বসহ জাতীয় দলের ছয়টি ম্যাচে খেলেননি ৩৪ বছর বয়সী রোনালদো। চলতি বছরের মার্চে ইউরো ২০২০ এর বাছাইপর্বের ম্যাচ দিয়ে আবারও জাতীয় দলে ফেরেন পাঁচবারের বর্ষসেরা এই ফুটবলার।৫ জুন নেশন্স লিগের সেমি-ফাইনালে সুইজারল্যান্ডের মুখোমুখি হবে পর্তুগাল। এ ম্যাচের জয়ী দল চার দিন পর শিরোপা লড়াইয়ে মুখোমুখি হবে ইংল্যান্ড বা নেদারল্যান্ডসের।বেনফিকার হয়ে অভিষেক মৌসুমেই নজরকাড়া পারফরম্যান্সে কোচ সান্তোসের আস্থা অর্জন করেছেন ১৯ বছর বয়সী ফেলিস।

# কালো মেঘ কিউই শিবিরে ! প্রস্তুতি ম্যাচে খেলতে পারবেন না টম ল্যাথাম

বিশ্বকাপের দুটি ওয়ার্ম-আপ ম্যাচে উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান টম ল্যাথামকে পাবে না নিউ জিল্যান্ড। ২৫ মে ভারতের বিরুদ্ধে এবং ২৮ মে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ল্যাথামের সার্ভিস পাবে না কিউই শিবির। এমনকী বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে টম ল্যাথামকে পাওয়া যাবে কিনা সেই নিয়েও আশঙ্কার বাতাবরণ কিউই শিবিরে।লেতে বিশ্বকাপ খেলতে উড়ে যাওয়ার আগে অস্ট্রেলিয়া একাদশের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলার সময় আঙুলে চোট পান। সেই সময় চোটের পরিস্থিতি দেখে মনে হয়েছিল ২৮ মে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ওয়ার্ম-আপ ম্যাচে খেলতে পারবেন টম ল্যাথাম। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে ২৫ মে ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচের পাশাপাশি ২৮ মে-র ওয়ার্ম আপ ম্যাচেও টমকে পাবে না নিউ জিল্যান্ড। বিশ্বকাপের দুটি ওয়ার্ম-আপ ম্যাচ থেকেই ছিটকে গেছেন তিনি। নিউ জিল্যান্ড অধিনায়ক কেন উইলিয়ামসন বলেন, 'টমকে প্রথম দুটি ওয়ার্ম ম্যাচে পাওয়া যাবে না।

আমরা আশা করছি যে ও দ্রুত সেরে উঠবে। তারপরেই পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করা যাবে।' পয়লা জুন থেকে বিশ্বকাপে অভিযান শুরু করছে নিউ জিল্যান্ড। প্রতিপক্ষ শ্রীলঙ্কা। প্রস্তুতি ম্যাচে টম ল্যাথাম খেলতে পারবেন না। পরিবর্তে খেলবেন টম ব্লান্ডেল।

## দেশে ফিরতেই গ্রেফতার মারাদোনা

বুয়েনস আইরেস বিমানবন্দরে নামার পরই গ্রেফতার হন তিনি। এমনিতেই সব সময় বিতর্কের কেন্দ্রে থাকেন দিয়েগো মারাদোনা। এবার অবশ্য বাড়াবাড়ি রকমের কাণ্ড হয়ে গেল। প্রাক্তন বান্ধবীর অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁকে গ্রেফতার করে পুলিস। আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি মারাদোনা দেশের বাইরে ছিলেন। তিনি বুয়েনস আইরেস ফিরতেই তাঁকে আটক করা হয়।আর্জেন্টিনার স্থানীয় সংবাদমাধ্যমগুলিতে মারাদোনার গ্রেফতারির খবর প্রকাশ পেয়েছে। জানানো হয়েছে, মেক্সিকো থেকে ফেরার পর বুয়েনস আইরেসে গ্রেফতার হন মারাদোনা। প্রসঙ্গত, মেক্সিকোর একটি ক্লাবে এখন কোচিং করান ফুটবলের রাজপুত্র। মারাদোনার প্রাক্তন বান্ধবী রোসিও অলিভা তাঁর বিরুদ্ধে একটি মামলা করেছিলেন। সেই মামলার জেরে ক্ষতিপূরণ দিতে হত মারাদোনাকে। কিন্তু তিনি সেটা দেননি।জানা গিয়েছে, মারাদোনার বিরুদ্ধে ৯ মিলিয়ন ডলারের মামলা করেছিলেন রোসিও অলিভা। ৬ বছরের সম্পর্ক ছিল তাঁদের। কিন্তু গত বছর ডিসেম্বরে সম্পর্ক ভেঙে যায় তাঁদের। এর পর থেকেই ঝামেলা চলতে থাকে। মারাদোনার বিরুদ্ধে শারীরীক নিগ্রহের অভিযোগ করেছিলেন রোসিও। গ্রেফতারির পর মারাদোনাকে ফের মামলার জন্য নোটিস ধরানো হয়েছে। ১৩ জুন পরবর্তী শুনানি।

# রাবাডা-স্টেনদের সামলানোর প্রস্তুতি শুরু করলেন বিরাটরা

দেবাশিস দত্ত- প্রথম ম্যাচে, এবার বিশ্বকাপে ভারতকে খেলতে হবে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে। নেলসন ম্যান্ডেলার দেশকে যদিও, চোকার্স বলা হয়। এবার কিন্তু খুব সাবধানে যে এগোতে হবে, সে ব্যাপারে ভারতের টিম ম্যানেজমেন্ট লন্ডন পৌঁছেই পরিকল্পনা শুরু করে দিল। প্রাথমিক আলোচনায় ফাফ ডুপ্লেসিসদের ব্যাটিংয়ের চেয়েও বোলিং বিভাগকে বেশি গুরুত্ব যে দিতে হবে, একথাও, ভারতীয় শিবিরে নানা আলোচনায় ভেসে উঠেছে। কাগিসো রাবাডা কতটা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারেন, সেকথা এই দীর্ঘদেহী বোলার আইপিএল খেলতে এসে কলকাতা নাইট রাইডার্সের ভয়ঙ্কর দানব হিসেবে চিহ্নিত আন্দ্রে রাসেলকে গতিময় ইয়র্কার ডেলিভারিতে বোল্ড করে দিয়েছিলেন, তা তো ভুলে যাওয়ার ব্যাপার নয়। শন পোলকরা চলে যাবার পর, দক্ষিণ আফ্রিকার বোলিং বিভাগে যে নড়বড়ে ভাব দেখা গিয়েছিল, তা, আপাতত সামাল দিচ্ছেন রাবাডা, স্টেইনরা। বিশ্বকাপ এখনও জিততে পারেনি দক্ষিণ আফ্রিকা। তাই এবার যে একটা মরিয়া ভাব থাকবে দক্ষিণ আফ্রিকার খেলায়, তা অনুমান করেই, ভারতীয় দল বিলেতে পৌঁছেই প্রথম ম্যাচ জেতার জন্য প্রয়োজনীয় মানসিক প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে। ওঁদের এনগিডি প্রকাশ্যেই বলছেন, ওঁদের দেশে যেভাবে ভারত হারিয়ে এসেছিল তার বদলা নেওয়ার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে গোটা দক্ষিণ আফ্রিকা।এটা অশনি সঙ্কেত নয় মোটেই। আবার অশনি সঙ্কেতও বটে। জেতার জন্য, সামান্য হলেও দক্ষিণ আফ্রিকা যে সামান্য বাড়তি খিদে নিয়ে নামবে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। প্রথম ম্যাচ খেলার আগে ভারত দুটি গা ঘামানো ম্যাচ খেলার সময়, মোটামুটি ঠিক হয়ে যাবে ভারত কেমন দল নিয়ে মাঠে নামবে। দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটসম্যানদের সামনে কি স্পিনারদের লেলিয়ে দেওয়া হবে? এবি ডি'ভিলিয়ার্স নেই। হাসিম আমলা, ডুপ্লেসি ছাড়া স্পিন খেলতে পারেন, এমন ব্যাটসম্যানের সংখ্যা দক্ষিণ আফ্রিকা শিবিরে কম। জেপি ডুমিনি অবশ্য থাকবেন। দুটি গা ঘামানো ম্যাচের মাঝেই ভারতীয় দল যে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সমাধান খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা করবে, তা হল, পাল্টা চ্যালেঞ্জ জানানোর জন্য কাদের ওপর নির্ভর করা হবে বেশি। বুমরা—ভুবনেশ্বর নাকি কুলদীপ—চাহাল—জাদেজা? এটুকু বলা যায়, ভয়ডরহীন ক্রিকেট খেলার ব্যাপারে ভারত কিন্তু ভেতরে ভেতরে তৈরি করছে। ৫ জুন সাউদাম্পটনে সত্যিই কিন্তু বাঘ—সিংহের লড়াই দেখার জন্য অপেক্ষায় রয়েছে ক্রিকেট দুনিয়া।

**SHORT NOTICE INVITING TENDER**

The undersigned on behalf of the Governor of Tripura invites sealed tender from the interested lawful reputed Firms/Agencies/ Co-operatives having experience for supply of best quality materials for the ensuing General Panchayat Election , 2019 and Village Committee Bye-Election, 2019. List of materials, details terms & condition and other eligibility criteria may be collected from the office of the Director of Panchayats on or before 5.00 PM up to 1st June, 2019. The last date of submission of quotations is 3rd June, 2019 up to 3.00 PM. Bid with necessary document shall be dropped in the Tender Box to be kept in the chamber of the Addl. Director of Panchayats, P. N. Complex, Gurkhabasti, Agartala, West Tripura on or before **3.00 PM of 3rd June, 2019.** Thereafter, no quotation will be received. For details about terms and condition and list of materials please visit the website http://trppanchayat.gov.in.

**Sd/-**
**ICA/C/006/19** **Directorate of Panchayats,**
**Government of Tripura**
**P.N. Complex, Gurkhabasti, Agartala.**

# ইংল্যান্ড অন্যতম ফেবারিট

উৎপল চ্যাটার্জি আসন্ন বিশ্বকাপে আমার অন্যতম ফেবারিট দল হল ইওয়িন মর্গানের ইংল্যান্ডের। শুধু ফেবারিট নয়। এবারের বিশ্বকাপ জেতার অন্যতম দাবিদারও বটে। দুরন্ত ছন্দে রয়েছে ইংল্যান্ড। দলের ভারসাম্য দেখার মতো। প্রতিটি বিভাগেই রয়েছে বিশ্বের অন্যতম সেরা ক্রিকেটারেরা।কেন ইংল্যান্ড খেতাব জেতার অন্যতম দাবিদার? কারণ, ইংল্যান্ড এবার বিশ্বকাপ নিজেদের মাঠে খেলবে। সম্প্রতি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সিরিজে খুব ভাল খেলেছে। বেশ কিছু দিন যাবৎ ইংল্যান্ডের ক্রিকেটাররা নিজেদের মাঠে খেলার মধ্যে রয়েছে। পরিবেশ, পিচ এবং আবহাওয়া পরিচিত। দলটা ব্যালান্সড। স্টোকস, মইন আলি, কুরানের মতো অলরাউন্ডার রয়েছে। ব্যাটিং গভীরতাও বেশি। জো রুট, জেসন রয়, বাটলার, মর্গানের মতো ব্যাটসম্যান রয়েছে। তবে জোরে বোলিংয়ের জায়গাটি খানিকটা দুর্বল। স্লগ ওভারে খামতি রয়েছে ইংল্যান্ডের। জোফ্রে আর্চার ছাড়া আমি তো আর কোনও বোলার দেখছি না যে দাগ কাটতে পারে। দেখাই গেছে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওয়েস্ট ইন্ডিজ অথবা পাকিস্তান সহজেই ৩০০—র বেশি রান ওদের বিরুদ্ধে করেছে। এটাই একমাত্র ইংল্যান্ডের চিন্তার বিষয়। এই জায়গার দুর্বলতা কাটিয়ে দিতে পারলে ইংল্যান্ড কিন্তু অপরাজেয় হয়ে উঠতে পারে।ইংল্যান্ডের সব থেকে শক্তি হল ব্যাটিং বিভাগে। ব্যাটিং বিভাগের গভীরতা দেখার মতো। পাশাপাশি নিজেদের পরিচিত মাঠের খেলার সবরকম সুবিধে পেতে বাধ্য ইংল্যান্ডের ব্যাটসম্যানেরা। ওরা জানে এমন সময়ে ঘরের মাঠের পিচ কীরকম ব্যবহার করতে পারে। সেই সুবিধে পুরোপুরি পাবে মর্গানরা। এ প্রসঙ্গে বলতে চাই, আমাদের দেশে আইপিএল খেলে যায় বাইরের ক্রিকেটারেরা। বাইরের ক্রিকেটারদের আইপিএল খেলার সময়ে ভারতের বিভিন্ন পিচ কীরকম ব্যবহার করতে পারে সে সম্পর্কে একটা ধারণা তৈরি হয়ে গেছে। সেজন্য এখন আইপিএলের সময় অর্থাৎ এপ্রিল---মে মাসে বাইরের ক্রিকেটারেরা সফল হয়। ইংল্যান্ডের বিষয় সম্পূর্ণ আলাদা। ওখানে বাইরে থেকে অনেকেই কাউন্টি খেলতে যায়। কিন্তু খুব একটা ইংল্যান্ডের পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন হতে পারে না। সেজন্য ইংল্যান্ডের নিজেদের ব্যাটসম্যানরা যতটা সুবিধে পাবে তত সুবিধে বাইরের দেশের ব্যাটসম্যানরা পাবে না।দেখা যাক। প্রত্যেক দলের কাছে কঠিন বিশ্বকাপ। ইংল্যান্ড তা সত্ত্বেও দাবিদার। আবারও বলছি ব্যাটসম্যানদের ভাল ফর্মে থাকার কারণেই। ইংল্যান্ড আগে ব্যাট করলে অনেক বেশি রান তুলে দিতে পারবে। প্রত্যেকটি ব্যাটসম্যান রান করছে। সবচেয়ে বড় কথা ইংল্যান্ডের অলরাউন্ডাররা দলের রান আরও বাড়িয়ে দিতে সাহায্য করছে। তিন অলরাউন্ডারই ফর্মে রয়েছে। ভারতীয় দল ফেবারিট কেন? সেই অলরাউন্ডারদের জন্যই। ঠিক সেরকমই ইংল্যান্ডও ফেবারিটের তালিকায় রয়েছে অলরাউন্ডারদের দাপটের জন্যই।

**খাদ্যের গুণগত মান রক্ষার্থে' এবং সঠিকমাত্রায় পুষ্টি পেতে**
**খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল শনাক্তকরণ পদ্ধতি সম্পর্কে জানুন**

**কিভাবে বুঝবেন মধু, চিনি, গুড়ে কোনও ভেজাল মেশানো আছে কিনা ঃ**

- **মধুতে চিনির মিশ্রণ শনাক্তকরণ ঃ**

**পরীক্ষা পদ্ধতি - ১**
১) একটি স্বচ্ছ গ্লাসে জল নিন
২) এক ফোঁটা মধু গ্লাসের জলে মেশান
৩) খাঁটি মধু জলে মিশবে না
৪) যদি মধু মিশে যায় তাহলে মধুতে চিনি মেশানো হয়েছে।

**পরীক্ষা পদ্ধতি - ২**
১) একটি কাঠিতে তুলো পেঁচিয়ে খাটি মধুতে ডুবান এবং একটি দেশলাই কাঠি জ্বালিয়ে মধু ডুবানো তুলোতে ধরুন।
২) খাঁটি মধু জ্বলবে।
৩) মধুতে যদি ভেজাল থাকে, জলের উপস্থিতির কারণে মধু জ্বলবে না, যদিও জ্বলে একটা ভেঙে যাওয়া বা ফেটে যাওয়ার শব্দ উৎপাদন করবে।

- **চিনি, Pithisugar, গুড় ইতাথ্যদিতে চকের গুড়া মেশানো আছে কিনা শনাক্তকরণ**

**পরীক্ষা পদ্ধতি ঃ**
১) একটি স্বচ্ছ গ্লাসে জল নিন।
২) ১০ গ্রাম চিনি বা গুড়ের নমুনা জলে মেশান।
৩) যদি চিনে, Pithisugar, বা গুড়ে, চকের গুঁড়া মেশানো থাকে তাহলে তা গ্লাসের নিচে জমে থাকবে।

- **সাধারণ লবণ এবং আয়োডিনযুক্ত লবণের মধ্যে পার্থক্যকরণ**

**পরীক্ষা পদ্ধতি ঃ**
১) এক টুকরো কাটুন, লবণ মিশিয়ে এক মিনিট রেখে দিন।
২) দুফোঁটা লেবুর রস মেশান।
৩) যদি আয়োডিন যুক্ত লবণ হয় তাহলে তা নীল বর্ণ ধারণ করবে।
৪) সাধারণ লবণের ক্ষেত্রে নীল রং হবে না।

**সতর্ক থাকুন ঃ খাদ্যে ভেজাল দূরীকরণে অংশীদার হোন**
*স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার কর্তৃক জনস্বার্থে প্রচারিত*

ICA/D/222/19-20

জাগরণ 25 May, 2019, Saturday আগরতলা, ২৫ মে, ২০১৯ ইং, ■ ১০ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, শনিবার
■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2019

শুক্রবার আগরতলায় বর্ষার প্রাক্‌ প্রস্তুতি হিসেবে দূর্যোগ মোকাবিলা দলের মহড়া চলছে। নিজস্ব ছবি।

# মোদীর বিজয়ে বাংলাদেশের প্রত্যাশা বেড়েছে

**ঢাকা, ২৪ মে (হি.স.) ।।** ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বাংলাদেশের জনগণের হৃদয়ে অত্যন্ত বিশ্বস্ত বন্ধু হিসেবে স্থান করে নিয়েছেন আগেই। তিনি বাংলাদেশে এসেছিলেন, হৃদয় জয় করেই ফিরে যান। সবচেয়ে বড়ো সমস্যা সীমান্ত সমস্যা, যা কয়েক দশক অমীমাংসিত ছিল, মোদীর উদ্যোগেই সমাধান হয়। তিস্তার কাঁটা দূর হয়নি, কিন্তু বাংলাদেশ জানে, মোদীজির আন্তরিকতায় কোনও ঘাটতি নেই। তাঁর চেষ্টার অন্ত ছিল না। তাই ভারতে দ্বিতীয় দফায় মোদীর নেতৃত্ব দু-দেশের সম্পর্ককে আরও নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে, এমনই মনে করছে বাংলাদেশ।

ক্ষমতাসীন বাংলাদেশ আওয়ামি লিগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের আজ দলের সম্পাদকমণ্ডলীর বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের বলেছেন, সম্পর্ক আরও বিস্তৃত হবে, নিশ্চয়ই সমাধান মিলবে তিস্তারও। নরেন্দ্র মোদী সরকারের সাহসিকতা ও বিচক্ষণতার প্রমাণ মেলে দু-দেশের সীমান্ত সমস্যার সমাধানে। এবার তিনি যে ঐতিহাসিক জয় পেয়েছেন, তাতে আমাদের প্রত্যাশা আরও বেড়ে গেলো।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিজেপির দ্বিতীয় দফায় বিপুল বিজয়ে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আশা প্রকাশ করেছেন, বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক আরও উচ্চতর এক নতুন মাত্রা পাবে। দুদেশের সম্পর্ক ইতিমধ্যে একটি সু- প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মডেল পেয়েছে। শেখ হাসিনা গতকাল বিকেলেই মোদীকে টেলিফোন করেন, অভিনন্দন বার্তাও পাঠান। শেখ হাসিনা বলেন, 'এই বিজয়ে আপনার প্রতি ভারতের জনগণের বিশ্বাস ও আস্থার প্রতিফলন ঘটেছে। দক্ষিণ এশিয়ার জনগণ আপনার এই বিজয়ে খুশি হবে এবং অঞ্চলের জনগণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করবে।'

উল্লেখ্য ২০১৭ সালের এপ্রিলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দিল্লি সফরের পর ফিরতি সফরে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ঢাকা সফরের কথা রয়েছে। কূটনৈতিক সূত্রগুলো বলছে, নরেন্দ্র মোদী ফের ক্ষমতায় আসায় খুব শিগগির এই সফর অনুষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সফরের প্রস্তুতি হিসেবে চলতি মাসে ভারতের পররাষ্ট্র সচিব বিজয় গোখলের ঢাকায় আসার কথা ছিল। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চিকিৎসার জন্যে লন্ডন যাওয়ায় সে সফর পিছিয়ে যায়। দিল্লির সূত্র উদ্ধৃত করে আজ ঢাকায় পাওয়া খবরে জানা যাচ্ছে, আগামি মাসের কোনও এক সময়ে ভারতের পররাষ্ট্র সচিব ঢাকা আসতে পারেন।

বাংলাদেশের নিরাপত্তা বিশ্লেষক ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব পিস অ্যান্ড সিকিউরিটিস স্টাডিজের সভাপতি মেজর জেনারেল (অব.) আ ন ম মুনিরুজ্জামান ভারতে নির্বাচনে নরেন্দ্র মোদীর আবার বিপুল বিজয় নিয়ে ক্ষমতায় আসা আঞ্চলিক স্থিতিশীলতায় ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলে মনে করেন। তিনি মোদীর প্রশংসা করে বলেন, পুলওয়ামা হামলাকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানের সঙ্গে সৃষ্ট উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে বড় সংঘাতের আশঙ্কা করা হচ্ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মোদীর প্রজ্ঞার কারণে তা হয়নি। এটা উপমহাদেশের নেতৃত্বের ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

# প্রাক বিশ্বকাপ প্রস্তুতি ম্যাচে চোট পেলেন ইয়ন মর্গ্যান

লন্ডন, ২৪ মে (হি.স.) : বিশ্বকাপ শুরুর সপ্তাহ খানেক আগে চোটের কবলে ইংল্যান্ড অধিনায়ক ইয়ন মর্গ্যান। শুক্রবার প্রস্তুতিতে বাঁ-হাতের তর্জনীতে চোট পয়েছেন ব্রিটিশ অধিনায়ক। আগামীকাল শনিবার অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচ রয়েছে ইংল্যান্ডের। এদিন নিজেদের শক্তি পরীক্ষা করে নিতে মাঠে নেমেছিল ইংল্যান্ড দল। ট্রেনিংয়ের আঙুলে চোট পান মর্গ্যান।

শুক্রবার সকালে প্রস্তুতির সময় ফিল্ডিং করতে গিয়ে বাঁ-হাতের তর্জনীতে চোট পান। প্রস্তুতি শেষে স্থানীয় হাসপাতালে মর্গ্যানের এক্স-রে হওয়ার কথা রয়েছে। ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডের পক্ষ থেকে বিবৃতি দিয়ে মর্গ্যানের চোটের সত্যতা স্বীকার করা হয়েছে। রিপোর্ট হাতে পেলেই চোট কতটা গুরুতর তা জানা যাবে বলে জানিয়েছে ইসিবি। আয়োজক দেশ ইংল্যান্ডের নেতৃত্বের পাশাপাশি ব্যাট হাতেও দলের অন্যতম প্রধান ভরসা মর্গ্যান। দেশের জার্সিতে ২২২ ম্যাচে প্রায় ৭ হাজারের কাছাকাছি রান হাঁকিয়েছেন মিডল অর্ডারের এই ব্যাটসম্যান।প্রসঙ্গত বিশ্বকাপের আগে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে শেষ একদিনের সিরিজে মর্গ্যানের অধিনায়কত্বে ৪-০ জয় পেয়েছে ইংল্যান্ড দল।

অন্যদিকে আজ কার্ডিফে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচে ফিল্ডিংয়ের সময় গোড়ালিতে গুরুতর চোট পাওয়ায় স্ট্রেটারে করে মাঠ ছাড়েন শ্রীলঙ্কান ক্রিকেটার অভিষ্কা ফার্নান্ডো।

# এখন খোলা হাওয়ায় ঘুরতে পারব, তৃণমুল থেকে সাসপেন্ড হয়ে প্রতিক্রিয়া শুভ্রাংশুর

বারাকপুর, ২৪ মে (হি.স.) : তৃণমূলে থেকে কিছু করলেও দোষ, না করলেও দোষ। এখন খোলা হাওয়ায় ঘুরতে পারব। দল তাঁকে ৬ বছরের জন্য সাসপেন্ড করার পর এমনই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন বীজপুরের তৃণমূল বিধায়ক তথা মুকুল রায়ের পুত্র শুভ্রাংশু রায় উ

শুক্রবার দুপুরে বীজপুরে বাড়িতেই বসেই শুভ্রাংশু রায় তৃণমূলের এই ধরাশায়ী অবস্থার জন্যে তাঁর বাবার প্রশংসা করেন। বলেন, "বারাকপুর লোকসভায় বীজপুর থেকে লিড দেব বলেছিলাম। কিন্তু তা হয়নি। বাবার কাছে হেরে গিয়েছি বীজপুরে ও বারাকপুর লোকসভায়। বাবাকে মানুষ বেছে নিয়েছেন। ভুলে গিয়েছিলাম মুকুল রায়ও ভূমিপুত্র।" এরপরই সাংবাদিক সম্মেলন করে দলের মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায় শুভ্রাংশু রায়কে দল থেকে ছয় বছরের জন্য সাসপেন্ড করার কথা গোষণা করেন উ শুক্রবার বিকালে সাংবাদিক বৈঠকে তৃণমূল মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায় ঘোষনা করেন, বীজপুরের তৃণমূল বিধায়ক শুভ্রাংশু রায়কে ৬ বছরের জন্য সাসপেন্ড করা হল। জানিয়ে দেন, দলের শৃঙ্খলা ভঙ্গ করা ছাড়াও দল বিরোধী কাজ ও কথা বলার জন্য পার্টি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তৃণমূল মহাসচিব আরও বলেন,"দীর্ঘদিন ধরেই পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছিল বীজপুরের বিধায়কের কার্যকলাপ। কখনও সোশ্যাল মিডিয়ায় বিতর্কিত পোস্ট, আবার কখনও তিনি বেফাঁস মন্তব্য করেছেন। যা দল অনুমোদন করে না।"

এদিকে, সাসপেন্ডের পর শুভ্রাংশু জানান, "তৃণমূলে থেকে কিছু করলেও দোষ, না করলেও দোষ। এখন খোলা হাওয়ায় ঘুরতে পারব। ওরা সব সময় আমাকে সন্দেহের চোখে দেখত। সেখান থেকে রেহাই পেলাম। তৃণমূল দলেতো শুধু নিজেদের মধ্যে মারপিঠ, মানুষকে ছোট করা ছাড়া আর কিছু নেই।"

# বিপদসীমার উপরে লঙ্গাই সিংলা নদী বন্যার কবলে পাথারকান্দির বহু গ্রাম

পাথারকান্দি (অসম), ২৪ মে (হি.স.) : গত দুদিন ধরে মিজোরাম এবং অসমের বরাক উপত্যাকার বিভিন্ন এলাকায় ভারী বর্ষণের ফলে শুক্রবার সকাল থেকেই ফুঁসতে শুরু করেছে পাথারকান্দির লঙ্গাই এবং দুল্লভছড়ার সিংলা নদী। আজ দুপুরে লঙ্গাই ও সিংলা নদীর জল ব্যাপক হারে বেঁড়ে চলায় বর্তমানে বিপদসীমার উপর দিয়ে বইতেব শুরু করেছে লঙ্গাই ও সিংলা। লঙ্গাই নদীর বিপদসীমা ২২ মিটার হলে আজ সন্ধা পর্যন্ত জলস্তর বেঁড়ে ২৩ থেকে ২৭ (স্থান ভেদে) মিটারে অবস্থান করছে বলে স্থানীয় জলসম্পদ বিভাগ সূত্রে জানা গেছে। তবে সিংলার জলস্তরের হিসাব পাওয়া যায়নি। এই খবর লেখা পর্যন্ত সঙ্গাইয়ের জল বাড়ছে। উজান এলাকায় বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকলে শনিবার পর্যন্ত প্রবল বন্যার কবলে পড়তে পারে পাথারকান্দির বিস্তীর্ণ অঞ্চল। এমনকি জল বাড়তে থাকলে অসম-ত্রিপুরা জাতীয় সড়কও যে-কোনও সময় বন্ধ হয়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

শুক্রবার দুপুরের দিকে লঙ্গাই নদীর জল হঠাৎ বেঁড়ে যাওয়ায় অনেকের পুকুর, জলাশয় ইত্যাদির বাঁধ ভেঙে লক্ষ লক্ষ টাকার মাছ বন্যার জলে ভাঁসিয়ে গেছে। অনুরদপভাবে বন্যার জল গড়িয়ে ঢুকছে এলাকার হাতিখিরা, বাজারিছড়া, সলগই, রাধাপ্যারী, হরিবাসর, বৈঠাখাল, ডেঙ্গারবন্দ, তিনখাল, নালিবাড়ি, সোনাখিরা, চাঁদখিরা, কাবাড়িবন্দ, মন্ত্রিগ্রাম, ইচাবিল, কটামণি, নাগরা, ঝেরঝেরি, কচুবাড়ি এলাকায়ও। এদিকে সিংলা নদীর জল উপচে দুল্লভছড়ার বড়বাজার-সহ সংলগ্ন বেশ কয়েকটি এলাকা প্লাবিত হয়ে গেছে বলে খবর পাওয়া গেছে। ইতিমধ্যে পাথারকান্দির প্রায় চল্লিশটি গ্রামের জনগণ গৃহবন্দি হয়ে পড়েছেন। লঙ্গাই নদীর উপর বিভিন্ন এলাকায় বিদ্যমান প্রায় ডজনখানেক বাঁশের সাঁকো বন্যার জলে তলিয়ে গছে বলে খবর পাওয়া গেছে। বন্যার গ্রাসে বহু কৃষকের সবজি বাগান জলের তলায় পড়েছে। আজ বিকালে জলোচ্ছ্বাসে কাবাড়িবন্দ, মন্ত্রিগ্রাম কচুবাড়ি ও কাছারিগ্রামের বাঁধ ভেঙে জল ঢুকছে জনবসতি এলাকায়। অনেকে গত বছরের ভয়াবহ বন্যার করুণ দুর্দশার কথা স্মরণ করে ইতিমধ্যে বাড়িঘর ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ে পাড়ি জমিয়েছেন বলে খবর পাওয়া গেছে। এদিকে খবর পেয়ে পাথারকান্দির বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল পাথারকান্দির বন্যা কবলিত মানুষকে নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসেবে এলাকার বিভিন্ন উঁচুস্থানের কমিউনিটি হল-এ প্রয়োজনে আশ্রয় নেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন। সম্ভাব্য বন্যা মোকাবিলায় জেলা প্রশাসনকে ব্যবস্থা নিতে বলেছেন বলে জানিয়েছেন।

# অবৈধ গর্ভপাত, চিকিৎসক বরখাস্ত সংগঠনও সকলকে সতর্ক করল

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মে।।** অবৈধ গর্ভপাতের ঘটনায় হাতেনাতে ধরা পড়েছিলেন ডাঃ অজয় বিশ্বাস। এই গুরুতর অপরাধের জন্য ত্রিপুরার স্বাস্থ্য দপ্তর তাঁকে বরখাস্ত করেছে। বুধবার বীরচন্দ্র মনু প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে হঠাৎ অভিযানে নেমে ত্রিপুরার স্বাস্থ্য মন্ত্রী সুদীপ রায় বর্মণ দুই মহিলাকে গর্ভপাত করানোর সময় ডাঃ অজয় বিশ্বাসকে হাতেনাতে ধরেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে শান্তিবাজার থানায় মামলা হয়েছে। এদিকে, অল ত্রিপুরা গর্ভমেন্ট ডঃ অ্যাসোসিয়েশন রাজ্যের সমস্ত চিকিৎসকদের কোনো ধরনের বেআইন কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য সতর্ক করেছে।

প্রসঙ্গত, বীরচন্দ্র মনু প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে দীর্ঘদিন ধরে অবৈধভাবে গর্ভপাত করানো হচ্ছে, এমন অভিযোগ ছিল স্থানীয় বাসিন্দাদের। এ-বিষয়ে সচিবালয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী সুদীপ রায় বর্মন জানিয়েছেন, স্থানীয় জনগণের কাছ থেকে সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে ওই হাসপাতালে অভিযান চালিয়ে ডাঃ অজয় বিশ্বাসকে গর্ভপাত করাতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা হয়েছিল।

স্বাস্থ্য মন্ত্রীর কথায়, বুধবার সকালে বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পাই বীরচন্দ্রমনু প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে গর্ভপাত হবে। সেই খবর পেয়েই স্বাস্থ্য সচিব সমরজিৎ ভৌমিক এবং স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডাঃ জে কে দেববর্মাকে সাথে নিয়ে রওয়ানা দেই। যাওয়ার সময় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা ডাঃ এস কে চাকমাকেও সেখানে যাওয়ার জন্য খবর পাঠানো হয়। স্বাস্থ্য মন্ত্রী বলেন, গোপনীয়তা বজায় রেখে ওই হাসপাতাল অভিযান চালানো হয়েছিল। সেখানে গিয়ে দুই জন মহিলাকে গর্ভপাতের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছিল, তা ধরে ফেলি।

স্বাস্থ্য মন্ত্রী বলেন, আমাদের অভিযান আঁচ করতে পেরে দুই মহিলাকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন ডাঃ অজয় বিশ্বাস। কিন্তু, আমাদের নজর এড়াতে পারেননি। তাঁর দাবি, দুই মহিলাকে সেদিন গর্ভপাত করা হচ্ছে, রেজিস্ট্রারে এমন কোন রেকর্ড ছিল না। শুধু তাই নয়, জানুয়ারী থেকে মে পর্যন্ত রেজিস্ট্রারে মাত্র ১৫টি গর্ভপাতের রেকর্ড রয়েছে। অথচ, অভিযোগ উঠেছে প্রতিদিন ৩-৪টি গর্ভপাত হচ্ছে এই প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, মোটা টাকার বিনিময়ে এধরনের অবৈধ কাজ করছিলেন ডাঃ অজয় বিশ্বাস।

স্বাস্থ্য মন্ত্রী দাবি করেন, প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের পেছনে একটি পরিত্যক্ত কূয়োতে প্রচুর ভ্রুণ এবং সদ্যজাত শিশুর মৃতদেহ রয়েছে বলে হদিশ মিলেছে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী বক্তব্য, গর্ভস্থ সন্তান ৭-৮ মাস বয়স, এমন ক্ষেত্রেও গর্ভপাত করানো হচ্ছে। কখনো প্রসবের আগেই শিশুটিকে ইঞ্জেকশন দিয়ে মেরে ফেলা হচ্ছে। আবার অনেক ক্ষেত্রে, প্রসব হওয়ার পর মেরে ফেলা হচ্ছে। তাছাড়া, কন্যা ভ্রুণগর্ভপাত হচ্ছে।

স্বাস্থ্য মন্ত্রীর দাবি, এর পেছনে বিরাট চক্র জড়িত রয়েছে। কারণ, জাল সাব্রুম, মনু, বিশালগড়, বিলোনীয়া জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে বলে অনুমান করা হচ্ছে। ওই ঘটনায় স্বাস্থ্য মন্ত্রী ডাঃ অজয় বিশ্বাসের বিরুদ্ধে মামলা করার নির্দেশ দেওয়া দিয়েছিলেন।

সে মোতাবেক শান্তিরবাজার থানায় ডাঃ অজয় বিশ্বাসের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন দক্ষিণ জেলার সিএমও ডাঃ শঙ্কর দাস। শান্তিরবাজার থানার এসআই শঙ্কর সরকার জানিয়েছেন, ডাঃ অজয় বিশ্বাসের বিরুদ্ধে ভারতীয় দন্ডবিধি ৩১২/৫১১/৩৫৩ ধারায় মামলা রুজু হয়েছে।

স্বাস্থ্য দপ্তর অবৈধ গর্ভপাতের ঘটনায় ভিষণ নড়েচড়ে বসেছে। দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব তথা অধিকর্তা ডাঃ জে কে দেববর্মা ডাঃ অজয় বিশ্বাসকে বরখাস্তের আদেশ জারি করেছেন। বরখাস্ত থাকাকালীন ডাঃ বিশ্বাসকে বীরচন্দ্র মনুতে অবস্থান করতে হবে। তাঁর

ছয়ের পাতায় দেখুন

## রামকৃষ্ণ শরণং
## শ্রাদ্ধই শ্রদ্ধা

**শ্বেতা (রান্‌জী) পাল**
জন্ম - ২০/১১/১৯৮২ ইং,
মৃত্যু- ১০/০৫/২০১৯ ইং
পিতা- শ্রী শঙ্কর পাল, শ্যামলী বাজার, আগরতলা, ত্রিপুরা (পশ্চিম)।
তোমার অকাল প্রয়াণে আমরা মর্মাহত ও শোকাহত। তোমার আত্মার শান্তি কামনা করছি।
শোকাহাত- পরিবারবর্গ, আত্মীয় স্বজন ও শুভাকাঙ্খীরা।

# বালোচিস্তানে নমাজ পাঠের সময় বিস্ফোরণ, মৃত দুই

কোয়েটা, ২৪ মে (হি.স.) : পাকিস্তানের অন্যতম বৃহত্তর প্রদেশ বালোচিস্তানে নাশকতায় দুজনের মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার নমাজ পাঠের সময় বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। এতে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা, যে মসজিদে হামলা হয়েছে সেটিতে সুন্নি মুসলিমরা প্রার্থনা করেন। এলাকায় এই সম্প্রদায়ের সশস্ত্র গোষ্ঠীরা বিশেষ সক্রিয়। যদিও এর দায় কেউ নেয়নি। জখম হয়েছেন বেশ কয়েকজন।

সম্প্রতি বালোচ প্রদেশের পাক সরকার বিরোধী গোষ্ঠী বালোচ লিবারেশন আর্মি হুমকি দিয়েছিল এই এলাকায় গড়ে ওঠা চিন-পাকিস্তান ইকনমিক করিডর রক্তাক্ত পরিস্থিতি তৈরি করতে চলেছে। চিনের বিরুদ্ধে বিশেষ বাহিনী তৈরি করা হয়েছে। তার পরেই হয়েছে শুক্রবারের বিস্ফোরণ। কোয়েটার ডিআইজি আব্দুল রাজ্জাক জানিয়েছেন, আইইডি বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে।

সম্প্রতি বালোচিস্তানে বড়সড় নাশকতা ঘটানো হয়। পাকিস্তানের জন্মের পর থেকেই এই প্রদেশে চলছে সরকার বিরোধী সশস্ত্র আন্দোলন। বালোচিস্তানে পাক সেনার অভিযানে মানবাধিকার লঙ্ঘন নিয়েও উঠেছে প্রশ্ন।

# দক্ষিণ জেলার তাকমা ভিলেজ কার্যালয়ে তালা ঝোলালো দুষ্কৃতী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মে।।** লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পর বৃহস্পতিবার রাতে দক্ষিণ ত্রিপুরার শান্তিরবাজার মহকুমার অন্তর্গত দক্ষিণ তাকমা ভিলেজ কার্যালয়ে রাতের আঁধারে কে বা কারা তালা ঝুলিয়ে দিয়েছে। আজ শুক্রবার অফিস খুলতে এসে সেক্রেটারি বাবুল দে-র নজরে আসে বিষয়টি। তালা ঝোলানো দেখে তিনি এলাকার লোকজন ও তাঁর ঊর্ধতন মহলে জানান। তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন পুলিশ প্রশাসনের কর্মীরা। আসেন সাধারণ প্রশাসনিক আধিকারিকও। তাঁদের সহযোগিতায় তালা ভেঙে অফিসে প্রবেশ করেন কর্মরত কর্মীরা। এদিকে তালা ঝোলানোর বিষয় সম্পর্কে সংবাদ মাধ্যমের কাছে জানিয়েছেন কার্যালয়ের সেক্রেটারি বাবুল দে। তিনি সঠিকভাবে বলতে পারছেন না, কে বা কারা রাতের আঁধারে অফিসে তালা ঝুলিয়ে রেখে চলে গেছে। অপরদিকে এই তালা ঝোলানোর ঘটনাকে কেন্দ্র করে গ্রামের মানুষ ক্ষেপে গেছেন। ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে অনেকে বলেছেন, নির্বাচনে সিপিআইএম ও কংগ্রেস গো-হারা হেরে শান্ত পরিবেশকে বিনষ্ট করার জন্য এই কাজ করেছে। তালা ঝোলানোর সমগ্র বিষয় নিয়ে গ্রামে চাঞ্চল্যের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

# তৃণমূল নেতার বাড়ি থেকে উদ্ধার বন্দুক, নারায়ণগড়ে তৃণমূল কার্যালয় থেকে উদ্ধার বোমা, গ্রেফতার

মেদিনীপুর, ২৪ মে (হি.স.) : ২০১১ সালে বামপন্থীদের হাত থেকে ক্ষমতা দখল করার পরপরই বাম নেতাকর্মীদের বাড়ি থেকে বন্দুক বোমা উদ্ধার করার হিড়িক পড়ে গিয়েছিল যেন। শালবনি গড়বেতার সিপিআইএমের নেতাকর্মীদের বাড়ি থেকে বোমা বন্দুক উদ্ধার হয়েছিল। বিভিন্ন দলীয় কার্যালয় গুলি থেকেও একাধিক অস্ত্রশস্ত্র বের করেছিল তৃণমূলের কর্মীরা। ঠিক সেই ছবিটাই যেন ফিরে এল লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর দিন থেকেই।

শুক্রবার দুপুরে শালবনী থানার অন্তর্গত কাশীজোড়া গ্রামের তৃণমূল নেতা লালটু মাহাতর বাড়ি থেকে বন্দুক ও কার্তুজ উদ্ধার করে পুলিশ। স্থানীয় বিজেপি কর্মীদের অভিযোগ-তৃণমূল ক্ষমতায় থাকার সুবাদে লালটু মাহাতো এলাকার লোকজনকে বন্দুক ও বোমা নিয়ে ভয় দেখিয়ে সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি করে রেখেছিল। বৃহস্পতিবার ফলাফলে বিজেপির উত্থান দেখে একইভাবে অস্ত্র সস্ত্র নিয়ে মানুষজনের ওপর হামলা করার চেষ্টা করেছে। শুক্রবার দুপুরে গ্রামবাসীরা ঐক্যবদ্ধভাবে লালটু মাহাতো বাড়ি ঘেরাও করে। শালবনী থানার পুলিশ এলে তাদের তল্লাশি করতে বলে। পুলিশ তার বাড়ি থেকে একটি বন্দুক, তীর ধনুক ও কার্তুজ উদ্ধার করেছে। ঘটনার পর গ্রেফতার করা হয়েছে লালটু মাহাতোকে।

অন্যদিকে, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার নারায়ণগড় ব্লকের গোবিন্দপুর গ্রামে তৃণমূলের দলীয় কার্যালয় থেকে তাজা বোমা উদ্ধার করল পুলিশ। বিজেপির অভিযোগ গোবিন্দপুর এর তৃণমূলের ওই কার্যালয়ে বোমা সবসময়ই মজুদ থাকতো।ফলাফলে উত্থান হয়েছে দেখে সাহস করে বিজেপিকে নেতাকর্মীরা পুলিশকে দিয়ে ওই কার্যালয়ে তল্লাশির দাবি করে। শুক্রবার পুলিশ দুপুরে ওই কার্যালয়ের দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে সেখান থেকে বেশকিছু হাতবোমা ও বিভিন্ন সরঞ্জাম উদ্ধার করেছে। দুই ক্ষেত্রেই অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূলের জেলা সভাপতি অজিত মাইতি।

অজিত মাইতি বলেন-' ফলাফল সামান্য বেশি পেতেই ওরা সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি করে চলেছে। সিপিআইএমের পুরনো ক্যাডাররা বিজেপির জামা পরে তৃণমূলের কার্যালয় ও নেতাদের বাড়িতে বোমা বন্দুক রেখে ফাঁসানোর চেষ্টা করছে।আমরা পুলিশকে জানিয়েছি।পুলিশ বিষয়টি দেখলেই পরিষ্কার হয়ে যাবে।'

বিজেপির জেলা সভাপতি সমিত দাস বলেন-এখনো পর্যন্ত আমাদের বিজেপি নেতা কর্মীদের কাউকেই এগিয়ে যেতে হয়নি। মানুষ বুঝে গেছে তাদের এলাকায় কারা সন্ত্রাস চালাত, কোথায় কীভাবে কী অস্ত্র ব্যবহার করত।তাই গ্রামবাসীরা স্বেচ্ছায় উদ্যোগ নিয়ে এধরনের তৃণমূল নেতাকর্মীদের কুকর্ম গুলোকে সামনে আনার চেষ্টা করছে। পুলিশ দেখুক এতদিন ধরে যে কাজটা করা উচিত ছিল সেটা কেন করেনি।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।